

॥ ওঁ নমঃ শিবায় ॥

শৈবধর্ম ও শিবনীতি



শৈব উপনিষদ

# শরত উপনিষদ

[ মূল শ্লোক এবং বঙ্গানুবাদ সহ ]



অনুবাদক- শ্রীকৌশিক রায় শৈবজী(শ্রীনন্দীনাথ শৈব)

<https://shaivadharma.wordpress.com>

<https://issgt100.blogspot.com>

প্রকাশনায়:

INTERNATIONAL SHIVA SHAKTI GYAN TIRTHA

(আন্তর্জাতিক শিব শক্তি জ্ঞান তীর্থ)

[MOBILE FRIENDLY FREE E-BOOK VERSION]

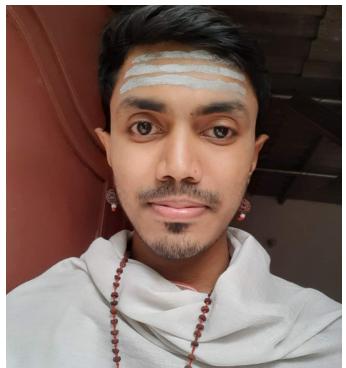
(সম্পূর্ণ বিনামূল্যে)

|| ॐ পার্বতীপতয়ে নমোহস্ত ||

- অনুবাদক:-

শ্রীকৌশিক রায় (নন্দীনাথ শৈব)

Email- [roykoushik31@gmail.com](mailto:roykoushik31@gmail.com)



- সম্পাদক:-

শ্রীরোহিত কুমার চৌধুরী

Email- [senguptahrittik@gmail.com](mailto:senguptahrittik@gmail.com)

- প্রথম সংস্করণ – মে, ২০২২

শ্রীকৌশিক রায় শৈবজী (নন্দীনাথ শৈব),  
অবধৃত শৈব পরম্পরাভুক্ত,  
শৈব-সনাতন ধর্মের তথ্যসংগ্রাহক,  
ঝুঁটি, শৈবধর্ম প্রচারক,  
সভাপতি, ISSGT  
বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা, পঃবঃ

To Visit Our Blog Scan This QR Code

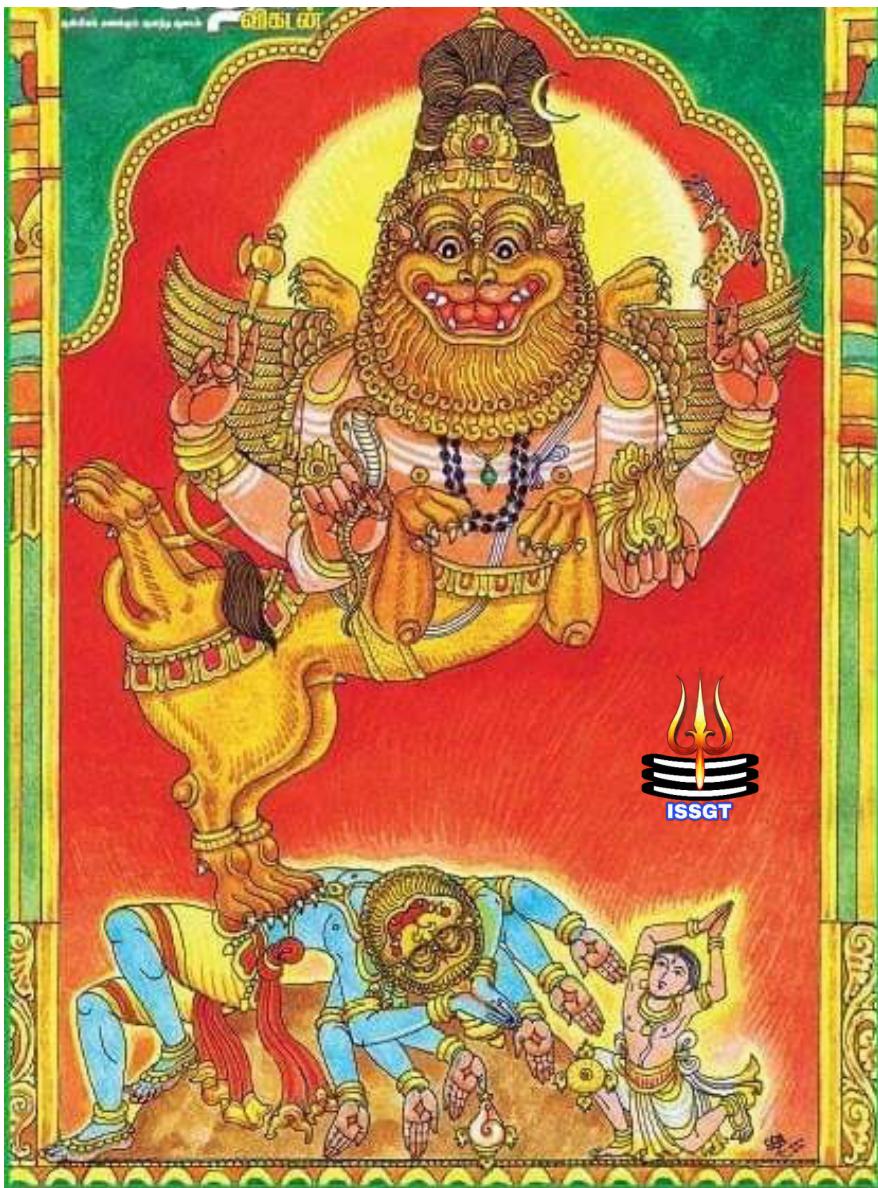


প্রকাশনায়:-

International Shiva Shakti Gyan Tirtha – ISSGT

Blog Link – <https://issgt100.blogspot.com> 2022. All rights reserved

॥ॐ श्री शरभेश्वराय नमः ॥



॥ॐ पक्षीराजाय बिद्धहे शरभेश्वराय धीमहि  
तन्मो रुद्रः प्रचोदयाऽ ॥

## -ঃবিষয়সূচি:-

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
1	অনুবাদকের নিবেদন	5-6
2	সম্পাদক কর্তৃক শরত্তেশ্বর বিষয়ে সামান্য আলোকপাত	7-13
3	অথ শরত্তোপনিষৎ	14-31
4	শিবমহাপুরাণ এবং লিঙ্গমহাপুরাণোক্ত শরত-নৃসিংহ যুদ্ধ	32-35
5	নৃসিংহদেব কর্তৃক শরত অষ্টোত্তরশত নাম স্তবন	36-38
6	শরত সম্পর্কিত যাবতীয় অপপ্রচারের জবাব	39-116



## ➤ অনুবাদকের নিবেদনঃ-

প্রভু মহেশ্বরের ইচ্ছেয় তাঁর নিঃশ্বাস হতেই চার বেদ প্রকটিত হয়েছে। সেই বেদেরই সিদ্ধান্ত ভাগ অর্থাৎ বেদান্ত তথা উপনিষদ সম্পর্কে আমরা সকলেই কম বেশি অবগত আছি। কিন্তু আমাদের বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশে সেভাবে কখনোই শৈব শাস্ত্রের উপর জোর দেওয়া হয়নি। ISSGT- এর পক্ষ থেকে আমি সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় শৈব উপনিষদ এর অনুবাদ করার পরিত্র কার্যে হাত দিয়েছি।

বাংলায় তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের বেশিরভানেই শৈব শাস্ত্রের উপর খুবই অল্প সংখ্যক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, যার ফলে গৃহ্য শিবজ্ঞান চিরকালের মতো গুহ্য রয়ে গিয়েছে। ISSGT এর পক্ষ থেকে আমি সেই সমস্ত শৈব শাস্ত্রের মধ্যে অন্যতম বেদের অন্তর্গত পরমেশ্বর শিবের মাহাত্ম্য বেদে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা সম্পর্কে আজও সনাতনী সমাজ অবগত নন। অনেকে বিভিন্ন গুজবের শিকার হয়ে এটা ভেবে বসে আছে যে বেদ শাস্ত্র ‘শিব’ নামটুকু পর্যন্ত নেই। তার ফলস্বরূপ বর্তমানে শিব সম্পর্কে বিভিন্ন কাল্পনিক ধারণা ও গুজব সমাজের বুকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, যার মধ্যে কিছু অপসম্প্রদায় নিজেদের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন অপকৌশল দ্বারা পরমেশ্বর শিবের নিন্দা করে চলেছে। প্রকৃত মান্য শাস্ত্রের অনুশাসনের অভাবে তারা শাস্ত্র সম্পর্কে অঙ্গ জনসাধারণের সমক্ষে নিজেদের কাল্পনিক মন্তিষ্ঠপ্রসূত অলীক কাহিনী ও তার সাথে যুক্তি দিয়ে পরমেশ্বর শিবকে নিন্দা

ও তাঁর মহিমা ক্ষুণ্ণ করে জনসাধারণের কাছে শিব সম্পর্কে একটি অসত্য চিন্তধারাকে স্থাপন করার প্রচেষ্টায় রত হয়েছেন, যেহেতু বেশিরভাগ জনসাধারণ শাস্ত্র সম্পর্কে অবগত নন, সেহেতু তারা অপপ্রচারকারীদের অপযুক্তির বিপক্ষে কিছু জবাব দিতে না পেরে সেই অপযুক্তিগুলিকে বিশ্বাস করে নিতে বাধ্য হন। এভাবেই দীর্ঘকাল ধরে পরমেশ্বর শিবের মহিমাকে চাপা দেওয়ার প্রচেষ্টা চলে আসছে।

কিন্তু সেই সমস্ত অপপ্রচারকারীদের থেকে সনাতনী সমাজকে রক্ষা করার জন্য এবং তাদের কাছে শাস্ত্রের আলো পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে আমরা শৈব সনাতনীগণেরা সর্বদাই প্রস্তুত। সেই উদ্দেশ্যেকেই সফল করার নিমিত্তে আমি শৈব উপনিষদসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম মহারত্নতুল্য পরম পবিত্র শরত উপনিষদ বাংলা ভাষাতে সহজ সরল ভাবে অনুবাদ করতে ব্রতী হয়েছি। এছাড়াও পরবর্তীতে সমস্ত শৈব উপনিষদ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হবে।

এই শরত উপনিষদ সাক্ষাৎ শ্রতিশাস্ত্র, অর্থাৎ বেদবাক্য। সুতরাং এই শাস্ত্রে উল্লেখিত প্রত্যেকটি বাক্য সর্বাগ্রে মান্য।

এই মহারত্নের ন্যায় মঙ্গলকারী শরত উপনিষদ অধ্যয়নকারী ব্যক্তির শিবজ্ঞান বর্ধিত হোক, এই প্রার্থনা করে এই শরত উপনিষদ টি পরমেশ্বর শিবের শ্রীচরণকমলের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম। শিবার্পণমস্তু।

শ্রীকৌশিক রায় (নন্দীনাথ শৈব), প্রতিষ্ঠাতা,  
আন্তর্জাতিক শিবশক্তি জ্ঞানতীর্থ (ISSGT)

➤ সম্পাদক কর্তৃক শরভেশ্বর বিষয়ে সামান্য আলোকপাত :-

শরভ বা শরভেশ্বর নামটির সাথে বাংলার মানুষ অতোটাও পরিচিত নন যতটা তারা নৃসিংহদেব এই নামটির সাথে পরিচিত। শিব মহাপুরাণ মতে পরমেশ্বর শিবের ১৯টি প্রধান স্বরূপের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য একটি স্বরূপ হল - শরভেশ্বর। তাছাড়া শৈব সিদ্ধান্ত মতে পরমেশ্বর শিবের ২৫টি এবং ৬৪টি লীলা বিগ্রহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সিংহঘৰ মূর্তি বা শরভ বা হরিধরংসী মূর্তি। শ্রীবিষ্ণুর অবতার ভগবান নৃসিংহদেবের দর্প চূর্ণ করতে এবং তাঁর রোষানল থেকে জগতকে ত্রাণ করতে সাক্ষাৎ বীরভদ্র এই শরভেশ্বর মূর্তি ধারণ করেন। একই দেহে পক্ষী এবং সিংহের অপরূপ মেলবন্ধনের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ হলেন শরভেশ্বর মহাদেব।

● শাস্ত্রগত ভিত্তি :-

শিবমহাপুরাণ, লিঙ্গমহাপুরাণ সহ বিভিন্ন শৈবাগম যেমন - উত্তর কামিকাগম, কারণাগম, সূক্ষ্মাগম, বাতুলশুন্দু তত্ত্ব সহ বিভিন্ন শাস্ত্র তত্ত্ব যেমন - আকাশভৈরব কল্প, পঞ্চরাজ কল্প, রূদ্রযামল তত্ত্ব, কালিকা উপপুরাণে শরভেশ্বরের উল্লেখ রয়েছে। এমনকি পদ্মপুরাণেও শরভেশ্বরের সহস্রনামের উল্লেখ মেলে (পদ্মপুরাণ থেকে যাকে বর্তমানে লুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে)।

● বিভিন্ন শাস্ত্রে উল্লেখিত শরভেশ্বরের স্বরূপ বর্ণন :-

১. “ লোকহিতাথায় লীলয়াকাশভৈরবম্ ।

ত্রিধাবিভজ্য চাত্মানং রক্ষতে সর্বদাখিলম্ ॥ ২ ॥

আকাশভৈরবং পূর্বং দ্বিতীয়ং চ আশুগারুড়ম্ ।

শরভং তু তৃতীয়ং স্যাদ্রূপত্রয়মিহোচ্যতে ॥ ৩ ॥

তস্য তার্তীয় রূপস্য ত্রিধা রূপং বিশেষতঃ ।

শরভং সালুবং চৈব পক্ষিরাজং তৃতীয়কম্ ॥ ৪ ॥ ”

(আকাশভৈরব কল্প তত্ত্ব/ তৃতীয় অধ্যায়)

**সরলার্থ** - পরমেশ্বর শিব পরমেশ্বরীকে বললেন , আকাশ ভৈরব নামক কল্পে পরমেশ্বর আকাশভৈরব লোক কল্যানের নিমিত্তে এবং অখিল বিশ্বচরাচরের রক্ষার নিমিত্তে নিজেকে (আত্মস্বরূপকে) তিনটি স্বরূপে বিভাজিত করেন অর্থাৎ নিজেই তিনটি স্বরূপ ধারণ করেন । যথা- ১. আকাশভৈরব ২. আশুগারুড় এবং ৩. শরভ/শরভেশ্বর।

এনাদের মধ্যে তৃতীয় স্বরূপ শরভেশ্বর পুনরায় লীলা প্রদর্শনের নিমিত্তে নিজেকে তিনটি স্বরূপে বিভাজিত করেন - ১. শরভ, ২. সালুব এবং ৩. পক্ষিরাজ। (সুতরাং শরভ এবং আকাশভৈরবের মধ্যে তত্ত্বগতভাবে কোনো

পার্থক্যই নেই। তাই মূলস্বরূপ শরভকেই সাধারণত আকাশভৈরব বলে  
আখ্যায়িত করা হয়।)

2. উত্তর কারণতন্ত্র (শৈব আগম) বলছে যে তিনি সিংহ অর্থাৎ নৃসিংহ  
চর্মধারী -

“সিংহচর্মধরং ভীমং শত্রুসংহারকারণম্।

সাম্পর্কিপ্ররাজাখ্যং এবং সংহারতাণ্ডবম্॥৮॥”

(উত্তর কারণাগম/ ৭৩ নং পটল)

3. উত্তর কামিক তন্ত্র (শৈব আগম) শরভেশ্বর সম্পর্কে বলছে -

“পক্ষাকারং সুবর্ণাভং পক্ষদ্বয় সমন্বিতম্॥১॥

উর্ধবপক্ষ সামাযুক্তং রক্তনেত্র ত্রয়ান্বিতাম্॥২॥

সুতীক্ষ্ণ নখরসংযুক্তেঃ উর্ধবষ্ট্রেদপাদকৈঃ।

দিব্যলাঙ্গল সংযুক্তং সুবিকীর্ণ জটান্বিতম্॥৩॥

<https://issgt100.blogspot.com>

কন্ধরোধ্বং নরাকারং দিব্যমৌলি সমাযুতম্।

সিংহাস্যং ভীমদংষ্ট্রং চ ভীমবিক্রম সংযুক্তম্॥ ৪ ॥

হরন্তং নরসিংহং তু জগৎসংহরণোন্ধতম্।

কৃতাঞ্জলি পুটোপেতং নিশ্চেষ্টিত মহাতনুম্॥ ৫ ॥

নন্দদেহং তদুর্ধৰাস্যং বিষ্ণু পদ্মদলেক্ষণম্।

পাদাভ্যাং অম্বরস্থাভ্যাং কুক্ষিস্থাভ্যাং চ তস্য তু॥ ৬ ॥

গগণাভিমুখং দেবং কারয়েচ্ছরভেশ্বরম্॥ ৭ ॥ ”

(উত্তর কারণাগম/৬০ নং পটল)

4. উত্তর কারণতত্ত্বোত্ত ধ্যানেও শরভেশ্বরকে চতুষ্পদী বলা হয়েছে --

“ মৃগাদি চ চতুষ্পাদং দ্঵িপাদং ভূমিসংস্থিতম্॥ ৫ ॥ ”

(উত্তর কারণাগম/ ৭৩ নং পটল)

৫. সাথে তিনি হস্তে ধারণ করছেন - ডমরু, পরশু, ত্রিশূল, খড়গ, খেটক, তীর, শার্দ্ধ এবং ভিণ্ডিপাল।

“ ডমরু পরশুশৈব ত্রিশূলং খড়গখেটকম্ ॥ ৬ ॥

শরং শার্দ্ধং ভিণ্ডিপালং পার্শ্বয়োশ প্রকল্পয়েৎ ॥ ৭ ॥ ”

(উত্তর কারণাগম/৭৩ নং পটল)

৬. লিঙ্গমহাপুরাণোক্ত ধ্যানেও তাঁকে চতুষ্পদী এবং সহস্রবাহু বলা হয়েছে

—

“ মহাবাহুঃ চ চতুষ্পাদ বহিসংভবঃ ॥ ৬৮ ॥

সহস্রবাহুর্জটিলশংচন্দ্রার্ধকৃতশেখর ॥ ৬৬ ॥ ”

(লিঙ্গমহাপুরাণ/পূর্বভাগ/৯৬/৬৮)

৭. পক্ষীরাজ তত্ত্বে পক্ষীরাজ স্বরূপধারী শরভের বর্ণনায় তাকে অষ্টপদী, সহস্রবাহু, দুইটি মণ্ডক, প্রতিটি মণ্ডক ত্রিনেত্র বিশিষ্ট, উত্থিত দ্বি-পুচ্ছ, দুটি ডানা এইরূপ ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

“ অষ্টাঙ্গ-গ্রিশ সহস্রবাহুরনিলচ্ছায়া শিরো যুগ্মমৃৎ,

দ্বিত্রিক্ষেত্রাতিজবো দ্বিপুচ্ছ উদিতঃ সাক্ষাং নৃসিংহপদ।

ॐ নম অষ্টপদায় সহস্রবাহুবে দ্বিশিরসে ত্রিনেত্রায় দ্বিপক্ষায়  
অগ্নিবর্ণায় মৃগবিহঙ্গমরূপায় বীর শরভেশ্বরায় হং ফট়। ” (পক্ষিরাজ  
তত্ত্ব)

৮. তামিল শৈবশাস্ত্র 'Sivaparakramam' অনুযায়ীও শরভেশ্বর অষ্টপদ  
সংযুক্ত। (Sivaparakramam/ 30 নং মূর্তি)

সুতোং মীমাংসা এটাই দাঁড়ায় যে অষ্টপদী ও চতুর্পদী শরভের মধ্যে  
কোনো ভেদ নেই। তিনি যখন পক্ষিরাজ কল্পে পক্ষিরাজ স্বরূপ ধারণ করেন  
তখন তিনি অষ্টপদী এবং শরভ কল্পে তিনি চতুর্পদী। প্রকৃতপক্ষে আকাশ  
ভৈরব কল্পের অন্তর্ভুক্ত দুটি কল্প হল - শরভ কল্প এবং পক্ষিরাজ কল্প।

- **শরভের শক্তি :-**

উত্তর কারণ আগমোক্ত শরভেশ্বরের ধ্যানে বলা হয়েছে-

“ জিহ্বা বড়বাহিস্যাংকালী দুর্গা দ্বিপক্ষকৌ || ৩ || ” (উত্তর-  
কারণাগম/৭৩ নং পটল)

-অর্থাৎ দুর্গা এবং কালী সাক্ষাৎ শরতেশ্বরের দুইটি ডানা অর্থাৎ দুই ডানার শক্তি। মতে তাঁর দুই শক্তি দুই ডানায় সংস্থিতা - দুর্গা এবং কালী। তন্ত্রান্তরে দুর্গাকে শূলনীদেবী এবং কালীকে ভদ্রকালী বলা হয়ে থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনায় শরতেশ্বর সম্পর্কে যথাসম্ভব তথ্য অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় তুলে ধরা হল। শিব ভক্তদের কৌতুহল প্রশংসনার্থে মূল শৃঙ্গির পাশাপাশি এই পুষ্টকের শেষাংশে প্রভু শরতেশ্বর এবং নৃসিংহ দেবের যুদ্ধের কাহিনী এবং নৃসিংহ দেব কর্তৃক শরতেশ্বরের অষ্টত্তোরশত নাম এর উল্লেখ করা হয়েছে, সাথে শরত উপনিষদের প্রামাণিকতার পাশাপাশি শরত সম্পর্কিত যাবতীয় অপপ্রচারের জবাব দেওয়া হয়েছে।

শ্রীরোহিতি কুমার চৌধুরী, সম্পাদক,  
আন্তর্জাতিক শিব শক্তি জ্ঞান তীর্থ (ISSGT)



॥ শিব ৩ঁ ॥

॥ অথ শরভোপনিষৎ ॥

সর্বং সত্যজ্য মুনযো যন্তজন্ত্যাত্মকপতঃ ।

তচ্ছারভং ত্রিপাদ্বন্দ্ব স্বমাত্রমবশিষ্যতে ॥

৩ঁ ভদ্রং কর্ণোভিঃশৃণ্যাম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাভির্যজত্রাঃ ।

স্থিরেরঙ্গেষ্টুতুবাঃসত্ত্বভির্যশেম দেবহিতং যদাযুঃ ॥

তমীশানং জগতঃ তস্তুষস্পতিং ধিযঞ্জিষ্঵মবসে হৃমহে বযম্ ।

পৃষ্ঠা নো যথা বেদসামসদ্বৃধে রক্ষিতা পাযুরদন্ধঃ স্বত্যে ॥

প্রযতঃ প্রণবো নিত্যং পরমং পুরুষোত্তমম् ।

ওষ্ঠারং পরমাত্মানং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমন্ত ॥

॥ ৩ঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

॥ শিব ৩ঁ ॥

॥ শ্রী শরভেশ্বরায় নমোন্তভ্যম् ॥

॥ শরভোপনিষৎ ॥

“অথ হৈনং পৈপলাদো ব্রহ্মাগমুবাচ ভো ভগবন্ ব্রহ্মাবিষ্ণুরদ্বানাং মধ্যে  
কো বা অধিকতরো ধ্যেয়ঃ স্যাত্ত্বমেব নো ক্রহীতি । তস্মৈ স হোবাচ  
পিতামহশ্চ হে পৈপলাদ শৃণু বাক্যমেতৎ । বহুনি পুণ্যানি কৃতানি যেন তেনেব  
লভ্যঃ পরমেশ্বরোহসৌ । যস্যাঙ্গজোহহং হরিরিদ্রমুখ্যা মোহান জানতি  
সুরেন্দ্রমুখ্যাঃ ॥ ১ ॥”

**সরলার্থ** – একবার প্রজাপতি ব্রহ্মা কে খাষি পৈপলাদ জিজ্ঞাসা করেন,  
হে ভগবন! কৃপা করে এটি বলুন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং কন্দু (শিব) - এনাদের  
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধ্যেয় (পূজ্য) কে? প্রজাপতি ব্রহ্মা বললেন,  
পৈপলাদ! আমি যা বলছি তা গভীর মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো। সেই  
পরমেশ্বর কে বহু পুণ্যের দ্বারাই প্রাপ্ত করা যেতে পারে, যে প্রভুর অঙ্গের  
থেকে আমি(ব্রহ্মা) প্রকট হয়েছি, সেই পরমেশ্বরকে মোহবশত মুখ্য  
দেবতা বিষ্ণু, ইন্দ্র এবং সুরেন্দ্রও জানতে সক্ষম নন।

“ প্রভুং বরেণ্যং পিতরং মহেশং যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি তস্মে ।

বেদাংশ্চ সর্বানপ্রহিগোতি চাগ্র্যং তং বৈ প্রভুং পিতরং দেবতানাম্ ॥ ২ ॥ ”

**সরলার্থ** – সেই প্রভুই সর্বপ্রথম প্রজাপতি ব্রহ্মা কে ধারণ করেন, সেই প্রভুই বরণের যোগ্য, তিনিই প্রভু, তিনিই পিতা মহেশ্বর, তিনিই শ্রেষ্ঠ। এবং তিনিই বেদের প্রথম প্রেরক পরমেশ্বর, তিনিই সবার প্রভু এবং সমস্ত দেবতাগণেরও পিতা।

“ মমাপি বিষ্ণোর্জনকং দেবমীড্যং যোহন্তকালে সর্বলোকান্তংজহার  
স একঃ শ্রেষ্ঠশ্চ সর্বশাস্ত্রা স এব বরিষ্ঠশ্চ ॥ ৩ ॥ ”

**সরলার্থ** – সেই প্রভু (শিব) আমার (ব্রহ্মা) এবং বিষ্ণুদেবেরও পিতা, উনিই অন্তিম সময়ে (মহাপ্রলয়) সম্পূর্ণ বিশ্বের বিনাশ করেন, সেই দেবকে নমস্কার করি, তিনি একাই নিয়ামক, তিনি শ্রেষ্ঠ এবং বরিষ্ঠ (সর্বাগ্রে বরণীয়)।

“ যো ঘোরং বেষমাস্ত্বায শরভাখ্যং মহেশ্বরঃ ।

নৃসিংহং লোকহন্তারং সংজ্ঞান মহাবলঃ ॥ ৪ ॥ ”

**সরলার্থ** – সেই মহাবলবান মহেশ্বর শরত্তের রূপ ধারণ করে নৃসিংহের প্রাণ হনন করেন।

“ হরিং হরতং পাদাভ্যামনুযান্তি সুরেশ্বরাঃ ।

মাবধীঃ পুরুষং বিষ্ণুং বিক্রমস্ত মহানসি ॥ ৫ ॥ ”

**সরলার্থ** – সর্বেশ্বর ভগবান রূদ্র যখন শ্রী বিষ্ণুর পা এর অংশ ধরে হরণ করলেন, সেই সময় সমস্ত দেবতাগণ পরমেশ্বর শিবের কাছে প্রার্থনা করে বললেন, হে পুরুষোত্তম প্রভু ! আপনি বিষ্ণুর উপর দয়া করুন, ওনাকে বধ করবেন না, আপনার জয় হোক।

“ কৃপযা ভগবান্বিষ্ণুং বিদ্দার নথৈঃ খরৈঃ ।

চর্মান্বরো মহাবীরো বীরভদ্রো বভূব হ ॥ ৬ ॥ ”

**সরলার্থ** – তখন নিজের তেজোময় নখের দ্বারা নৃসিংহরূপী বিষ্ণুদেবকে ভগবান রূদ্র বিদীর্ণ করে দিলেন, তখন সেই নৃসিংহের চর্ম ধারণকারী সেই মহাবীর রূদ্র বীরভদ্র নামে বিখ্যাত হলেন।

“ স একো রুদ্রো ধ্যেয়ঃ সর্বেষাং সর্বসিদ্ধয়ে |

যো ব্রহ্মণঃ পঞ্চবক্রহঙ্গা তস্মৈ রুদ্রায নমো অন্ত || ৭ || ”

**সরলার্থ** – এই প্রকার একমাত্র পরমেশ্বর রুদ্রই সমস্তপ্রকার সিদ্ধিপ্রদানকারী এবং সবার কাছে ধ্যেয়, পূজ্য, আরাধ্য। যিনি ব্রহ্মার পঞ্চমতম মাথা কে সমাপ্ত করেছেন, সেই পরমেশ্বর রুদ্র ভগবান কে নমস্কার।

“ যো বিশ্ফুলিঙ্গেন ললাটজেন সর্বং জগন্তস্মাত্সংকরোতি |

পুনশ্চ সৃষ্ট্বা পুনরপ্যরক্ষদেবং স্বতন্ত্রং প্রকটীকরোতি |

তস্মৈ রুদ্রায নমো অন্ত || ৮ || ”

**সরলার্থ** – যিনি নিজ ললাটের অগ্নি দ্বারা সম্পূর্ণ সংসার কে জ্বালিয়ে দেন এবং পুনরায় সৃষ্টি করে সেটিকে রক্ষাও করে থাকেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান রুদ্র কে নমস্কার করিব।

“ যো বামপাদেন জঘান কালং ঘোরং পপেহথো হলাহলং দহতম् |

তস্মৈ রুদ্রায নমো অন্ত || ৯ || ”

**সরলার্থ** – যিনি নিজ বাম পা দ্বারা কালকে বধ করে দিয়েছেন তথা জলন্ত  
বিষ পান করেছেন, সেই পরমেশ্বর রূদ্র কে আমি নমস্কার করি।

“ যো বামপাদাচিতবিষুণেত্রস্যে দদৌ চক্রমতীব হষ্টঃ ।

তস্যে রূদ্রায নমো অন্তঃ ॥ ১০ ॥ ”

**সরলার্থ** – যে প্রভুর বাম পাদপদ্মে বিষুণ নিজ নেত্র (চক্ষু) সমর্পিত করে  
দিয়েছেন, তার ফলস্বরূপ যে প্রভু প্রসন্ন হয়ে বিষুণকে চক্র (সুদর্শন) প্রদান  
করেছিলেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান রূদ্র কে আমি নমস্কার করি।

“ যো দক্ষযজ্ঞে সুরসজ্ঘান্বিজিত্য বিষুৎং ববহোরগপাশেন বীরঃ ।

তস্যে রূদ্রায নমো অন্তঃ ॥ ১১ ॥ ”

**সরলার্থ** – যে বীরভূত দক্ষযজ্ঞের সময় সমস্ত দেবতাদের কে পরাজিত  
করেছেন এবং বিষুণকেও নাগপাশ দ্বারা বেঁধে দিয়েছেন। সেই পরমেশ্বর  
ভগবান রূদ্র কে আমি নমস্কার করি।

“ যো লীলযৈব ত্রিপুরং দদাহ বিষ্ণুং কবিং সোমসূর্যাগ্নিনেত্রঃ ।

সর্বে দেবাঃ পশ্চতামবাপুঃ স্বয়ং তস্মাং পশ্চপতির্বৃত্বে ।

তস্মে রূদ্রায নমো অন্ত || ১২ || ”

**সরলার্থ** – যে প্রভু কৌতুকমাত্রাই ত্রিপুরকে দহন করেছেন, যাঁর ত্রিনেত্র সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নিস্বরূপ, বিষ্ণু তথা সমস্ত দেবতা যাঁর সমক্ষে পশ্চস্বরূপ হয়ে গেছেন অর্থাৎ যাঁর অধীন হয়ে গেছেন, ফলে যিনি পশ্চপতি উপাধি দ্বারা ভূষিত হন, সেই পরমেশ্বর ভগবান রূদ্র কে আমি নমস্কার করি।

“ যো মৎস্যকূর্মাদিবরাহসিংহাবিষ্ণুং ক্রমন্তং বামনমাদিবিষ্ণুংম্ ।

বিবিক্লবং পীড্যমানং সুরেশং ভস্মীচকার মন্মথং যমং চ ।

তস্মে রূদ্রায নমো অন্ত || ১৩ || ”

**সরলার্থ** – যিনি সুরগণের দেবতা ইন্দ্র সহ বিষ্ণুর মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন সহ সমস্ত অবতারের প্রবর্তক এবং তাদের পীড়াদান করেছেন, যিনি যম ও কামদেবকে ভস্ম করেছেন অর্থাৎ তেজোবিহীন করেছেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান রূদ্রকে নমস্কার করি।

“ এবং প্রকারেণ বহুধা প্রতুষ্ঠা ক্ষমাপযামাসুন্নিলকঠং মহেশ্বরম্ ।

তাপত্রয়সমুদ্ভূতজন্মমৃত্যুজরাদিভিঃ ।

নাবিধানি দুঃখানি জহার পরমেশ্বরঃ || ১৪ || ”

**সরলার্থ** – এই রকমভাবে দেবতাগণেরা অনেক প্রকার প্রার্থনা করে নীলকঠ মহেশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলেন তখন সেই পরমেশ্বর শিব তিনপ্রকারের তাপ এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা আদি অনেক প্রকার দুঃখদায়ক পীড়া নাশ করলেন।

“ এবং মন্ত্রেঃ প্রার্থ্যমান আত্মা বৈ সর্বদেহিনাম ।

শঙ্করো ভগবানাদ্যো ররক্ষ সকলাঃ প্রজাঃ || ১৫ || ”

**সরলার্থ** – এইভাবে দেবতাগণকৃত অনেক প্রকার স্তুতি শ্রবণ করে পরমেশ্বর ভগবান শঙ্কর প্রসন্ন হলেন তথা প্রজাগণকে রক্ষা করলেন।

“ যত্পাদাঞ্জোরহস্তক্ষ মৃগ্যতে বিষ্ণুনা সহ ।

স্তুত্বা স্তুত্যং মহেশানমবাঙ্গ-মনসগোচরম্ || ১৬ || ”

সরলার্থ – যে প্রভুর ( রংদ্রে ) চরণাবৃন্দের ( পদের ) কামনা শ্রীবিষ্ণু  
করেন , সেই প্রভু মহেশ্বর সমস্ত প্রকারের স্তব স্তুতিরূপ প্রার্থনার যোগ্য ,  
তিনি মন , বাণীরও অগোচর।

“ ভজ্যা নশ্রতনোর্বিষ্ণোঃ প্রসাদমকরোদ্বিভুঃ ।

যতো বাচো নিবর্ত্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ব বিভেতি কদাচনেতি || ১৭ || ”

সরলার্থ – সেই পরমেশ্বর মহেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর ভঙ্গিযুক্ত নমস্কারের প্রতি  
প্রসন্ন হলেন। যে স্থান হতে (যে শিবের অনুভূতি তে) মনের সাথে বাক্যও  
তাকে না পেয়ে ফিরে আসে, সেই আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মের (শিবের) বোধ  
(উপলব্ধ জ্ঞান) কারী বিদ্বান ব্যক্তি কখনো ভয়গ্রস্ত হন না।

“ অগোরণীযান্মহতো মহীযানাত্মাস্যজন্তোর্নিহিতো গুহাযাম্ ।

তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম् || ১৮ || ”

সরলার্থ – পরমাত্ম-চেতনা (শিব) এই জীবের হৃদয়রূপী গুহার মধ্যে অনুর  
থেকেও অতিসূক্ষ্ম এবং মহানের থেকেও অতি মহানরূপে বিরাজমান।

শুধুমাত্র শোকরহিত নিষ্কাম কর্মে রত থাকা কোনো বিমল সাধকই পরমাত্মার অনুকম্পা দ্বারাই সেই পরমাত্মা শিবের দর্শন পেয়ে থাকেন।

“ বসিষ্ঠবৈয়াসকিবামদেববিরিঞ্চিমুখ্যেহৃদি ভাব্যমানঃ ।

সনৎসুজাতাদিসনাতনাদ্যেরীড্যো মহেশো ভগবানাদিদেবঃ || ১৯ || ”

**সরলার্থ** – বসিষ্ঠ, বামদেব, বিরিঞ্চি (ব্রহ্ম) এবং শুকদেবের ন্যায় ঋষি নিরন্তরভাবে যে প্রভুর ধ্যানে মগ্ন থাকেন এবং সনৎ সুজাত আদি, সনাতন আদি ঋষি যে প্রভুর স্তুতি করে থাকেন, সেই ভগবান মহেশ্বর হলেন দেবতাদেরও পূর্ববর্তী আদিদেব (পরমেশ্বর)।

“ সত্যে নিত্যঃ সর্বসাক্ষী মহেশো নিত্যানন্দো নির্বিকল্পো নিরাখ্যঃ ।

অচিন্ত্যশক্তির্গবান্ত-গিরীশঃ স্বাবিদ্যযা কল্পিতমানভূমিঃ || ২০ || ”

**সরলার্থ** – সেই পর্বতবাসী ভগবান গিরীশ শিবের বিদ্যা (শক্তি) সম্পর্কে কেউ জানতে সক্ষম নন। সেই প্রভু শিব নিত্য, সত্য, সবার মধ্যে সাক্ষী হিসেবে নিরন্তর আনন্দরূপ, নির্বিকল্পরূপে অবস্থিত। যা বাকের অগোচর, সেই প্রভুর প্রকৃত অবস্থান আদি সম্পর্কে আমরা নিজেদের অবিদ্যার

কারণে শুধুমাত্র কল্পনার উপর নির্ভর করি (অর্থাৎ সেই প্রভুকে যথার্থরূপে জানি না)।

“ অতিমোহকরী মায়া মম বিষ্ণোশ্চ সুব্রত |

তস্য পাদান্তুজধ্যানাদ্য দুষ্টরা সুতরা ভবেৎ || ২১ || ”

সরলার্থ – তাঁর (শিবের) মায়া আমাকে (ব্রহ্মা) এবং স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুকেও অতি দৃঢ়ভাবে মোহিত করে থাকে। মায়া থেকে মুক্ত হওয়া অতি দুঃখ, কিন্তু তাঁর (শিব) চরণের কমলের ধ্যান করলে সেই মায়া থেকে সহজেই মুক্ত হওয়া সম্ভবপর হয়।

“ বিষ্ণুবিশ্বজগদ্যনিঃ স্বাংশভূতেঃ স্বকৈঃ সহ |

মমাংশসংভবো ভূত্বা পালযত্যখিলং জগৎ || ”

সরলার্থ – (শিবের আদেশে) সম্পূর্ণ বিশ্বসৃষ্টির প্রকটকারী হলেন শ্রীবিষ্ণু। নিজের অংশস্বরূপ জীবের সাথে, আমারই (ব্রহ্মার) অংশস্বরূপ থেকে সমৃদ্ধি হয়ে সম্পূর্ণ জগতকে পালন করে থাকেন।

“ বিনাশং কালতো যাতি ততোহন্যৎসকলং মৃষা |

ॐ তস্মে মহাগ্রাসায মহাদেবায শূলিনে |

মহেশ্বরায মৃডায তস্মে রুদ্রায নমো অন্ত || ২৩ || ”

**সরলার্থ** – কালের ক্রমানুসারে সমস্ত কিছু বিনষ্ট হয়ে যায়, এই কারণে এই সমস্ত বিশ্বসৃষ্টি মিথ্যা। ওই সমস্ত কিছুকে মহাগ্রাসরূপে পরিনত করে থাকেন যিনি, সেই শূলধারী মহাদেবকে এবং কৃপাবর্ণকারী মহেশ্বর রুদ্রকে নমস্কার করি।

“ একো বিষ্ণুর্মহত্ততং পৃথগভূতাযনেকশঃ |

ত্রীংল্লোকান্ব্যাপ্য ভূতাঞ্চা ভুঙ্গ-ত্তে বিষ্ণুগব্যযঃ || ২৪ || ”

**সরলার্থ** – (শিবের ইচ্ছায়) একমাত্র ভগবান বিষ্ণু এই সমস্ত প্রকার সৃষ্টির মধ্যে সবথেকে পৃথক, মহান এবং অদ্বৃত। যদিও তিনি সর্বভূত তথা প্রাণীদের মধ্যে সব রকম ভোগকে উপভোগ করেন তবুও অব্যয় হন।

“ চতুর্ভিংশ চতুর্ভিংশ দ্বাভ্যাং পঞ্চমিরেব চ |

হৃষতে চ পুনর্দ্বাভ্যাং স মে বিষ্ণঃ প্রসীদতু || ২৫ || ”

**সরলার্থ** – যে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে চার-চার, দুই এবং পাঁচ তথা পুনরায় দুই আহুতি সমর্পিত করা হয়, সেই শ্রীবিষ্ণু আমার (ব্রহ্মার) উপর প্রসন্ন হোন।

“ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হতম্ ।

ব্রহ্মেব তেন গতব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা || ২৬ || ”

**সরলার্থ** – ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে অর্পণ করা হবি স্বয়ং ব্রহ্ম, হবিকে সেই ব্রহ্মরূপ কর্তা দ্বারা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে হবন করা হয়ে থাকে, এই আহুতি দেওয়াও হল ব্রহ্ম। এই কারণে সমাধিস্থ যোগীর কাছে প্রাপ্ত করার যোগ্য একমাত্র ব্রহ্মাই (শিবই) থাকে।

“ শরা জীবাঙ্গদঙ্গেষু ভাতি নিত্যং হরিঃ স্বযম্ ।

ব্রহ্মেব শরভঃ সাক্ষান্মোক্ষদোহ্যং মহামুনে || ২৭ || ”

সরলার্থ – স্বযং ভগবান শ্রীহরি যার সঙ্গে নিয়মিত প্রকাশমান হন সেই জীব হলো ‘শর’। এই কারণে মোক্ষদাতা ব্রহ্মাই ‘শরত’ (পরমেশ্বর শিবের স্বরূপ হলেন ভগবান শরত)।

“ মাযাবশাদেব দেবা মোহিতা মমতাদিভিঃ ।

তস্য মাহাত্ম্যলেশাংশং বক্তুং কেনাপ্য শক্যতে || ২৮ || ”

সরলার্থ – দেবতাগণও যাঁর মায়া, মমতায় বিমোহিত হয়ে পড়েন। সুতরাং তাঁর মহিমার সামান্য অংশও বর্ণন করতে কেই বা সমর্থ হবে ?

“ পরাংপরতরং ব্রহ্মা যৎপরাংপরতো হরিঃ ।

পরাংপরতরো হীশস্তস্মাত্তুল্যাহধিকো ন হি || ২৯ || ”

সরলার্থ – যিনি পরাংপর ব্রহ্মা, তাঁর থেকেও অধিক পরাংপর হলেন হরি। কিন্তু হরির থেকেও অধিক যিনি পরাংপর তিনিই হলেন ঈশ(সদাশিব), সেই প্রভু শিবের সমান তথা তাঁর চেয়ে অধিক কেউ নেই (কারণ শিবই সর্বোচ্চ সত্ত্বা পরমব্রহ্ম)।

“ এক এব শিবো নিত্যস্তোহন্যৎসকলং মৃষা ।

তস্মাংসর্বান্পরিত্যজ্য ধ্যেযান্বিষ্ফ়বাদিকাল্পুরান্ঃ || ৩০ || ”

সরলার্থ – শিবই একমাত্র নিত্য, অন্য সকল কিছুই মিথ্যা। এই কারণে বিষ্ণুও আদি সকল দেবতাকে পরিত্যাগ করে শিবকেই ধ্যেয় বলে জানা উচিত।

“ শিব এব সদা ধ্যেয়ঃ সর্বসংসারমোচকঃ |

তস্মৈ মহাগ্রাসায মহেশ্বরায নমঃ || ৩১ || ”

সরলার্থ – কেবলমাত্র প্রভু শিবেরই ধ্যান করা উচিত, যিনি সমস্ত বিশ্ব সংসারের মায়া বন্ধন মোচনকারী, সেই কালরূপ বিশ্বকে মহাগ্রাসরূপে গ্রহণকারী প্রভু মহেশ্বর কে নমস্কার করি।

“ পৈপঞ্চলাদং মহাশান্ত্রং ন দেয়ং যস্য কস্যাচ্ছিৎ |

নান্তিকায কৃতঘ্নায দুর্বৃত্তায দুরাত্মনে || ৩২ ||

দান্তিকায নৃশংসায শঠাযান্ত্রভাষিণে |

সুব্রতায সুভক্তায সুবৃত্তায সুশীলিনে || ৩৩ ||

গুরুভক্তায় দাতায় শাতায় খজুচেতসে |

শিবভক্তায় দাতব্যং ব্রহ্মকর্মোক্তধীমতে || ৩৪ ||

স্বভক্তায়েব দাতব্যমকৃতঘায় সুব্রতম্ |

ন দাতব্যং সদা গোপ্যং যত্নেনেব দ্বিজোত্তম || ৩৫ || ”

সরলার্থ – পৈপলাদ খষি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া এই মহাশাস্ত্র শরভ উপনিষদ সবাইকে দেওয়া উচিত নয়। কৃতঘ, নাস্তিক, দুষ্ট বৃত্তি যুক্ত, দুরাত্মা, দাস্তিক, মিথ্যাবাদী, শঠ এবং নৃশংস ব্যক্তিকে এই উপনিষদ শাস্ত্র কখনোই দেওয়া উচিত নয়। যিনি প্রকৃত ভক্ত, যার বুদ্ধি শুদ্ধ, সুশীল, গুরুভক্ত, পবিত্র সংকল্পধারণকারী, সংযত জীবনযাপন করেন, ধর্ম বুদ্ধি, শিব ভক্ত এবং ব্রহ্ম কর্ম তে মন রাখেন তথা নিজের প্রতিও ভক্তি রাখেন, যিনি কৃতঘ নন, এমন বৈশিষ্ট্য ধারী সাধক ব্যক্তিকেই এই শাস্ত্রের উপদেশ করা উচিত। যদি এমন বৈশিষ্ট্যধারী ব্যক্তি না পাওয়া যায় তবে হে দ্বিজোত্তম ! এই পৈপলাদ খষিকৃত শাস্ত্রকে রক্ষা করবে, কাউকে দেবে না।

“ এতৎপৈপলাদং মহাশাস্ত্রং যোহধীতে শ্রাবযেদ্বিজঃ স জন্মমরণেভ্যো  
মুক্তো ভবতি | যো জানীতে সোহম্মতঘং চ গচ্ছতি | গর্ভবাসাদ্বিমুক্তো ভবতি  
| সুরাপানাংপৃতো ভবতি | স্বর্ণস্ত্রযাংপৃতো ভবতি | ব্রহ্মহত্যাংপৃতো ভবতি

| গুরুতংগমনাঃপূতো ভবতি | স সর্বান্বেদানধীতো ভবতি | স  
সর্বান্দেবাঙ্ক্যাতো ভবতি | স সমষ্টমহাপাতকো-পপাতকাঃপূতো ভবতি |  
তস্মাদবিমুক্তমাশ্রিতো ভবতি | স সততঃ শিবপ্রিয়ো ভবতি | স  
শিবসাযুজ্যমেতি | ন স পুনরাবর্ততে ন স পুনরাবর্ততে | ব্রহ্মেব ভবতি |  
ইত্যাহ ভগবান্ব্রহ্মেত্যুপনিষৎ || ৩৬ || ”

**সরলার্থ** – এই গৈপ্তিলাদকৃত মহাশাস্ত্র শরভ উপনিষদ যে ব্যক্তি স্বয়ং  
অধ্যয়ন করেন এবং দ্বিজ ব্যক্তিকে শ্রবণ করান, সেই ব্যক্তি জন্ম-মরণরূপী  
বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান। এই শাস্ত্রকে যিনি জানেন তিনি অমৃততত্ত্ব  
কে প্রাপ্ত করে গর্ভবাস থেকে মুক্ত হন। ইহা পাঠ করলে সেই ব্যক্তি স্বর্গ  
চুরির পাপ, সুরাপান, ব্রহ্মহত্যা এবং গুরুপত্নীগমন এর মতো মহাপাতক  
থেকে মুক্ত হয়ে সমষ্ট বেদশাস্ত্র পাঠের ফল লাভ করতে পারেন। তিনি  
সমষ্ট মহাপাতক এবং উপপাতক থেকে মুক্তি পেয়ে নির্মল হয়ে যান তথা  
শিবের আশ্রিত হয়ে যান এবং স্বয়ং শিবের সতত প্রিয় হয়ে যান। শিব  
সাযুজ্য প্রাপ্ত হন। তার আর কখনো পুনর্জন্ম হয় না। তিনি ব্রহ্মরূপ হয়ে  
যান। এইভাবে প্রজাপতি ব্রহ্মা দ্বারা এই শরভ উপনিষদ উপদেশ করা  
হয়েছে।

|| শির ৩০ ||

## শান্তিপাঠ

ॐ ভদ্রং কর্ণোভিঃশৃণুযাম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাভির্জজ্ঞাঃ ।

স্থিরেরঙ্গেন্ত্রে তুবাঃ সঙ্গনৃভির্ব্যশেম দেবহিতং যদাযুঃ ॥

তমীশানং জগতঃ তস্তুষস্পতিং ধিয়ঞ্জিষ্঵মবসে হূমহে বযম্।

পূষা নো যথা বেদসামসদ্বৃধে রক্ষিতা পাযুরদন্ধঃ স্বত্যে ॥

প্রযতঃ প্রণবো নিত্যং পরমং পুরুষোত্তমম্।

ওঙ্কারং পরমাত্মানং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমন্ত্র ॥

॥ ॐ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

॥ শিব ॐ তৎসৎ ॥

॥ ইতি শরভোপনিষৎসমাপ্তা ॥

▷ নৃসিংহদেবকৃত শরভ অষ্টোত্তরশত নাম স্তবন (লিঙ্গমহাপুরাণোক্ত) :-

“ নম উগ্রায় ভীমায় নমঃ ক্রোধায় মন্যবে |  
নম ভবা শর্বা শঙ্করা শিবা তে ||  
কালকালায় কালায় মহাকালায় মৃত্যবে |  
বীরায় ক্ষয়দ্বীরায় শুলিনে ||  
মহাদেবায় মহতে পশুনাং পতযে নমঃ |  
একায় নীলকঠায় শ্রীকঠায় পিনাকিনে ||  
নমোনন্তায় সূক্ষ্মায় নমস্তে মৃত্যুমন্যবে |  
পরায় পরমেশ্বরায় পরাংপরতরায় তে ||  
পরাংপরায় বিশ্বায় নমস্তে বিশ্বমূর্তযে |  
নমো বিষ্ণুকলত্রায় বিষ্ণুক্ষেত্রায় ভানবে ||  
কৈবর্তায় কিরাতায় মহাব্যাধায় শাশ্঵তে |  
ভৈরবায় শরণ্যায় মহাভৈরবরূপিণে ||  
নমো নরসিংহসংহত্রে কামকালপুরারযে |  
মহাপাশৌধসংহত্রে বিষ্ণুমাযান্তকারিণে ||  
ত্র্যম্বকায় ত্র্যক্ষরায় শিপিবিষ্টায় মীচুষে |  
মৃত্যুঞ্জয়ায় শর্বায় সর্বজ্ঞায় মখারযে ||  
মথেশায় বরেণ্যায় নমস্তে বহিরঢপিণে |  
মহাদ্বাণ্য জিহ্বায় প্রাণাপান প্রবর্তিনে ||

ত্রিশূলায গুণাতীতায যোগিনে ।  
সংসারায প্রবাহায মহাযন্ত্রপ্রবর্তীনে ॥  
নমশচন্দ্রাগ্নিসূর্যায মুক্তিবৈচিত্র্যহেতবে ।  
বরদাযাবতারায সর্বকারণহেতবে ॥  
কপালিনে করালায পতযে পৃণ্যকীর্তযে ।  
অমোঘাযাগ্নিনেত্রায লকুলীশায শভ্রবে ॥  
ভিষত্তমায মুভায দভিনে যোগরূপিণে ।  
মেঘবাহায দেবায পার্বতী পতযে নমঃ ॥  
অব্যক্তায বিশোকায স্থিরায স্থিরধন্বিনে ।  
স্থানবে কৃত্তিবাসায নমঃ পঞ্চার্থহেতবে ॥  
বরদায়েকপাদাযে নমশচন্দ্রার্ধমৌলিনে ।  
নমঙ্গেহথবররাজায বযসাং পতযে নমঃ ॥  
যোগীশ্঵রায নিত্যায সত্যায পরমেষ্ঠীনে ।  
সর্ববাঞ্ছনে নমস্তুভ্যং নমঃ সর্বেশ্বরায তে ॥  
একদ্বিত্তিচতুঃ পঞ্চকৃত্বঙ্গেহস্ত নমোনমঃ ।  
দশকৃত্বঙ্গ সাহস্রকৃত্বঙ্গে চ নমোনমঃ ॥  
নমোপরিমিতং কৃত্বানন্তকৃত্বো নমোনমঃ ।  
নমোনমো নমো ভূযঃ পুনর্ভূযো নমোনমঃ ॥ ”

(রেফারেন্স – শ্রীলিঙ্গমহাপুরাণম্/ পূর্ববভাগঃ/ ৯৬ তম অধ্যায়/  
শ্লোক নং ৭৬-৯৪ )

**অনুবাদ-** নৃসিংহদেব বলিলেন , যিনি রূদ্র , যিনি শর্ব , যিনি মহাগ্রাস (অর্থাৎ জগৎসংহারক ) যিনি বিষ্ণুও তাহাকে নমস্কার। যিনি উগ্র , যিনি ভীম, যিনি ক্রোধ এবং যিনিই মনু , তাহাকে সর্বদা নমস্কার করি। যাহার নাম ভব , ও যিনি শর্ব , শঙ্কর , শিব , কাল - কাল , মহাকাল , মৃত্যু , বীর , বীরভদ্র , শূলী ও ক্ষয়দ্বীর ( অর্থাৎ পাপনাশক ) , নামে কীর্তিত হোন তাহাকে অনবরত নমস্কার করি। যিনি মহাদেব, যিনি মহান এবং যিনি পশ্চপতি , নীলকঠ , শ্রীকঠ ও পিনাকী বলিয়া বিদিত , তাঁহাকে নিরত নমস্কার করি। যিনি অনন্ত ও সূক্ষ্ম , যাহাতে পর , পরমেশ্বর , পরাত্পর , মৃত্যু , মনু , বিশ্ব , প্রভৃতি নাম প্রযুক্ত হয় , সেই বিশ্বমুর্তিকে নমস্কার করি। যিনি বিষ্ণুকলত্ব , ও যাকে মুনিগণ বিষ্ণুক্ষেত্র বলিয়া থাকেন , সেই ভানুকে নিয়ত নমস্কার করি। যিনি কৈবর্ত , যিনি অর্জুনের পরীক্ষার নিমিত্ত 'কিরাত' হইয়াছিলেন , যিনি মৃগরূপী ব্রহ্মাকে বাণে বিদ্ধ করিয়া ' মহাব্যাধ ' নাম ধারণ করিয়াছিলেন , যিনি তৈরেব ; যিনি শরণাগতের শরণ্য , যিনি মহাত্মেরবরূপী , তাঁহার চরণে আমার কোটি কোটি মন্ত্রার জেতা বলিয়া , কাম , যম ও ত্রিপুরের জেতা বলিয়া , কাম , কাল , পুরাণি বলিয়া প্রসিদ্ধ , যিনি নৃসিংহ সংহারকর্তা , যিনি মহাপাশ - সংহর্তা ও বিষ্ণুমায়ান্তকারী নামে কীর্তিত হন এবং যিনি গ্র্যান্ডক, অ্যক্ষর(ওষ্ঠার) ও যাহার নাম সকল ভূতের অন্তর্যামী বলিয়া শিপিবিষ্ট ও ভট্টের কামকল্পতরু বলিয়া মীচুষ এবং যাহাকে মৃত্যুঞ্জয় , শর্ব , সর্বজ্ঞ , মখারি , মথেশ্বর নাম প্রযুক্ত হয় , সেই

বহিঃরঞ্জি বরেণ্য শঙ্কুকে নমস্কার করি। যিনি মহাত্মাগ , যিনি সকলের আত্মাদ্বাহক জিহ্বা নামে বিদিত , যিনি প্রাণপানপ্রবর্তী , যিনি ত্রিষ্ণু , যিনি ত্রিশূল ,যিনি গুণাতীত , যিনি যোগী , যিনি সংসার , কর্মফল-প্রবাহ , যিনি উৎপত্তি - স্থিতি- লয়রূপে মহাযন্ত্রের প্রবর্তক , যিনি চন্দ , অগ্নি ও সূর্য বলিয়া প্রসিদ্ধ , যিনি মুক্তিবৈচিত্রের নিদান , যিনি বরপ্রদ , যিনি সর্বকারনেরও কারন, কারণ যিনি কপালি, করাল , যিনি পুণ্যকীর্তি , যিনি অমোহ, যিনি অগ্নিনেত্র , যিনি নকুলীশ্঵র , যিনি বৈদ্যশ্রেষ্ঠ , যিনি মুগ্ন ( অর্থাৎ মুক্তিতমত্ত্বক ), যিনি দণ্ডী , যিনি যোগরূপী , যিনি মেষবাহন , যিনি দেব ও যিনি পার্বতী , তাঁহাকে অবিরত নমস্কার করি। যিনি অব্যক্ত , যিনি বিশোক , ( অর্থাৎ যাহা হতে শোকনাশ হয় ) যিনি স্থির , স্থিরধনুকধারী,স্থানু কৃতিবাস এবং পঞ্চকৃত্যকারি (সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, অনুগ্রহ ও তীরোভাব), যিনি বরদা, একপাদ , অর্ধচন্দ্রমৌলি অধ্বর , যজমানের রাজা, যোগীগনের স্বামী তাকে নমস্কার। যিনি যোগীশ্বর, পরমেষ্ঠী , নিত্য , সত্য , সর্বাত্মা ও সর্বেশ্বর সকল তাঁহার চরণে আমার শত শত নমস্কার। যিনি শরভরূপ - ধারণে পশ্চিমেষ্ঠ নাম ধারণ করেন , যিনি যোগীশ্বর , যিনি চন্দশেখর ও যিনি সর্বাত্মা এবং এ জগতে যাহাকে সর্বেশ্বর বলা যায় , তাহার চরণে আমার একবার , দুইবার , তিনবার, চারবার , পাঁচবার , দশবার , সহস্রবার, অনন্তবার নমস্কার।

সংগ্রহে

শ্রীরোহিত কুমার চৌধুরী (ISSGT)

➤ শিবমহাপুরাণ এবং লিঙ্গমহাপুরাণোক্ত শরভ-নৃসিংহ যুদ্ধ :-

রেফারেন্স -

(শিব মহাপুরাণ শতরঞ্জিয় সংহিতা/ ১১-১২ অধ্যায়)

( শ্রীলিঙ্গমহাপুরাণ/ পূর্ববভাগ/ ৯৬ তম অধ্যায়)

নৃসিংহ দেব বীরভদ্রের সতর্ক বচন শুনে ক্রোধিত হয়ে বীরভদ্রের দিকে অগ্রসর হলে সেইসময় মহাঘোর, ভয়ের কারণ, অত্যন্ত প্রচন্ড, আকাশব্যাপী, দুর্ধর্ষ, শিবতেজ থেকে উৎপন্ন, আগে কখনো না দেখা বীরভদ্রের অঙ্গুত স্বরূপ প্রকট হয় যা না হিরন্য, না সৌম্য ছিল, সেই তেজ না সূর্য না অগ্নি দ্বারা উৎপন্ন হয়েছিল, না বিদ্যুতের সমান না চন্দ্রমার সমান সেই শিব তেজ অনুপম ছিল। সেইসময় সকল তেজ শিবে লীন ছিল। সেই তেজ প্রকট কালরূপ ছিল যা পরমেশ্বর রূপের অনন্ত শক্তির একটি সাধারণ প্রকাশ ছিল। দেবতাদের জয় জয় ধ্বনীর সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বর সংহার রূপে প্রকট হন। হাজার বাহু সমন্বিত, জটাধর, ললাটে ভালচন্দ্র ধারণ করে উগ্র শরীরযুক্ত দুটি ডানা এবং চোঁচযুক্ত পক্ষীর মতো দেখাচ্ছিল। তার দাঁত অত্যন্ত বিশাল ও তীক্ষ্ণ ছিল। তার নেত্র কৃতাগ্নির সমান এই প্রকারে উগ্রস্বরূপ তথা বিকটরূপ ধারণ করে শিব নৃসিংহের সামনে প্রকট হন। সেই রূপকে দেখে নৃসিংহদেবের সমস্ত পরাক্রম লুপ্ত হয়ে যায়। এরপর শরভ তাঁর দুটি

থাবা দ্বারা নৃসিংহের নাভি ও চর্ম বিদীর্ণ করতে থাকে এবং নিজের লেজ ও হাত দ্বারা যথাক্রমে নৃসিংহের হাত ও পা বেঁধে দেন, এরপর নিজ হাত দ্বারা হৃদয় বিদীর্ণ করতে করতে শরত্তেশ্বর নৃসিংহকে ধরে রাখেন। তিনি নৃসিংহ দেবকে ডানা দ্বারা মেরে আহত করে দেন এবং শরত্তেশ্বর নৃসিংহ কে বৃষভের উপর নিয়ে যান। তারপর সমস্ত ঋষি ও দেবতাগণ পরমেশ্বর শিবের স্তুতি করতে লাগলেন। এইপ্রকারে নিয়ে যাওয়ার সময় নৃসিংহ দেব হাত জোড় করে সেই শরত্তেশ্বরের স্তুতি করতে শুরু করেন। শিবকে ১০৮ নাম দ্বারা শরত্তেশ্বরের স্তুতি করে নৃসিংহ দেব প্রার্থনা করেন, “হে! পরমেশ্বর যখন যখন আমার এই মৃত্যু অঙ্কারে দৃষ্টিত হবে তখন তখন আপনি সেই অঙ্কার দূর করবেন।”

এই প্রকার প্রীতিপূর্বক শিবের কাছে প্রার্থনা করে নৃসিংহ রূপধারী শ্রীবিষ্ণু আজীবন নিজের পরাধীনতা স্বীকার করে বারংবার প্রণাম করেন। বীরভদ্র ক্ষণমাত্রে নৃসিংহের মুখসহিত সমস্ত শরীরের শক্তি নিজের মধ্যে সমাহিত করেন। তারপর ব্রহ্মা সহিত সমস্ত দেবতাগণ শিবের শরত্তেশ্বর ধারণকারী সমস্ত লোকের কল্যাণকারী একমাত্র ভগবান শিবের স্তুতি করতে লাগলেন। শিব প্রসন্ন হয়ে অন্তর্ধান হয়ে যান এবং বীরভদ্র নৃসিংহের চর্ম তুলে নিয়ে কৈলাসে চলে যান। লিঙ্গ মহাপুরাণে এ প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে যে -

“ তদ্বক্তৃশেষমাত্রাত্মকৃত্বা সর্বস্য বিগ্রহম্॥

শুক্তিশিত্যং তদা মঙ্গং বীরভদ্রং ক্ষণান্ততঃ || ১৮ || ”

( ৯৬ তম অধ্যায় , পূর্বভাগঃ , শ্রীলিঙ্গমহাপুরাণম্ )

**সরলার্থ -** শরতেশ্বরপি বীরভদ্র এরপর নৃসিংহদেবের মাথাটা কেটে আলাদা করে দিলেন এবং বাকি দেহ থেকে চামড়াটা আলাদা করে দিলেন, অবশিষ্ট থাকল শুধুই অস্তি ।

সেই সময় থেকেই পরমেশ্বর শিব নৃসিংহের চর্ম ধারণ করেন এবং নৃসিংহের মন্ত্রক নিজের মুণ্ডমালার সুমেরু বানান। এরপর সমস্ত দেবতাগণ নির্ভর্যে সেখান থেকে প্রস্থান করেন ।

যে ব্যক্তি এই বেদসার যুক্ত আখ্যান শুনে তার সমস্ত কামনা পূরণ হয়ে থাকে।

সংগ্রহে  
শ্রীমতি নমিতা রায় দেবীজি (ISSGT)



➤ শরভেশ্বর সম্পর্কিত যাবতীয় অপপ্রচারের জবাব:-

**আপত্তি নং ১ -** শরভেশ্বরকে বধ করেছিলেন গাণ্ডাভেরুণ্ডুপি  
নৃসিংহদেব।

**আপত্তি নিরসন -** কোনো বৈষ্ণব মহাপুরাণে গাণ্ডাভেরুণ্ড নামক  
কোনো অবতারের বা স্বরূপের উল্লেখ নেই। শ্রতি, তারপর স্মৃতি, তারপর  
ইতিহাস ও পুরাণ। তাই অবশ্যই পুরাণ শাস্ত্রকে মেনে চলতে হবে। আর  
অন্যদিকে, শিব মহাপুরাণে, লিঙ্গ মহাপুরাণে শরত কর্তৃক নৃসিংহদেবের  
সংহারের ঘটনা স্পষ্টভাবেই বর্ণিত আছে। সুতরাং গাণ্ডাভেরুণ্ড যে একটি  
কাল্পনিক চরিত্র সেটার বলার আর অপেক্ষা থাকে না।

**আপত্তি -** বৃহৎ নান্দীপুরাণ, গণেশপুরাণ, ব্ৰহ্মাণ্ড পুরাণ এৰ  
ক্ষেত্ৰমাহাত্ম্য খণ্ড সহ দক্ষিণ ভাৱতেৰ কিছু পুৱাণে গাণ্ডাভেরুণ্ড  
এৰ উল্লেখ রয়েছে।

**আপত্তি নিরসন -** প্ৰথমত , আপনাৱা যে পুৱাণ গুলিৱ নাম বলছেন  
সেগুলোৱ কোনো সৰ্বজনীন মান্যতা নেই। সেগুলি কোনো উপপুৱাণ এৰ  
পৰ্যায়েও পৱে না। পৱবৰ্তীকালে এইসব পুৱাণ বিভিন্ন সম্প্ৰদায় কৰ্তৃক সৃষ্ট  
হয়েছে। তাই এইসব লোককাৰ্ত্তনী মূলক গ্ৰস্থ গ্ৰহণযোগ্য নয়।



শ্রতি শাস্ত্রকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। মহর্ষি ব্যাসদেব ব্যাস সংহিতা ১.৪  
তে বলেছেন -

“ শ্রতি স্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে ।

তত্ত্বোত্তম প্রমাণস্ত তয়োদৈধে স্মৃতির্বরণা ॥ ”

অর্থ - যেখানে শ্রতি, স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ দেখা যায়, সেখানে শ্রতির  
কথনই বলবান এবং যে স্থলে স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ দেখা যায়, সেখানে  
স্মৃতির কথনই বলবান।

তাই তত্ত্বের বা কোনো পিতৃ পরিচয়হীন গ্রন্থের প্রমাণের ভিত্তিতে শ্রতি  
তথা বেদের প্রমাণকে খণ্ডন করা যায় না।

**আপত্তি নং ২** - মহাপুরাণের মতই সর্বাণ্গে মান্য যদি হয়, তাহলে  
ভাগবত পুরাণ, বরাহ পুরাণ সহ অন্যান্য মহাপুরাণে শরভ এর  
উল্লেখ নেই কেন ?

**আপত্তি নিরসন** – প্রথমত, বিতঙ্গার ব্যর্থ চেষ্টা করে লাভ নেই। কেননা,  
আলোচনা হচ্ছে গাণ্ডাভেড়ঙ্গ এর প্রামাণিকতা নিয়ে, শরভের  
প্রামাণিকতা নিয়ে নয়। আর একাধিক মহাপুরাণ সহ, শরভ উপনিষদ এবং

আকাশ ভৈরব কল্প সহ শৈব আগম থেকে শরত এর প্রামাণিকতাকে ইতিমধ্যে প্রমাণ করা হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত, সব মহাপুরাণই যে একই কল্পে রচিত হয়েছে তেমন কোনো কথা নেই। কিছু কিছু পুরাণ এমন কিছু কল্পে রচিত হয়েছে যে, সেই কল্পে শরত এর আবির্ভাব এর কোনো দরকারই পড়েনি। বরং প্রহ্লাদ এর প্রার্থনাতেই নৃসিংহদেব শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং, সেই সকল কল্পের ঘটনাই কিছু মহাপুরাণ সহ নৃসিংহ উপপুরাণে বর্ণিত হয়েছে। আর কল্প অনুযায়ী যে, শরতেশ্বর এর রূপেরও পরিবর্তন হয় তার প্রমাণ শরত কল্প, পক্ষিরাজ কল্প থেকেই জানা যায়।

**আপত্তি নং ৩ -** আপনার যুক্তি অনুযায়ী যদি চলা যায় তাহলে তো নরসিংহ তন্ত্রের গাঙ্গাভেরুণ কল্প অনুযায়ী সেই কল্পে গাঙ্গাভেরুণের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়ে যায়।

**আপত্তি নিরসন –** এমন কোনো কথা নেই। কেননা নরসিংহ তন্ত্র একটি সম্প্রদায় গত তন্ত্র অর্থাৎ একটি পাঞ্চরাত্র আগম। আর শান্ত মতে পাঞ্চরাত্র আগম মানেই মোহনাত্মক মায়াশাস্ত্র। এইসব পাঞ্চরাত্র ভিত্তিক মায়াশাস্ত্রকে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বহু শৈব আচার্যগণ ও অন্বেত আচার্যগণ খণ্ডন করে গেছেন। (এটা নিয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে)।

আবার বৈষ্ণব পুরাণ বলছে -

“কাপিলং পাঞ্চরাত্রং ডামরং মোহনাত্মকম্ ।

এবং বিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি তু ॥ ৫৮ ॥

যে কুশাস্ত্রাভিযোগেন মোহন্ত হ মানবান् ।

ময়া সৃষ্টানি শাস্ত্রাণি মোহাযঘেয়াং ভবান্তরে ॥ ৫৯ ॥”

( রেফারেন্স - কূর্মমহাপুরাণ পূর্বভাগ / অধ্যায় ১২ )

অর্থ - দেবী পার্বতী বললেন কাপিল , পাঞ্চরাত্র , ডামর শাস্ত্রসমূহ  
মোহন্ত এবং শাস্ত্র এবং এধরনের অনান্য শাস্ত্র ( অসুরদের )  
মোহনের জন্য । এই জগতে যে সকল ব্যক্তি কুশাস্ত্রযোগে মানুষকে  
মোহিত করে থাকে, আমার দ্বারা সৃষ্ট সেই সমস্ত শাস্ত্র সংসারের মধ্যে  
প্রকৃতপক্ষে তাদেরকেই মোহ-মায়ার জালে আটকে রাখে।

এপ্রসঙ্গে প্রাচীন শৈব আচার্য শ্রীপতি পণ্ডিত আরাধ্য তাঁর ব্রহ্ম সূত্রের  
শ্রীকর ভাষ্যে এই দাবীর মান্যতা দিয়ে গেছেন -

“ পাঞ্চরাত্রং চ চার্বাকমঘোরং ক্ষপণং তথা ।

শাক্তং কাপালিকং মিশ্রং তন্ত্রং পাণ্ডপতং তথা ।

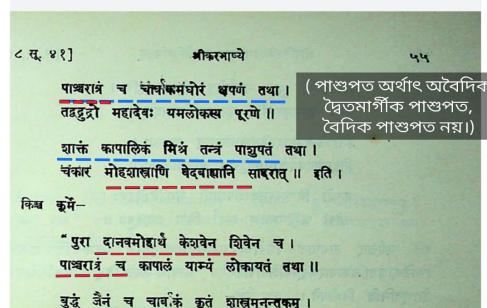
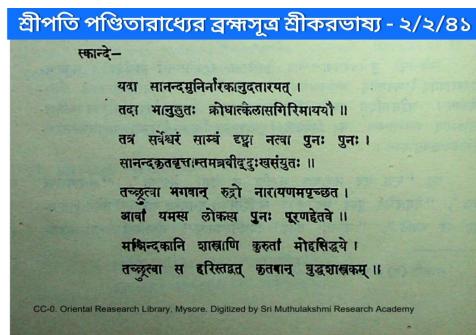
চকার মোহশাস্ত্রাণি বেদবাহ্যানি সাদরাং ॥

## পুরা দানবমোহার্থং কেশবেন শিবেন চ ।

পাঞ্চরাত্রং চ কাপালং যাম্যং লোকাযতং তথা ॥ ”

অর্থ - পাঞ্চরাত্র, চার্বাক, মিশ্ররৌদ্র তাস্ত্রিক, পাণ্ডপত (অতিমার্গীক, অবৈদিক ঘরানা, বৈদিক পাণ্ডপত ঘরানার কথা বলা হয়নি) প্রভৃতি সম্প্রদায় হল মোহশাস্ত্র ভিত্তিক, প্রাচীনকালে দানবদিগের মোহনার্থে এসব শাস্ত্রসমূহ কে নির্মাণ করা হয়েছিল ।

( শ্রীপতি পঞ্জিতারাধ্যের শ্রীকরভাষ্য/২/২/ ৩৭-৪১ সূত্রাদির ভাষ্য থেকে সংগৃহীত।) নীচে প্রমাণ দেওয়া হল –



তাই কোনো মায়া শাস্ত্র দ্বারা কখনোই কোনো মহাপুরাণকে বা শ্রতিকে খণ্ডনো যাবে না। আর সত্যিই যদি কোনো কল্পে গাওভেরুণ এর

উপস্থিতি থাকত তাহলে কোনো না কোনো মহাপুরাণে আমরা সেটির উল্লেখ অবশ্যই পেতাম। সুতরাং ইহা শুধুমাত্র অভিমানী বৈষ্ণবদের মন্তিক্ষ প্রসূত একটি কাল্পনিক চরিত্রমাত্র, যাতে তাদের মিথ্যে আত্মসম্মানে ঘা না লাগে, সেই জন্য তারা মান্য শাস্ত্রের বাক্যকে মিথ্যা প্রমাণ করতে কাল্পনিক গল্প বানাতেও দ্বিধাবোধ করে না। ইহা একটি লোকবিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই না।

**আপত্তি নং ৪ - শৈবমূলক পুরাণগুলি সাথে কূর্মপুরাণ তামসিক হওয়ায় সেই সকল পুরাণ অমান্য। তাছাড়া ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে তো শৈব মত এবং শৈব আগমকেও খণ্ডন করা হয়েছে। এর প্রত্যুত্তরে আপনারা কি বলবেন ?**

**আপত্তি নিরসন -** পুনরায় বিতঙ্গার বৃথা চেষ্টা। আপনাদের কোনো এক বিশেষ পুরাণে এই কথা বলা হয়ে থাকলেও, ১৬ শতকের পূর্বের কোনো বৈষ্ণব আচার্যই এই ‘সাত্ত্বিক- তামসিক’ বচনকে নিজের কোনো ভাষ্যে উল্লেখ করে যাননি। তাই সেই সকল বাক্য যে পরবর্তী কালে সংযোজিত করা হয়েছে সেটা আর বলার অপেক্ষা থাকে না। আর শৈবমূলক পুরাণ এবং কূর্মপুরাণ পড়লে যে বৈষ্ণবদের চাটুকতা সবার সামনে এসে যাবে, সে জন্যই তো এসব অপপ্রচার করা হয়েছে, যাতে মানুষ কখনই সত্য

<https://issgt100.blogspot.com>

জানতে না পারে। আর পারলে আপনারা শৈব মূলক পুরাণ থেকে প্রমাণ দেখান যে কোথায় মোহনাত্মক, অবৈদিক বিষয় উল্লেখিত আছে? বরং ISSGT থেকে LIVE এ এসে শিব মহাপুরাণ এর শৃঙ্খলা সামঞ্জস্যতা প্রমাণ করে দেখানো হয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত লিঙ্কে গিয়ে দেখুন –

 লিঙ্ক -

<https://m.facebook.com/groups/703299717091690/permalink/1119098512178473/>

 লিঙ্ক - <https://fb.watch/dgM9APZ0As/>

অপর দিকে, বৈষ্ণব পুরাণ গুলিকে শাস্ত্রে তামসিক বলা হয়েছে। আর এই মতকে একাধিক আচার্য সমর্থন করে গেছেন।

চলুন দেখে নেই এ প্রসঙ্গে শাস্ত্র কি বলছে –

“ দশ শৈব পুরাণানি সাত্ত্বিকানি বিদুবুধাঃ || ৪৫ ||

শ্রদ্ধেয়ানি দ্বিজবরৈঃ তেষাং ধর্মান্ত তত্ত্বয়ৎ |

সত্ত্বং শুল্কং সমাধিষ্টং সুখজ্ঞানাস্পদং তু যত্ঃ || ৪৬ ||

দশ শৈব পুরাণনি হিংসা দোষ পরান্মুখম্ ॥ ৪৮ ॥

বৈষ্ণবানি চ চত্বারি তামসানি মুনীশ্বরাঃ ॥ ৪৯ ॥

তমঃ কৃষ্ণমুদাসীনং কুটকৃত্য বিশারদম্ । নিদ্রালস্য প্রমাদাদ্যাঃ

তণ্ণগাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৫০ ॥ ” (রেফারেন্স –

স্কন্দমহাপুরাণ/শংকরসংহিতা/শিবরহস্যখণ্ড/সন্তবকাণ্ড/২নং

অধ্যায়)

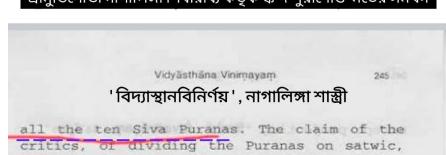
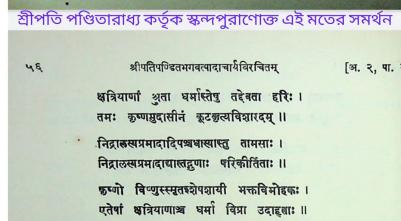
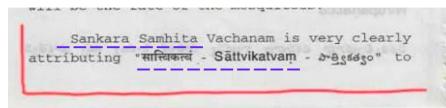
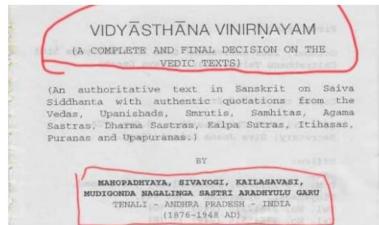
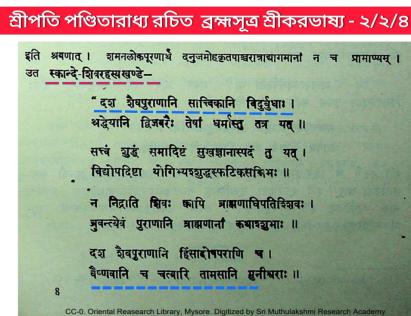
– দশটি শিব বিষয়ক শৈব পুরাণগুলি হল সাত্ত্বিক । শ্রদ্ধেয় দ্বিজগণের (মুনীগণ) দ্বারা সেখানে ধর্মাদি কর্মের কথা লিখিত রয়েছে। সত্ত্ব গুণ সর্বদাই শুল্ক (নির্মল অর্থে), সমাধি স্বরূপ (অর্থাৎ মোক্ষের প্রতি জীবকে এগিয়ে নিয়ে যায়), সুখময় এবং জ্ঞানদায়ক (অর্থাৎ শৈবপুরাণ গুলোই মোক্ষ ও জ্ঞানদায়ক)। দশটি শৈবপুরাণ মানুষকে হিংসা, দোষ এসব থেকে বিরত রাখে। হে মুনীশ্বরগণ! তবে চারটি বৈষ্ণব মূলক পুরাণ তামসিক ॥৪৯

তমো অর্থাৎ কৃষ্ণ (কালো, মায়া স্বরূপ অন্ধকার অর্থে) সেগুলি মানুষকে উদাসীন এবং কুটকৃত্য করতে প্রেরিত করো। (বৈষ্ণব পুরাণগুলি) নিদ্রা, আলস্য এইসব তামসিক গুণের সঞ্চার করো ।

আচার্য মুড়িগোগ্না নাগালিঙ্গা শাস্ত্রী তাঁর ‘বিদ্যাস্থানবিনির্ণয়’ গ্রন্থে এবং শ্রীপতি পত্তি আরাধ্য তাঁর ব্রহ্মসূত্র শ্রীকর ভাষ্যে এই মতকে সমর্থন করে গিয়েছেন। তাই আচার্যের মত ব্যতীত কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না

<https://isssgt100.blogspot.com>

তথা সম্পূর্ণ ভাবে ন্যায় বিচার হয় না। তাই বৈষ্ণবদের সেই সাত্ত্বিক -  
তামসিক দ্বারী খণ্ডিত হল। নীচে প্রমাণ দেওয়া হল -



আর, ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে শৈব পরম্পরা আর শৈব আগমের উপর আপত্তির  
নিরসন ও তাঁর সঠিক ব্যাখ্যা ইতিমধ্যে ISSGT করা হয়ে গিয়েছে।

লিঙ্ক -

<https://isssgt100.blogspot.com/2022/04/Resolution%20of%20Objections%20to%20Shaivadarshan%20in%20Brahmasutra%20Commentary%201.html?m=1>

লিঙ্ক -

<https://isssgt100.blogspot.com/2022/04/Disposal%20of%20objections%20to%20Shaivadarshan%20in%20Brahmasutra%20language%202.html?m=1>

**আপত্তি নং ৫ – শরভ উপনিষদ কোনো মান্য শাস্ত্র নয়।**

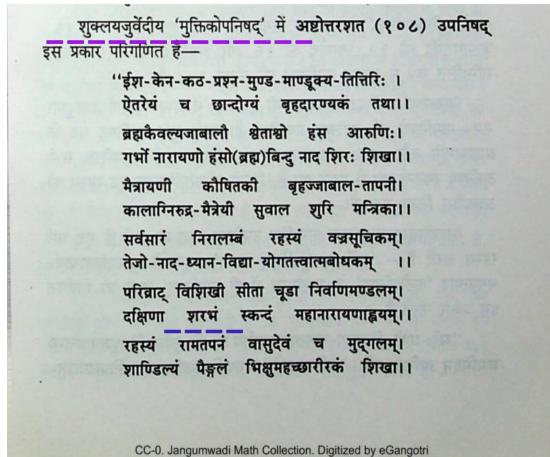
**আপত্তি নিরসন -** এই দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। শরভ উপনিষদ একটি অথর্ববেদীয় উপনিষদ। শুল্কজুর্বেদের মুক্তিকা উপনিষদে স্পষ্টভাবেই শরভ উপনিষদের (১০৮টি উপনিষদের মধ্যে ৫০তম স্থান) উল্লেখ পাওয়া যায়। “**দক্ষিণা শরভং স্ফন্দং মহানারাযণাহ্বযম্ ॥**” (মুক্তিকা উপনিষদ/ ১/ ৩৪ নং শ্লোক)। তাই শরভ উপনিষদ অবশ্যই মান্য শাস্ত্র।

**আপত্তি নং ৬ – শরভ উপনিষদের উল্লেখ কোনো আচার্যই কোনো ভাষ্যে করে যাননি। সুতরাং এই উপনিষদ মান্য নয়।**

**আপত্তি নিরসন -** দেখুন সনাতন সমাজে ১০৮ টি উপনিষদের মধ্যে প্রধান ১১টি উপনিষদ (শৈব বৈদান্তিনদের মতে ১৩টি উপনিষদ) ছাড়া বাদবাকি সব উপনিষদগুলি সাধারণত সম্প্রদায় ভিত্তিক, তাই অপর কোনো সম্প্রদায়ের কোনো আচার্য শৈব উপনিষদ শরভ উপনিষদ এর কথা উল্লেখ করেছেন কিনা সেটা শৈব সমাজের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। শৈব সমাজ শৈব আচার্যদের মান্যতা এর উপর ভিত্তি করেই চলবে। শ্঵েতাশ্বতর উপনিষদ এর শৈব ভাষ্যের ভাবার্থদীপিকা টীকাকার পণ্ডিত জগন্নাথ শাস্ত্রী তৈলঙ্গ স্পষ্টভাবেই শ্঵েতাশ্বতর উপনিষদ এর প্রস্তাবনা অংশে মুক্তিকা উপনিষদের উল্লেখ করেছেন এবং তার অন্তর্গত

শরত উপনিষদ এর উল্লেখ করে গিয়েছেন। আর শিবমহাপুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ ইত্যাদিতে শাস্ত্র শরত উপনিষদ কে সমর্থন করে। তাই শাস্ত্র থেকে শব্দপ্রমাণের ভিত্তিতে অবশ্যই শরত উপনিষদ অবশ্যই মান্য।

**কাশী জঙ্গমবাড়ি মঠ কর্তৃক প্রকাশিত শ্঵েতাশ্঵তর উপনিষদ**



পাণ্ডিত জগন্নাথ শাস্ত্রী তৈলঙ্ক কর্তৃক শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের  
শৈব ভাষ্যে মুক্তিকোণিষ্ঠদ্বান্তর্গত শরত উপনিষদের উল্লেখ

**আপত্তি নং ৭ -** শরত উপনিষদ যদি মান্য হয় তাহলে রামতাপনী, নৃসিংহতাপনী, গোপালতাপনী প্রভৃতি বৈষ্ণব উপনিষদ গুলিকেও মানতে হবে আপনাকে, এগুলোরও উল্লেখ মুক্তিকা উপনিষদে রয়েছে।

**আপত্তি নিরসন -** রাম তাপনী, নৃসিংহ তাপনী এসব বৈষ্ণব উপনিষদে নৃসিংহদেবকে বা শ্রীবিষ্ণুর কোনো অবতারকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে ঠিকই। আবার তৈত্তিরীয় আরণ্যক, শিব সংকল্প সূত্র, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, শরত উপনিষদ সহ অন্যান্য শৈব উপনিষদ এসব শাস্ত্রে শিবকেই পরমব্রহ্ম বলা

হয়েছে। যেহেতু শ্রুতি শাস্ত্র কখনোই পারমার্থিক দৃষ্টিকোণে স্ববিরোধী মত পোষণ করতে পারে না, তাই সঠিক মীমাংসা আমাদের জানা দরকার।

রাম, নৃসিংহ দেব, শ্রী বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রূদ্রগণ, শরভেশ্বর এনারা সকলেই দেহধারী। অর্থাৎ ব্যবহারিক পর্যায়ে এনারা থাকছেন। কিন্তু পরমেশ্বর শিব হলেন সাক্ষাৎ প্রত্যগাত্মা, তিনি সকল প্রমাতাদের অন্তঃস্থ সেই পরম চৈতন্য, তিনি পুরুষ (জীবাত্মা) স্বরূপে প্রত্যেকের অন্তরেই বিরাজমান। তাই প্রত্যেক দেব দেবীই শিব স্বরূপ, ব্রহ্ম স্বরূপ। পরমাত্মা শিবই মায়ার দ্বারা প্রত্যেক দেব দেবীর স্বরূপ ধারণ করেন। তাই বস্তুত সেই শিবই সত্য। তাই কোনো শাস্ত্রে যদি কোনো দেহধারী দেবতাকে স্তুতি করা হয়ে থাকে, তবে তা আসলে সেই দেবতার অন্তঃস্থ চৈতন্য পরমশিবেরই স্তুতি করা হয়ে থাকে।

তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে -

“ সত্যো নিত্যঃ সর্বসাক্ষী মহেশো নিত্যানন্দো নির্বিকল্পো নিরাখ্যঃ ।  
অচিন্ত্যশক্তির্ভগবানিগরীশঃ স্বাবিদ্যযা কল্পিতমানভূমিঃ ||২০|| ”  
(শরভ উপনিষদ)

- সেই পর্বতবাসী ভগবান গিরীশ শিবের বিদ্যা(শক্তি) সম্পর্কে কেউ জানতে সক্ষম নন। সেই প্রভু শিব নিত্য, সত্য, সবার মধ্যে সাক্ষী হিসেবে নিরন্তর আনন্দরূপ, নির্বিকল্পরূপে অবস্থিত। যা বাকেয়ের অগোচর, সেই

প্রভুর প্রকৃত অবস্থান আদি সম্পর্কে আমরা নিজেদের অবিদ্যার কারণে  
শুধুমাত্র কল্পনার উপর নির্ভর করি।

“ প্রযতঃ প্রগবো নিত্যং পরমং পুরুষোত্তমম্ ।

ওঙ্কারং পরমাত্মানং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্ত || ২০ || ”

(খগ্নেদ সংহিতা / খিল ভাগ/ চতুর্থ অধ্যায় / ১১ ন)

- যিনি নিত্য , প্রগব , পরম , পুরুষোত্তম , সাক্ষাৎ ওঙ্কার এবং পরমাত্মা, সেই অদ্বিতীয় শিবের প্রতি মন সংকল্পিত হটক ।

“ এক এব শিবো নিত্যস্তোহন্যৎসকলং মৃষ্ণা ।

তস্মাংসর্বানপরিত্যজ্য ধ্যেযান্বিষ্ফোদিকান্তুরান् || ৩০ || ”

(শরভ উপনিষদ)

– শিবই একমাত্র নিত্য , অন্য সকল কিছুই মিথ্যা । এই কারণে বিষ্ণু আদি  
সকল দেবতাকে পরিত্যাগ করে একমাত্র শিবকেই ধ্যেয় বলে জানা  
উচিত।

“ সর্বব্যাপী সর্ববভূতান্তরাত্মা ।

সাক্ষী চেতা কেবলো নিষ্ঠণশ || ১১ || ” (শ্বেতাশ্঵তর উপনিষদ -  
ষষ্ঠ অধ্যায় )

- সর্বব্যাপী ও সর্বভূতে যিনি ব্যাপ্ত এবং প্রতিটি জীব দেহে যিনি অন্তরাত্মা  
রূপে , নিষ্ঠণ সাক্ষী পুরুষ (প্রত্যগাত্মা) রূপে কেবল যিনি বাস করছেন  
(তিনিই সেই রূদ্র/সদাশিব)।

“ পুরুষো বৈ রূদ্রঃ সমাহো নমো নমঃ । ”

(কৃষ্ণ-যজুর্বেদ/ তৈত্তিরীয় আরণ্যক/ ১০ ম প্রপাঠক- পরিশিষ্ট /২৪  
নং অনুবাক)

👉 সায়ণ ভাষ্য – “ যো রূদ্রঃ পার্বতীপতিঃ পুরাগেষু প্রসিদ্ধঃ স  
এব সর্বো জীবরূপেন সর্বশরীরেষু প্রবিষ্টত্বাতঃ । তস্যে সর্বাত্মকায়  
রূদ্রায় নমো অন্তঃ |.....যজ্ঞডঃং বিশ্বমন্তি যচ্চ ভূতং চেতনং  
প্রাণিজাতমন্তৌতি চেতনাচেতনরূপেন বিচিত্রং যত্কুবনং জগৎ,  
....সর্বোহপি প্রপঞ্চ এষ রূদ্রো হি |.... তদৃশায় সর্বাত্মকায় রূদ্রায়  
নমঞ্চারো অন্তঃ । ”

সায়ণ আচার্য স্পষ্ট ভাবেই বলছেন, যে রূদ্রদেব পুরাণে পার্বতীপতি হিসেবে উক্ত হয়েছেন ( অর্থাৎ সদাশিব অর্থে) তিনিই জীবাত্মা রূপে অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা রূপে সকল জীবের শরীরে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছেন। সেই সর্বাত্মক রূদ্রকে নমস্কার জানাই, যার থেকে জড় জগৎ, ভূত, চেতন, অচেতন, ভূবন, প্রাণী সকলই জাত হয়েছে। সমগ্র বিশ্ব প্রপঞ্চ সেই এক রূদ্র স্বরূপই বটে। সেইরূপ সর্বাত্মক রূদ্রকে নমস্কার জানাই।

**কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকের  
সায়ণভাষ্য থেকে 'রূদ্র' শব্দের মাহাত্ম্য নিরূপণ**

-৩-

মৈলিদীনি আহুর্যজে

অথ যোঙ্গযোগ্যবাকঃ ।

(১) সর্বী ও রূদ্রসমূহে রূদ্রাথ নমো অস্ত । পুরুষো ও  
রূদ্রঃ সন্মুহো নমো নমঃ । বিশ্বং ভূতং ভূবনং চিরং

‘জ্যোতি’ , যোত্পি মধুরাদি ‘রঃ’ , অথ দেবঃ পাতবঃ ‘অস্তন’ ,  
অদপি ‘ব্রহ্ম’ মনস্তজাত , যে ব ‘ভূর্বুবঃ স্ববঃ’ চ্যো স্তোকাঃ , তন  
ং বৰ্তি ‘ক্ষেত্’ আদিত্যকূপং ভৱতীযৰ্থঃ ॥

ইনি স্বাধ্যাচার্যবিরচিত স্বাধ্যৌথে বিদ্যার্থিকামি অস্তু-  
রাত্মকে দশমপ্রাতকে নারায়ণীযাপরনামপীব্যযুক্তার্থ যাজ্ঞি-  
ক্যামুপালিদ্বিঃ পঞ্চদশ্যোগ্যবাকঃ ॥

অথ যোঙ্গযোগ্যবাকঃ ।

ৰূদ্র-বনাক মন্ত্রমাত্র । (১) “সর্বী ও ০ নমো অস্ত” (১) ইনি ।  
অঃ ‘রূদ্রঃ’ পার্বতীপতি: পুরাণে প্রসিদ্ধঃ ; য এব শব্দজীবক্ষেত্রে  
সর্বজগীবেষ্ট সর্বিষ্টলাত ‘নমো স্বামুকায় ‘রূদ্রাথ’ , নমো ‘অস্ত’ ।  
প্রজ্ঞাতপুরুষযোগ্য জড়াত্মিকো প্রজ্ঞাতিমপোদ্য । বিদ্যার্থকঃ ‘পু-  
রুষঃ’ , যো বিদ্যতে , য এব ভক্তানুপ্রাপ্ত রূদ্রমুর্জিক্ষপেণাবমাযতে ।  
তত্ত্বাত্ম বস্তুতঃ সঃ ‘রূদ্রঃ’ , ‘বল্দ মুঃ’ : “বলে সাম্বিদময়

কৃষ্ণ যজুবেদীয় কৈবল্য উপনিষদে এই একই কথাই বলা রয়েছে -

“ স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোহক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্তঃ ।

স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালোহগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ || ৮ || ” -

তিনি (অর্থাৎ সদাশিব) ব্রহ্মা, তিনিই শিব (রূদ্র অর্থে), তিনি ইন্দ্র, তিনি ক্ষরণরহিত, তিনি কারো অপেক্ষা ছাড়াই স্ব-বিরাজমন। তিনিই বিষ্ণু, তিনিই প্রাণ, কালান্ধি, তিনিই চন্দ্রমা। (শ্রীসদাশিব শিবাচার্য কর্তৃক অনুবাদ।

সুতরাং শ্রতি শাস্ত্রের ভিত্তিতে মীমাংসা করা হল যে, কোনো বৈষ্ণব উপনিষদে যদি কোনো নির্দিষ্ট দেবতাকে ব্রহ্ম বলা হয়ে থাকে তবে তা আসলে সেই দেবতার অন্তরাত্মাকে বলা হয়েছে, কেননা পারমার্থিক পর্যায়ে সকলেই সেই এক শিব/ পরমশিব।

**আপত্তি নং ৮-** নরসিংহ তন্ত্র, নান্দীপুরাণ এসব শাস্ত্রে গাঙ্গাভেরুণ্ড  
এর শক্তি হিসেবে প্রত্যঙ্গিরা দেবীকে দেখানো হয়েছে। দেবী  
প্রত্যঙ্গীরা হলেন গাঙ্গাভেরুণ্ড এর শক্তি, শরভের নন। তাই তো  
দেবী প্রত্যঙ্গিরা গাঙ্গাভেরুণ্ডকে শান্ত করতে পেরেছিলেন।

**আপত্তি নিরসন -** ইতিমধ্যেই প্রমাণ করা হয়ে গিয়েছে যে, গাঙ্গাভেরুণ্ড  
হল একটি অলীক চরিত্র মাত্র। যার কোনো প্রমাণ কোনো মান্য শাস্ত্র  
পর্যন্ত নেই। আর এটাও প্রমাণ করা হয়ে গেছে যে কোনোরূপ  
পিতৃপরিচয়হীন পুরাণ অমান্য এবং পাঞ্চরাত্রি আগম হল মায়া শাস্ত্র। যদি  
কোনো শাস্ত্রে পঞ্চরাত্রের প্রশংসা করা হয় থাকেও, তাহলে বুঝতে হবে  
যে, সেটা শুধু মাত্র মানুষ কে ভ্রমিত করার জন্য, কেননা জীব মায়ার জালে

আটকে না পড়লে সৃষ্টি আগে বাড়বে না, সবাই তানাহলে মোক্ষ লাভ করবে। তাই বিভিন্ন শাস্ত্রের, পুরাণের, তত্ত্বের কিছু কিছু স্থানে অপরাবিদ্যা বা মায়াকাহিনী সংযোজিত করে দেওয়া হয়।

আর শিব মহাপুরাণে শিব ১০৮ নামের অন্তর্গত একটি নাম হল –  
“ভেরুণশতসেবিত” অর্থাৎ শত শত ভেরুণ পক্ষী দ্বারা সেবিত।

“ ভস্মাঙ্গং জটিলং শুদ্ধং ভেডুণশতসেবিতম্ ॥ ১২ ॥ ”

(শিব মহাপুরাণ/ রূদ্র সংহিতা/ যুদ্ধ খণ্ড/ অধ্যায় ৪৯)

সুতরাং, আমরা যদি এক মুহূর্তের জন্য এটা মনেও করি যে, কোনো কল্পে ভেরুণ নামক পক্ষীর অঙ্গিত্ব ছিল, তবে সেই ভেরুণ হলেন শিবের সেবক, যার শব্দপ্রমাণ শিব মহাপুরাণ থেকে আমরা দেখে নিলাম।

**আপত্তি নং ৯-** শরভের শক্তি হলেন শূলিনি দুর্গা এবং ভদ্রকালী।  
দেবী প্রত্যঙ্গিরা শরভের শক্তি একথারও কোথাও প্রমাণ নেই।

**আপত্তি নিরসন -** সর্বপ্রাচীন, সর্বমান্য এবং সর্ববৃহৎ আগম শাস্ত্র কামিকাগম শাস্ত্রে দেবী প্রত্যঙ্গিরা এর উল্লেখ আমরা পাই। তিনি যদি শিবের কোনো বৈরব স্বরূপ এর শক্তি না হতেন, তাহলে কেনই বা দেবী প্রত্যঙ্গিরা এর উল্লেখ সাথে প্রত্যঙ্গিরা অস্ত্রের উল্লেখ শৈব আগমে থাকবে?

শৈব আগমে স্পষ্ট ভাবেই দেবী প্রত্যঙ্গিরাকে ভৈরবী স্বরূপা বলা হয়েছে।  
আর সাক্ষাৎ শিবের স্বরূপ কে ভৈরব বলে এবং তাঁর শক্তিকে ভৈরবী  
বলে এটা সর্বজনীন মান্য।

“ মহাভৈরবি বর্ণে চ সর্বশক্তিপদং তথা । ৫

কৃষ্ণজিনধরাং নাম্না ভৈরবীং অচিতাং সুরৈঃ । ১৬ ”

(উত্তর কামিকাগম/ ক্রিয়াপাদ/ অধ্যায় নং ৩৭)

- সুতরাং কামিকাগমে স্পষ্ট ভাবেই প্রত্যঙ্গিরা দেবীকে ভৈরবী (অর্থাৎ  
ভৈরব এর শক্তি স্বরূপ) বলা হয়েছে। আর যেহেতু নরসিংহদেব সহ  
শ্রীবিষ্ণুর কোনো অবতারকেই ভৈরব বলে অভিহিত করা যায় না, সেহেতু  
প্রত্যঙ্গিরা দেবী কোনো বৈষণবী শক্তি নন, তিনি শৈবী শক্তি, আকাশ  
ভৈরব অর্থাৎ শরভের শক্তি। প্রকৃত পক্ষে শূলিনি দুর্গা আর ভদ্রকালির  
সম্মিলিত রূপ হল দেবী প্রত্যঙ্গিরা।

কামিকাগম আরো বলছে যে -

“ ঘৃতেন সহ সার্দাণি প্লুতমৃত্যুঞ্জিতা যথা ॥ ৩১ ॥

” সর্বেপদ্বব নাশায রুদ্রশান্ত্যা খিলাদিভিঃ । ৩২ ”

(উত্তর কামিকাগম/ ক্রিয়াপাদ/ অধ্যায় নং ৩৭)

অর্থাৎ - আর্দ্রতাপূর্ণ কোমল আশ্র পল্লবে মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র পাঠ পূর্বক সিঞ্চন করে পরিশুদ্ধ ননী দ্বারা রুদ্র শান্তি এবং অন্যান্য মন্ত্রাদি পাঠ পূর্বক দেবীকে অর্ঘ্য নিবেদন করতে হবে।

এখন দেবী প্রত্যঙ্গিরা যদি শিবের (শরভেশ্বর মহাদেব) শক্তি না হন, তবে তাঁর পূজোয় কেনই বা মহামৃত্যুঞ্জয়, রুদ্র শান্তি প্রভৃতি মন্ত্র পাঠের বিধান দেওয়া থাকবে শাস্ত্রে ? আর কোনো মায়াশাস্ত্র এর ভিত্তিতে নেওয়া সিদ্ধান্ত কদাপি মান্যতা পাবে না।

এবার আমরা দেখে নেবো শাক্ত তত্ত্ব রুদ্রযামলে দেবী প্রত্যঙ্গিরা এর ধ্যানে কি বলা আছে -

“ দংষ্ট্রোগ্রবক্ত্বা গ্রসিতাহিতা ত্বয়া প্রত্যঙ্গিরা শঙ্করতেজসেরিতা ”

(শ্রী রুদ্রযামল তত্ত্ব/ দশবিদ্যারহস্য/ প্রত্যঙ্গিরা সহস্রনাম স্তোত্র)

- অর্থাৎ এখানে স্পষ্টভাবেই দেবী প্রত্যঙ্গিরাকে শংকর তেজ হতে সন্তুত অর্থাৎ শরভেশ্বর এর তেজ বা শক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

তাই এই বিষয় নিয়ে কোন সন্দেহই থাকে না যে প্রত্যঙ্গিরা দেবী শিবের (অর্থাৎ শরভের) শক্তি, নরসিংহের শক্তি নয়।

**আপত্তি নং ১০ - শরভের উর্ধ্বে দেবী প্রত্যঙ্গিরা দেবী প্রত্যঙ্গিরা  
দ্বারা শরভ নিয়ন্ত্রিত। দেবী প্রত্যঙ্গিরা হলেন স্বতন্ত্র।**

**আপত্তি নিরসন-** পূর্বেই প্রমাণ করা হয়ে গেছে যে দেবী প্রত্যঙ্গিরা  
শরভেশ্বর অর্থাৎ মহাদেবের শক্তি। আর শক্তি কখনো শক্তিমানের উর্ধ্বে  
হতে পারে না অথবা শক্তি কখনো শক্তিমান কে পরিচালনা করতে পারে  
না নইলে তা শ্রতি ও জ্ঞান মীমাংসা বিরুদ্ধ হয়ে পড়বে। অগ্নি ব্যতীত  
যেমন অগ্নির তেজ থাকতে পারে না তেমনি ব্রহ্ম ব্যতীত শক্তির উপস্থিতি  
থাকতে পারেনা শক্তি সর্বদাই বিমর্শ রূপে, সূক্ষ্ম চিং বা পরাচিতি রূপে  
ব্রহ্মের মধ্যেই সুপ্ত থাকে, ব্রহ্ম যখন সৃষ্টির ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন সেই  
শক্তি তাঁর হৃদয় থেকে স্ফুরিত হয় “**একঃ অহং বহু স্যাম্**” - প্রভৃতি  
শ্রতি বাক্য (ছান্দোগ্য উপনিষদ) ব্রহ্মের সেই ইচ্ছাশক্তিরই পরিচায়ক।  
নব্য শাক্ত সমাজের দাবীর নিরসন বহু আগেই ISSGT কর্তৃক করা হয়ে  
গেছে।



**[https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=256076533319245&id=102378418689058](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=256076533319245&id=102378418689058)**



লিঙ্ক -

[https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=25607704  
3319194&id=102378418689058](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=256077043319194&id=102378418689058)

**আপত্তি নং ১১**— পুরাণ ও শ্রতি দ্বারা কখনোই তন্ত্র কে বিচার করা যায় না। আর শৈব আগমগুলি হল তামসিক।

**আপত্তি নিরসন** - প্রথমত, তন্ত্রশাস্ত্র পরম্পরা থেকে পরম্পরা পরিবর্তিত হতে থাকে। এক তন্ত্রে যা বলা আছে, অপর তন্ত্রে সম্পূর্ণ আলাদা বলা রয়েছে। (ব্যতিক্রম- শৈব আগম)। তাই তন্ত্রের মত পরিবর্তনশীল। কিন্তু শ্রতি এবং পুরাণ সমস্ত পরম্পরার ক্ষেত্রেই এক, সেগুলো নিত্য তাদের কোনো পরিবর্তন হয় না। সেই জন্যই শ্রতি আর সূত্রিকে ন্যায় বিচারে সবার উর্ধ্বে রাখা হয়, যা কল্প বেদাঙ্গেও বলা রয়েছে। সুতরাং কখনও কোন তন্ত্র যদি সরাসরি শ্রতির মতের বিরুদ্ধে কথা বলে, তো সেই তন্ত্রের সেই অংশটুকু মান্যতা কখনোই পাবে না।

দ্বিতীয়ত, শৈবাগম যে শ্রতি সম্মত এবং সর্বমান্য তার প্রমাণ ISSGT ইতিমধ্যে করে রেখে দিয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত লিঙ্কে গিয়ে পড়ুন।



লিঙ্ক -

<https://issgt100.blogspot.com/2022/04/Disposal%20of%20objections%20to%20Shaivadarshan%20in%20Brahmasutra%20language%202.html?m=1>

আপত্তি নং ১২ - শ্রীবিষ্ণুঃ সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর, এই মত  
শ্রতিসিদ্ধা। বেদের নারায়ণ সূত্র, বিষ্ণুঃ সূত্র, পুরুষ সূত্র সহ শতপথ  
ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং খণ্ডেদের বিভিন্ন জায়গায় সাথে  
মহা উপনিষদে শ্রীবিষ্ণুঃকেই পরম সত্ত্বা বলা হয়েছে শব্দ প্রমাণ  
সহ। তাই তাঁর অবতার স্বরূপ নৃসিংহদেবের হত্যা অসম্ভব। এখন  
আপনারা কি করে বলছেন যে শরত-উপনিষদ শ্রতি সম্মত?  
আপনাদের দাবি তো এখানেই খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে।

আপত্তি নিরসন -

১. প্রথমে আসি পুরুষ সূত্রের কথায়। নিঃসন্দেহে পুরুষ সূত্রে ব্রহ্মের  
বিশোভ্রীণ নির্ণয় অবস্থা সাথে তাঁর সঙ্গ অবস্থারও প্রতিপাদন করা  
হয়েছে। কিন্তু এই পরমব্রহ্ম পুরুষ যে ভগবান বিষ্ণুদেব, তাঁর কোনো  
শব্দপ্রমাণ পুরুষসূত্রে বা বেদে নেই। আপনারা পুরুষসূত্রের ২২ নং  
শ্লোকে শ্রী ও লক্ষ্মীর কথা বলছেন - তা সার্বজনীন মান্য মহীধর -উবট

ভাষ্য অনুযায়ী মোটেও শ্রীবিষ্ণুদেবের পত্নী নন। কেননা একই শব্দের পৌরাণিক প্রয়োগ এবং বৈদিক প্রয়োগের মধ্যে অর্থগত পার্থক্য দেখা যায়।

আলোচ্য অংশে ‘শ্রী’- সম্পদ অর্থাৎ শ্রীবৃন্দি অর্থে।

‘লক্ষ্মী’ - সকলে যার দিকে দেখে অর্থাৎ সৌন্দর্য।

‘পত্নী’ অর্থাৎ - প্রকৃতিভাগ অর্থে।

শ্রী, লক্ষ্মী ও পত্নী শব্দে পরমপুরুষের মায়া প্রকৃতিকে বোঝানো হয়েছে এখানে। ‘শ্রী’ এবং ‘লক্ষ্মী’ শব্দ প্রসঙ্গে নীচে আচার্য মহীধর ভাষ্য থেকে প্রমাণ দেখানো হল-

শ্রীর যজুর্বেদোক্ত পুরুষ সূত্রে  
‘শ্রী’ ও ‘লক্ষ্মী’ শব্দের ব্যাখ্যা - আচার্য মহীধরকৃত হিতা।

**শৌন্ককার্য প্রীতি পুরুষসূত্র ভাষ্যে, পুরুষকে  
সংঘোষিত করা হয়েছে।**

দেবব্যবহাৰ: । নক্ষত্রাণি কৃপম্। অধিবৰ্ত্তী আৰ্ত্ত সুবৰ্ম্ম। ইত্যন্ত ইয়াণ  
স্বর্ণমূৰ্ত্য লোকৰ্য ইষ্টানামঃ । পুরুষাণিষিষ্ঠ নাম সোক্ষম্য  
ইষ্টানাম: সুবৰ্ত্তাক্ষৰঃ চ স এব ইয়ানামীবান ইতি ॥২২॥

হিতি দৌৰনক্ষত্রাণীন্ত পুরুষসূক্ষমাদৰ্থ সমাপ্তম ॥

মো ক্ষণিকাদিত্য সুলু প্রার্থিযতে । হৈ আহোর, শ্রী  
জলস্তীৰ্থ তে তব পদবোঁ। জ্ঞানাস্তীনীয়ে লক্ষ্মী ইলক্ষ্মী । যবা  
স্তোজনাশ্রয়ণীযোঁ মৰ্যাদা শ্রী শীঘ্ৰেজন্ময়া শ্রী সুপতি-  
ব্যৰ্থঃ । যবা তত্ত্বাত্ম ইত্যতো জনে সা লক্ষ্মী । শীন্দ্ৰবৰ্ণমি-  
ল্লাসঃ । আহোরজ্ঞ তব পার্থৈ পুরুষস্তোবীয় । নক্ষত্রাণী যমন-  
গাত্রার্থ তব কৃপম । তৈবৰ তৈবৰ নামমানলক্ষ্ম: তৈজসা-  
গোলক: নক্ষত্রাণ্যসুগোলকঃ । ইতি জ্ঞাতি শারীৰে ।  
অধিবৰ্ত্তী যান্তুবৰ্তীযোঁ তব আৰ্ত্ত বিকাতিমুক্তাস্থানীযোঁ অশ্রু-  
বাতৈ অমুক্তাসৌ অধিবৰ্তীযোঁ যাবাপুষ্পিণী ইমি হীদৃপ্ত-  
সুবৰ্ত্তান্তাত । ইতি শ্রুতে । য ইত্যথাত্ত লা যাচি । ইত্যন্তকৰ্ম-  
ফলমিচ্ছন্তন্সন্ ইয়াণ ইত্যত ইত্যুৎ ইচ্ছাযামু । বিকল্পেব্যৱহাৰয় ।  
যথা । ‘যে আৰ্ত্তাধীয়’ ক্যাপডি, অজেল্লার্থ । কিমেণ্টীয়ে  
লক্ষ্মী । অমু পুলোকঃ ম মম ইয়াণ মৰ্যাদা মৰ্যাদা ক্ষমীৰ্থী-  
নোড্রিলীত্যভ্যাঃ । অমুমেচ্ছত্যাদিত্য মৰ্যাদার্থঃ । যবৈ মে মম  
ইয়াণ সুবৰ্ত্তাক্ষৰাদৰ্থ মৰ্যাদার্থঃ । মুৰো মৰ্যাদ-  
মিল্লাসঃ । ক্ষেত্ অলিবৰ্ত্তী যান্তা ইতি সামাজুতে । ॥ ২২ ॥

নৰমেঘাস্ত্বাম এব একপৰিশোভ্যমীরিতঃ ॥ ৩৭ ॥

সংখ্যা ৫

মুকুর্ব ন দি

ত্বৰ্ত স্বত্ব

হীৱা: জ্ঞাতি

পুরুষদ্বাধি

সন্ত উজ্জৰ্থ

জ্ঞাতি কঢ়ি

হি তব পৰ

নহি সুযোগে

মো ১০ সং

পুরুষ, অ

বিষ্ণুত বিঃ

বসি এনং

এন লিখীয়

ন আৰো পৰ

জ্ঞাত্যো ন হি

ব্যাদিজৈন রু

ন তস্ম

২. অনেকে দাবী করছেন যে পুরুষ সূত্রে বর্ণিত ‘ত্রিপাদ’, ‘ত্রিপাদ উর্ধ্ব’ প্রত্বতি শব্দ শ্রী বিষ্ণুরই প্রতিপাদক, কেননা তিনি বামন স্বরূপে তিনটি পাদ দ্বারাই ত্রিভুবনকে মেপে নিয়েছিলেন। কিন্তু এটা নিতান্তই মূর্খামি ছাড়া আর কিছুই নয়। তৃতীয় পাদ অর্থাৎ - জাগ্রত, স্বপ্ন ও

সুমুণ্ঠি অবস্থা । আর ত্রিপাদ উর্ধ্ব অর্থাং বিশ্বাত্মীর্ণ হলেন চতুর্থ তূরীয় অবস্থানকে বোঝায় যা সাক্ষাং পরমশিব অবস্থাকে নির্দেশ করে, যার শব্দপ্রমাণ আমরা শ্রতিতে পেয়ে থাকি- “ শান্তং শিবং অন্তেতং চতুর্থং মন্যতে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ” (মাণুক্য উপনিষদ/৭)

তাছাড়াও, এই বিশ্বাতীত পরমেশ্বর যে সাক্ষাং রূদ্রদেব তা “ **বিশ্বাধিপো  
রূদ্র মহর্ষিঃ ।** ” (শ্বেতাঃ/৩/৮) প্রভৃতি শ্রতি বাক্য দ্বারা সিদ্ধ। (বেদে  
উল্লেখিত পরমেশ্বরের এই ত্রিপাদ নিয়ে বিস্তীর্ণ ব্যাখ্যা পরবর্তী অংশে করা  
হয়েছে) পুরুষসূত্রে বর্ণিত এই বিশ্বরূপধারী বিরাট পুরুষ, যিনি সমগ্র  
জগৎ কে ব্যাপ্ত করে রয়েছেন সাথে যিনি দশঙ্গুলমাত্র স্থানে অর্থাং হৃদয়ে  
প্রত্যগাত্মারূপে বাস করছেন, সেই বিরাট পুরুষ আসলেই কে, তা  
নিম্নোক্ত শ্রতিবাক্য দ্বারাই স্পষ্ট হয়ে যায় -

“ **পুরুষস্য বিদ্য সহস্রাক্ষস্য মহাদেবস্য ধীমহি ।**

তর্গো রূদ্রঃ প্রচোদয়াত্ ॥”

(তৈঃআঃ/১০ / ১ অনুবাক)

“ **পুরুষো বৈ রূদ্রঃ সন্মহো নমো নমঃ ॥** ”

(তৈঃআঃ/১০/২৪ নং অনুবাক)

“ **প্রযতঃ প্রণবো নিত্যং পরমং পুরুষোত্তমম् ।**

ওঙ্কারং পরমাত্মানং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমন্ত্র || ২০ || ”

(খণ্ডে সংহিতা / খিল ভাগ/ ৪/ ১১)

“ পশুপাশবিমোচকং পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং উর্ধবরেতং বিরুপাক্ষং  
বিশ্঵রূপং সহস্রাক্ষং সহস্রশীর্ষং সহস্রচরণং বিশ্বতোবাহুং  
বিশ্বাত্মানং একং অদ্বৈতং নিশ্চলং নিক্রিযং শান্তং শিবং অক্ষরং  
অব্যযং হরি-হর-হিরণ্যগর্ভস্রষ্টারং অপ্রমেং অনাদ্যজ্ঞং ... | ”

( রেফারেন্স- ভস্মজাবাল উপনিষদ / দ্বিতীয় অধ্যায় )

“ সর্বব্যাপী স ভগবাংস্তম্যাং সর্বগতঃ শিবঃ || ”

(শ্লেতাঃ/৩/১১)

“ বিশ্বতশক্ষুরএত বিশ্বতোমুখো  
বিশ্বতোবাহুরূপ বিশ্বতস্পাত | ” (শ্লেতাঃ/৩/৩),

“ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাতঃ |

স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্তা অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ || ” (শ্লেতাঃ/৩/১৪),

“ অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট ” |  
(শ্লেতাঃ/৩/১৩)

“ সর্বব্যাপী সর্বভূতাত্ত্বরাত্মা |

সাক্ষী চেতা কেবলো নিগ্রণশচ || ১১ || ”

(শ্বেতাশ্঵তর - ষষ্ঠ অধ্যায় )

শ্বেতাশ্঵তরে বর্ণিত এই বিরাটরূপি পরমেশ্বর যে শিব তাঁর প্রমাণও নিম্নোক্ত  
শ্লোকেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়-

“ একো হি রূদ্র ন দ্বিতীয়ায় তঙ্গুর্য || ”

(শ্বেতাশ্঵তর উপনিষদ/৩/২)

সুতরাঃ পুরুষ সূত্রে বর্ণিত পুরুষ যে আসলে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর সদাশিব  
সেটা শ্রুতি শাস্ত্রের নিরিখে প্রমাণিত হল। তিনিই একাধারে বিশ্বময় ও  
বিশ্বাতীত। তিনিই প্রত্যগাত্মা বা অন্তরাত্মা রূপে সর্ব জীবের অঙ্গুষ্ঠমাত্র স্থান  
অর্থাৎ হৃদয়ে অবস্থিত। বেদ ভাষ্যকার সায়ণ আচার্য শ্রুতির এই মতকে  
সমর্থন করে বলছেন যে -

“ যো রূদ্রঃ পার্বতীপতিঃঃ পুরাণেষু প্রসিদ্ধঃ স এব সর্বো জীবরূপেন  
সর্বশরীরেষু প্রবিষ্টত্বাতঃ | তস্মে সর্বাত্মকায় রূদ্রায় নমো অন্ত  
|.....যজ্জড়ঃ বিশ্বমন্তি যচ্চ ভূতঃ চেতনঃ প্রাণিজাতমন্তৌতি  
চেতনাচেতনরূপেন বিচিত্রঃ যন্ত্ববনঃ জগৎ, ....সর্বোহপি প্রপঞ্চ এষ  
রূদ্রো হি |.... তদৃশায় সর্বাত্মকায় রূদ্রায় নমস্কারো অন্ত | ”

**ভাষ্যানুবাদ** - যে রূদ্রদেব পুরাণে পার্বতীপতি উক্ত হয়েছেন (অর্থাৎ সদাশিব অর্থে) তিনিই জীবাত্মা রূপে অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা রূপে সকল জীবের শরীরে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছেন। সেই সর্বাত্মক রূদ্রকে নমস্কার জানাই, যার থেকে জড় জগৎ, ভূত, চেতন, অচেতন, ভূবন, প্রাণী সকলই জাত হয়েছে। সমগ্র বিশ্ব প্রপঞ্চ সেই এক রূদ্র স্বরূপই বটে। সেইরূপ সর্বাত্মক রূদ্রকে নমস্কার জানাই।

(**কৃষ্ণ যজুর্বেদ - সায়ণভাষ্য/ তৈত্তিরীয় আরণ্যক/ ১০ প্রপাঠক/ ২৪  
নং অনুবাক)**)

**৩. এবার আসা যাক নারায়ণ অথর্বশীর্ষ এবং মহোপনিষদ এর কথায় -**

বৈষ্ণব উপনিষদ নারায়ণ অথর্বশীর্ষ-তে এ বলা রয়েছে যে, “**নারায়নাং  
ব্ৰহ্মা জাযতে | নারায়নাং রূদ্রঃ জাযতে |**” আবার মহোপনিষদে বলা হয়েছে যে “**একঃ এব নারায়ণ আসীৎ | ন ব্ৰহ্মা ন ঈশানঃ |**”

প্রথম কথা, মহোপনিষদ কোনো মান্য উপনিষদ নয়, এমন কি ১০৮ উপনিষদের তালিকাতেও এই উপনিষদের কোনো নাম পাওয়া যায়না। সুতরাং ইহা একটি অর্বাচীন উপনিষদ, সুতরাং ইহা কদাপি মূলশৃঙ্খলির ন্যায় মান্যতা পাবে না।

এবার আমরা দেখে নেবো সর্বাধিক মান্য শৈব উপনিষদ কি বলছে-

**“ যঃ ওক্তারঃ স প্রণবঃ যঃ প্রণবঃ সঃ সর্বব্যাপী যঃ সর্বব্যাপী  
সোহনতঃ .....**

**যৎ পরং ব্রহ্ম স একঃ য একঃ স রূদ্রঃ যঃ রূদ্রঃ যো রূদ্রঃ স  
ঈশানঃ যঃ ঈশানঃ স ভগবান् মহেশ্বরঃ || ৩ || ” ( অথর্ববেদীয়  
অথর্বশির উপনিষদ )**

- যিনি সাক্ষাৎ ওক্তার তিনিই প্রণব , যিনি প্রণব তিনি সর্বব্যাপী ভগবান ,  
যিনি সর্বব্যাপী তিনিই অনন্তসত্ত্ব ( অনুত্তর তত্ত্ব ) । যিনি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম  
তিনি অদ্বিতীয় , যিনি অদ্বিতীয় তিনিই সাক্ষাৎ রূদ্র , যিনি রূদ্র তিনিই  
ঈশানদেব । আর যিনি ঈশানদেব তিনিই সাক্ষাৎ ভগবান মহেশ্বর ।

**“ যৌবৈ রূদ্রঃ স ভগবান যশ্চ বিষ্ণুঃস্তম্যে বৈ নমোনমঃ || ”**

**(অথর্ব-শির উপনিষদ - ২/২)**

-যিনি বিষ্ণু রূপ ধারন করে অনন্ত জগৎ পালন করছেন সেই রূদ্রদেব কে  
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

“ অবস্থাত্রিত্যাতীতং তূরীয়ং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ | ব্রহ্মবিষ্ণবাদিভিঃ  
সেব্যং সর্বেষাং জনকং পরম् || ১৮ || ” ( রেফারেন্স – পঞ্চব্রহ্ম  
উপনিষদ )

“ ওঙ্কারো বেদ পর ঈশো বা শিব একো ধ্যেয় শিবংকরঃ... || ৩ || ”  
(অথবশিখা উপনিষদ)

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে শৈব উপনিষদ আর বৈষ্ণব উপনিষদ মহা  
উপনিষদের মধ্যে একটা বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সুতরাং এর সঠিক  
মীমাংসা কি ? মীমাংসা এটাই যে, যে সকল উপনিষদের মত মূল শৃতি  
(সংহিতা, আরণ্যক ও প্রধান উপনিষদ) এর সাথে সামঞ্জস্যতা বজায়  
রাখবে সেই সকল উপনিষদ গুলিরই মত মান্যতা পাবে, বাকি গুলির মত  
নয়। দেখে নেবো আমরা মূল শৃতি শাস্ত্র কি বলছে -

“ ঈশানঃ সর্ববিদ্যানাং ঈশ্঵রঃ সর্বভূতানাং | ”

(তৈঃ আঃ/১০/২১ নং অনুবাক)

“ একো হি রুদ্র ন দ্বিতীয়ায় তস্তুর্য || ” -

(শ্বেতাঃ উঃ/৩/২)

“ যদাতমস্তন্ন ন দিবা ন রাত্রি ন সৎ ন চ অসৎ শিব এব কেবলঃ ||  
” (শ্বেতাঃ উঃ/৪/১৮)

“ বিশ্বং ভূতং ভুবনং চিত্রং বহুধা জাতং জায়মানশ যৎ |

সর্বো হ্যেষ রূদ্রস্ত্মে রূদ্রায় নমো অন্তঃ || ”

(তৈত্তিরীয় আরণ্যক/ ১০/১৬)

“ পরাংপরতরো ব্রহ্মা তৎপরাংপরতো হরিঃ | তৎপরাংপরতো হ্যেষ  
তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমন্ত্র || ১৮ || ” (খণ্ডেদ সংহিতা / খিল ভাগ / ৮  
/ ১১ )

- সর্বোপরি হলেন ব্রহ্মা । তাঁরও উপরে হরি এবং এদের চেয়েও পরমতম  
হলেন ঈশ ( ঈশান / মহাদেব ) সেই শিবের প্রতি মন সংকল্পিত হউক।

সুতরাং, মূল শ্রুতি থেকে প্রমাণিত হল যে শিব / ঈশানদেবই হল সেই  
অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, তিনিই নিরাকার, নিষ্ঠুর, বিশ্বাতীত আবার তিনিই বিশ্বময় ও  
সাকার, যার প্রমাণ শ্রুতিতে স্পষ্টভাবেই উল্লেখিত হয়েছে। আর ব্রহ্মের বা  
ঈশ্বরের কোনো উৎপত্তি বা জন্ম হয় না, কেননা ন্যায় প্রস্থান জ্ঞান মীমাংসা  
শাস্ত্র বলছে -

“ জন্মাদ্যস্য যতঃ || ” (ব্রহ্মসূত্র/১/১/২)

ব্রহ্মসূত্রের শ্রীকণ্ঠ ভাষ্য - জন্ম / সৃষ্টি , স্থিতি , লয় , তিরোভাব ও  
অনুগ্রহ এই পঞ্চকৃত সহ চেতনা - অচেতন এর সামরস্য ( শিব - শক্তি  
সামরস্য অর্থবোধক ), সেই সামরস্য হতে উদ্ভূত বিশ্বভূত , জগৎ , প্রপঞ্চ

সবকিছুই সেই ত্বরক্ষ ( পরশিব ) হতে সঞ্চাত । সেই ব্রহ্মাই প্রধান ( অব্যক্ত প্রকৃতি ), ক্ষেত্রজ্ঞ ( পুরুষ / জীবাত্মা ), পতি ( পুরুষ , প্রকৃতির ভোগ্তা ) , জগতসংসার , মোক্ষ , বন্ধন ( মায়াবন্ধন ) এই সবকিছুরই কারণ সেই ব্রহ্ম । সেই ব্রহ্ম সত্য এবং অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ ।

তাই বৈষ্ণব উপনিষদ গুলির দাবী আপাত দৃষ্টিতে মূলশৃঙ্খলিত ও মীমাংসা বিরোধী বলে মনে হচ্ছে ।

যেহেতু শৃঙ্খলিত কখনো পরম্পর বিরোধী কথা বলে না , সুতরাং সঠিক মীমাংসা এটাই যে বৈষ্ণব উপনিষদ গুলিতে ‘রূদ্র’ , ‘শিব’ , ‘ঈশান’ ইত্যাদি শব্দ একাধিক অর্থে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । কোথাও রূদ্র বলতে ত্রিগুণাতীত পরমেশ্বর মহাদেব শিবকে বোঝানো হয় । কখনও বা রূদ্র বলতে ত্রিদেবের মধ্যেকার বহিঃ তমগুণ ধারণকারী রূদ্রদেবকে বোঝানো হয় । কখনও বা রূদ্র বলতে একাদশরূদ্র, শতরূদ্র, কোটিরূদ্র, কালাগ্নিরূদ্র, রূদ্রগণ এদেরকেও বোঝানো হয় ।

আসলে নারায়ণ অথবশীর্ষে ‘রূদ্র’ বলতে বা ‘শিব’ বলতে ( পরবর্তী শ্লোকে ) পরমেশ্বর মহাদেবকে বোঝানো হয়নি , বোঝানো হয়েছে ত্রিদেবের অন্তর্ভুক্ত রূদ্রদেবকে । সদাশিব নিজের ইচ্ছাতে রূদ্র স্বরূপ ধরে কল্পভেদে একবার ব্রহ্মার কপাল থেকে প্রকটিত হন, একবার নারায়ণের থেকে প্রকটিত হন তো কোনোবার নিজেরই পরম স্বরূপ সদাশিবের পৃষ্ঠভাগ থেকে প্রকটিত হন, ( যার উল্লেখ শিব মহাপুরাণ, পদ্ম পুরাণ এ

পাওয়া যায়) কখনও বা কল্পভেদে রুদ্রের থেকে অপর দুই দেব প্রকাশ পায়। আবার তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ‘রুদ্র’ কথাটি পরমেশ্বর সদাশিব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা ভাষ্যকারেরও মত।

তাই ব্যবহারিক পর্যায়ে পরমব্রহ্ম সহস্রার পদ্মনিবাসী সদাশিব এর সাথে রুদ্রদেবের মধ্যে আপাত পার্থক্য রয়েছে। কোন পর্যায়ে তারা এক, কোন পর্যায়ে আলাদা সেটা বুঝতে হবে আগে।

#### **৪. এরপর বৈষ্ণবদের দ্বারা বহুল ব্যবহৃত কিছু শৃঙ্খলা বাক্যের**

**ব্যাপারে আলোচনা করা যাক -**

“**বিষ্ণুঃ সর্বা দেবতাঃ**” (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ) ---1

“**দেবনানাং বিষ্ণুঃ পরম্**” ( তৈত্তিরীয় সংহিতা) ---2

“**অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমন্তদন্তরেণ সর্বা অন্যা দেবতা**  
.... | ” (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)----3

“**বিষ্ণুঃ মুখ্য বৈ দেবাঃ**” (ঐঃ ব্রাঃ) --- 4

“**যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ**” (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ) ---5

“**বিষ্ণুর্দেবা নামঃ শ্রেষ্ঠা**” (শতপথ ব্রাহ্মণ)----6

“**অস্য দেবস্য মীচুষো বয়া বিষ্ণোরেসস্য হবিভিঃ** |

বিদে হি রুদ্রো রুদ্রিযং মহত্বং ..” (ঝঘন্দ সংহিতা)----7

“ তদ্বিষণঃ পরং পদং সদা পশ্যতি সূরয়..” (ঝঘন্দ সংহিতা এবং  
কঠ উপনিষদ) ---- 8

“ বিষণঃ পদে পরমে মধুবঃ উৎসঃ...পরমং পদমৰ ভাতি ভূরি। ”  
(ঝঘন্দ সংহিতা) ---9

- উপরি উক্ত শ্রুতি বাক্য গুলির দ্বারা বৈষ্ণবরা দায়ী করে কে, শ্রীবিষ্ণু  
দেবই হলেন সেই আদ্বিতীয় ব্রহ্ম। আসলেই কি তাই ?

না, কখনোই সেটা নয়। বৈদিক শাস্ত্রে ‘বিষ্ণু’ শব্দের প্রয়োগ স্থান কাল  
পাত্র ভেদে একাধিক অর্থে হয়েছে। **প্রথম অর্থ হল -** একজন দেবতা  
হিসেবে, যিনি ৩৩ জন দেবতার মধ্যে একজন এবং যজ্ঞভাগ গ্রহণকারী।  
**দ্বিতীয় অর্থ হল-** পরমেশ্বর এর **সর্বব্যাপকতা** অর্থে অর্থাৎ বিশেষণ  
হিসেবে, যার প্রমাণ সায়ণ ভাষ্য পড়লেই পাওয়া যায়। এখন বৈষ্ণবরা  
সাধন এবং উপালভ্য এর লক্ষ্যে ছল এবং বিতঙ্গার আশ্রয় নিয়ে থাকে  
অর্থাৎ বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত, নির্ণয় পরমেশ্বর এর প্রতি সম্মৌখন সূচক  
‘বিষ্ণু’ শব্দটিকে চতুর্ভূজ শ্রীবিষ্ণু অর্থে প্রচার করে থাকেন।

উপরিউক্ত ১ থেকে ৬ নং শ্রতির শ্লোকাংশ গুলিতে ‘বিষ্ণু’ শব্দের অর্থ একজন দেবতা হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। তাঁকে সর্ব দেবতার মধ্যে (৩৩ কোটি বা ৩৩ প্রকার) শ্রেষ্ঠ বা প্রধান হিসেবে দেখানো হয়েছে। সুতরাং স্পষ্ট ভাবেই এখানে শ্রী বিষ্ণুকে বাকি দেবতার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর ৩৩ প্রকার দেবতার মধ্যে বিষ্ণুদেবের স্থান উত্তম সেটা সকলেরই জানা, কেননা তিনি ত্রিদেবের মধ্যে একজন। কিন্তু এতে তিনিই পরমেশ্বর একথা কখনোই সিদ্ধ হয় না, কূর্ম পুরাণেও একই কথা রয়েছে -

“ বারাণস্যাঃ পরং স্থানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ।  
যথা নারায়ণাদ্বেশ্য মহাদেবাদিবেশ্বর || ৬৪ || ”

(কূর্ম পুরাণ/ ৩০ নং অধ্যায়)

অর্থ - যেমন নারায়ণ অপেক্ষা প্রধান দেবতা এবং মহাদেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর কেউ নেই, তেমনই বারাণসী অপেক্ষা পরম স্থান ভূলোকে আর কোথাও নেই।

তাছাড়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এটাও বলা হয়েছে যে ,

“ অগ্নিবৈ সর্বাঃ দেবতাঃ || ” (ঐতঃ ব্রাঃ/১/৩)

- অর্থাৎ অগ্নি সর্ব দেবতার মধ্যে মুখ্য বা অবম অর্থাৎ প্রথম। ( অর্থাৎ অগ্নির উদ্দেশে সবার প্রথমে এবং সর্ব শেষে বিষ্ণু দেবের উদ্দেশে হোমে আহ্বতি দিতে হবে)।

এখানে সেই অগ্নিদেব বা বিষ্ণু দেবকে ইন্দ্রাদি বাকি দেবতাদের সাথে তুলনা করা হয়েছে মাত্র। সুতরাং, আলোচ্য অংশে তাঁকে কখনোই ব্রহ্ম হিসেবে প্রতিপাদিত করা যাবে না, কেননা ব্রহ্মের সাথে কারো তুলনা করা সম্ভব নয়, নইলে তা শ্রতি বিরুদ্ধ হয়ে পড়বে। কেননা শ্রতি তে আছে - “**ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদযশঃ ।**” (শুক্ল-যজুর্বেদ/ বাজসন্নেয়ী সংৎ/৩২/৩)

**মহীধর-উবট ভাষ্য** - “**তস্য পুরুষস্য প্রতিমা প্রতিমানমুপমানং কিঞ্চিদ্বন্ত নাস্তি ... ।**” - অর্থাৎ, ব্রহ্মের সাথে কারো তুলনা বা উপমান সম্ভব নয়। তাছাড়া “**অগ্নাবিষ্ণু সজোসমে মা বর্ধন্ত বাং গিরঃ**” (কঃ যজুঃ/ তৈঃসং/৪/৭/১ এবং আশ্বলায়ন শ্রীঃ সূঃ/২/৮/২) প্রভৃতি শ্রতি দ্বারা শ্রীবিষ্ণুদেবকে অগ্নি দেবের ন্যায় একজন যজ্ঞ ভোক্তা দেবতা হিসেবেই প্রতিপাদন করা হয়েছে। বেদের মূল শ্লোকে কোথাও শ্রীবিষ্ণুদেবকে পরমেশ্বর, পরমব্রহ্ম হিসেবে দেখানোর শব্দপ্রমাণ নেই। আর বেদের কর্মকাণ্ড (সংহিতা, ব্রাহ্মণ) সাধারণত রীতি নীতি, দেব দেবী অর্থাৎ ব্যবহারিক পর্যায়কেই দর্শায়।

উপরিউক্ত ৭ নং শ্লোক এর উল্লেখ করে বৈষ্ণবরা এক হাস্যকর দাবী করেন যে, বিষ্ণুদেব নাকি রংদ্রদেবকে রংদ্রত্ব প্রদান করেন। এটি আসলে মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা সায়ণ ভাষ্য বলছে -

“ রংদ্রঃ দেবঃ রংদ্রিযং রংদ্র সংবন্ধি সুখং মহিত্বং মহত্বং চ বিদে হি  
অস্মান্ প্রাপযতি খলু ” (সায়ণভাষ্য, ঋগ্বেদ সং/ ৭ম মণ্ডল/ ৪০নং  
সূত্র/ ৫নং মন্ত্র)

- ‘অস্মান’ অর্থাৎ আমাদিগকে, রংদ্রকে নয়। অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে, রংদ্রকে আহুতি প্রদান করলে রংদ্র সুখ, শান্তি, মহানতা অর্থাৎ রংদ্রিয় মহিমা এসব আমরা পেতে পারি।

প্রসঙ্গত বলে রাখা যাক যে, সায়ণ ভাষ্যের আলোচ্য অংশে অন্য দেবতাদের বিষ্ণুর শাখাস্বরূপ বলা হয়েছে। কেননা বৃক্ষ মূলের শাখা প্রশাখা যেমন আগে জল ও পুষ্টি গ্রহণ করে থাকে, তারপর সেটি শেষে কাণ্ড ভাগে পৌঁছায়, সেই রূপ অন্যান্য দেবতা, উপদেবতাদের উদ্দেশ্যে হবি প্রদান করলে সেটিও শেষে বিষ্ণুর নিকট পৌঁছায়, সেই জন্যই তো অগ্নিকে সবার পূর্বে আহুতি এবং বিষ্ণুকে সর্ব শেষে আহুতি প্রদান করা হয়। তাই সায়ণ ভাষ্যের কিছু স্থানে বিষ্ণুকে ‘সর্বাত্মক দেব’ হিসেবে অভিহিত করা করা হয়েছে, ‘দেব’ অর্থাৎ দেবতা, ইহা একটি উপমা

মাত্রা সুতরাং উপরিউক্ত শ্লোক দ্বারা কথনোই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া  
যায় না যে, বিষ্ণুদেবই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। কেননা শ্রুতি মতে ঈশ্বর মূলত  
নিঞ্জগ -

“ যোহসৌ সর্বেষু বেদেষু পঠতে হ্যজ ঈশ্বরঃ ।

অকায়ো নিঞ্জগোহধ্যাত্মা তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমন্ত্র || ২৩ || ”

(রেফারেন্স - ঋগ্বেদ সংহিতা / খিল ভাগ/৮/১১)

এরপর ৪ এবং ৯ নং শ্লোকাংশের ব্যাপারে আসা যাক। ‘পরমপদ’ এবং  
‘বিষ্ণু’ অর্থে এখানে কদাপি শ্রীবিষ্ণুদেবকে বোঝানো হয়নি। এখানে  
বোঝানো হয়েছে - সর্বব্যাপী পরমেশ্বরকে। দেখা যাক তাঁর নিরুক্তে  
মহৰ্ষি যাঙ্ক কিভাবে ‘বিষ্ণু’ শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন -

“ অথ যদ্বিষিতো ভবতি তদ্বিষ্ণুর্ভবতি । বিষ্ণুবিশতের্বা ব্যশ্লোতের্বা  
তস্যেষা ভবতি || ১৮ || ”

( যাঙ্ক নিরুক্ত/ ১২/ ১৮)

নিরুক্তে আলোচ্য শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা আছে যে –

“ অথ যদ্য যদা বিশিতো ব্যাপ্তহ্যমেব সূর্যো রশ্মিভিঃ ভবতি তৎ  
তদা বিষ্ণঃ ভবতী। যদা রশ্মিভিরতিশয়েনাযং ব্যাপ্তো ভবতি  
ব্যাপ্তোতি বা রশ্মিভিরযং সর্ব তদা বিষ্ণুরাদিত্য ভবতি । ”

মহৰ্ষি যাক্ষের নিরুক্ত থেকে 'বিষ্ণ' শব্দের  
বৈদিক প্রয়োগের তৎপর্য

১১২৪	নিরুক্ত ।	[ XII. ii. 7
যথস্পয়োঁ পরিপতি বচনেন কামেন হলোঁ যমানঁ মুক্তিমুক্তিমুক্তি মিতি বা । এ নৌ দ্বীপে আবর্ণিয়ামাণি ঘৰানি । কৰ্মকর্ম এ ন স্মাচ্যত্ব পুর্ণতি ॥		
অথ যত্পিতো ভবতি তত্ত্বস্তুভবতি । বিষ্ণুর্বিষ্ণুতোর্বা, অঙ্গোতোর্বা । ৫ তত্ত্বে ভবতি ॥ ১২ ॥		
যথস্পয়োঁ পরিপতি—হলি । পুরিপতিৰ্ম—হলি । পুরিপতিৰ্ম—হলি বিষ্ণুতো । যথস্পয়োঁ : সংস্কৃতালোকিয়েবঃ । কিং ইতি । পরিপতিৰ্ম—হলিৰ্মতি বচনস্তা—বচনেন হলোঁ কামেন লেন দ্বীপে কামেনে । মুক্তিমুক্তিমুক্তিয়ে অক্ষম অসম, অব্যাপক । দ্বীপে কামেনেব্যেমিমুক্তিমাণী । কৰ্মস্মিল্লাপঃ । এ নৌ জোড়েৰ ১০ রাখন—ব্রহ্মত । বিষ্ণু প্রকৃতবন্ধনদ্বারাঃ । দ্বীপ তৎস্বনিতি বালি পুরাণি বচনস্তা—বচনেন হলোঁ কামেনে দ্বীপে । পুরিপতিৰ্ম—হলি । পুরিপতিৰ্ম— হলি । পুরিপতিৰ্ম—হলিৰ্মতি—বালিৰ্মতি প্র দ্বীপে । এক কর্মে অসমৈ হঁচাইয়োঁ মাহিসুৰেণ প্রসাপ্যত্ব দ্বীপে । বালাপতিৰ্মতোনামস্তু হৃষ্টয়ে ।		
অথ যদ্য বিষিতো আহোত্যেব দ্বীপে দিবাঃ । ভবতি তত্ তত্ত্ব ১৫ বিষ্ণুঁ (১) ভবতি । বিষ্ণুতো । বিষ্ণুতো । প্রতিঃ । প্রতিঃ । সংস্কৃতালোকি বচনস্তুভবতি । অব্যাপকোঁ । বিষ্ণুতো বালোঁ । বালোঁ রোমান্তোভোবনে আসো । ভবতি আহোতি বা রোমান্তোব্যে দ্বীপ বিষ্ণুর্বিষ্ণু ভবতি । তত্ত্ব এন্দো মুক্তিঃ ॥ ১২ ॥		

**অর্থ-** যাহা জগতের সব কিছুতেই প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে, সূর্য রশ্মির ন্যায়  
সব কিছুকেই ব্যাপ্ত করে রেখেছে, তাহাই বিষ্ণু। সূর্য রশ্মি ও যেমন  
জগৎকে ব্যাপ্ত করে রেখেছে, তাই সূর্যদেব আদিত্যও বিষ্ণু। ('বিষ্ণু'  
বিশেষণ অর্থে ব্যবহৃত) এবং সেই নিরাকার, জ্ঞানস্বরূপ অদ্বিতীয়  
পরমেশ্বরকেই যে সর্বব্যাপী বিষ্ণু স্বরূপ এবং তাঁর পরমপদই শৃতিতে উক্ত  
হয়েছে “**সর্বং খল্লিদং ব্রক্ষ**”, “**সর্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাঽ সর্বগত  
শিবঃ**”, “**বিশ্বাধিপো রুদ্রঃ মহৰ্ষি**”, “**একো অহং বহু স্যাম্**”, “  
**সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রক্ষ**” ইত্যাদি শৃতিবাক্য দ্বারা সিদ্ধ। তাই সায়ণ  
আচার্যও তাঁর বেদ ভাষ্যের বেশ কিছু স্থানে ‘**বিষ্ণু**’, ‘**পরম পদ**’ ইত্যাদি  
শৃতির একই অর্থ নিরপেক্ষ করে গেছেন – “**বিষণ্ণঃ ব্যাপকস্য  
পরমেশ্বরস্য পরমে উৎকৃষ্টে নিরতিশয়ে কেবলসুখারমকে পদে**

স্থানে ” , “ বিষ্ণবে সর্বব্যাপকায় ” (খগ্নেদ/ ১মঃ/ ১৫৪ সূঃ/ ৩, ৫ নং  
খক্) যা সম্পূর্ণ নিরুত্ত সম্মত।

### বৈষ্ণবদের অপর একটি দাবীতে আসা যাক -

বৈষ্ণবরা খগ্নেদ/১মগ্নল/১৫৪ সূত্র/২-৩নং খকের সায়ণ ভাষ্য থেকে  
কিছু অংশ নিয়ে খুব লাফালাফি করে এবং সাথে যান্ত্র নিরুত্ত থেকেও  
একই প্রমাণ দেখায়। তাঁদের দাবী যে, পরমেশ্বর শ্রী হরি বিষ্ণু নাকি তাঁর  
উরু অর্থাৎ পায়ের তিনটি ধাপ দ্বারাই ত্রিভুবনকে ব্যাপ্ত করে রেখেছে,  
ইহাটি নাকি বামন অবতারের তাৎপর্য। বেদে ইহাটি উত্ত হয়েছে।

### আমরা দেখে নেব সায়ণ ভাষ্য কি বলছে -

“ যস্য বিষ্ণেঃ উরুষু বিস্তীর্ণেষু ত্রিসংখ্যাকেষু বিক্রমণেষু  
পাদপ্রক্ষেপনেষু বিশ্বা সর্বানি ভুবনানি ভূতজাতানি অধিক্ষিযত্তি  
আশ্রিত্য নিবসত্তি স বিষ্ণঃ স্তু যতে || ” (খগ্নেদ-সায়ণভাষ্য/ ১মঃ/  
১৫৪ সূঃ/ ২)

-এখানে বলা হয়েছে যে, সর্ব জগৎ চরাচর সেই ব্যাপ্তি পরমেশ্বর এর উরু  
(পরমপদ, রূপক হিসেবে ব্যবহৃত) থেকেই সৃষ্টি এবং তাঁর পায়ের তিনটি  
ধাপের মধ্যেই আশ্রিত ও অবস্থিত।

**মর্মার্থ** - প্রশ্ন এখানে উঠছে যে, শুধু তিনটি ধাপই কেনো ? ঈশ্বর কি  
তাহলে মাপনীয় ? শ্রতি অনুযায়ী ব্রহ্ম তো অনন্ত, নিঞ্চল। তাহলে এর  
মীমাংসা কি ? আসলে তিনটি ধাপ, ইহা হল রূপক মাত্র। সমগ্র জগৎ<sup>৩</sup>  
চরাচর সপ্তলোক ব্যবহারিক পর্যায় এরই প্রতিনিধিত্ব করে। আর, ব্যবহারিক  
পর্যায় তিনটি অবস্থার দ্বারা প্রকাশিত হয় - জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। তাই  
ব্যবহারিক জগতে পরমেশ্বর এই তিনি অবস্থাতেই ব্যাপ্তি রয়েছেন কিন্তু  
পারমার্থিক পর্যায়ে কোনো জগৎ থাকে না, এক ব্রহ্মই থাকে, তাই তাঁর  
সেই অবস্থায় ব্যাপ্তি হওয়ারও কোনো ব্যাপার নেই। এই অবস্থাই তূরীয়  
অবস্থা, চতুর্থ অবস্থা, শিব অবস্থা। তাই তো শ্রতিতে বলা হয়েছে - “  
শান্তং শিবং অদ্বৈতং চতুর্থং মন্ত্রে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ।”

(মাণুক্য উপনিষদ/৭)

এরপর একই সূত্রের পরের খক্ক ও তার সায়ণ ভাষ্য থেকে আমরা এর  
সমক্ষে প্রমাণ দেখে নেবো -

“ প্র বিষ্ণবে শূষ্মেতু মন্ম গিরিক্ষিত উরুগাযায বৃষ্ণে ।

য ইদং দীর্ঘং প্রযতং সধস্তমেক বিমমে ত্রিভিরিংপদেভিঃ || ৩ || ”  
(খগ্নেদ/ ১মঃ/ ১৫৪ সূঃ)

-সায়ণ ভাষ্যে স্পষ্ট ভাবেই বলা আছে যে – “ গিরিক্ষতে বাচি গিরিবৎ  
উন্নতপ্রদেশে বা তিষ্ঠতে ”- অর্থাৎ যিনি গিরির ন্যায় উন্নত স্থানে বসবাস  
করেন।

এখন গিরিতে কে বসবাস করেন সেই প্রসঙ্গে শ্রতি বলছে -

“ কৈলাসশিখরাভাসা হিমবৎ গিরি সংহিতা | নীলকংঠং ত্রিনেত্রং চ  
তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমন্ত্র || ২৫ ||” (খঃ সং /খিল /৪ / ১১)

- যিনি হিমগিরি কৈলাসশিখরে বাস করেন , যিনি (সাকারে ) নীলকংঠ ,  
যিনি ত্রিনেত্র সেই শিবের প্রতি মন সঞ্চলিত হউক ।

“ যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্যস্তবে |

শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসী পুরুষং জগৎ || ” (৩/৬ ,  
শ্঵েতাশ্বতর) এবং ( ৪/৫/১/৪, তৈত্তিরীয় সংহিতা, কৃষ্ণ যজুর্বেদ )

- হে গিরি নিবাসী গিরিত্র রূদ্র তুমি গিরিতে থাকো এবং সেখানে  
নিবাসকারী সাধুগণকে রক্ষা কর। তোমার হাতে একটি অস্ত্র বর্তমান  
(ত্রিশূল)। তা জগদকে ধ্বংসের জন্য তৈরী হলেও আমরা প্রার্থনা করি যে  
তা দিয়ে তুমি জগতের ও জগৎবাসীর ক্ষতি কোরো না, তাদের

ମଙ୍ଗଳସାଧନ କୋରୋ। ସୁତରାଂ ଏହି ବିଷୁଃ ସମ୍ମୋଧନେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ  
ସାକ୍ଷାଂ ସଦାଶିବ, ତା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଲା।

( এখানে নিরাকার নিশ্চৰ্ণ পরমেশ্বৰ পৱনশিবের সাকার স্বরূপ সদাশিবের কথা বলা হয়েছে। সদাশিব আসলেই সাকার আৱ নিরাকারের মধ্যবর্তী অবস্থা, তিনি ত্রিশৃণুতাতীত। কৈলাস অর্থাৎ জ্ঞান কৈলাস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ‘গিরি’ অর্থে কৈলাসকেই বুঝিয়েছেন আচার্য সায়ণ ও আচার্য মহীধির তাঁদের বেদ ভাষ্য। শিবাচার্য জগন্নাথ শাস্ত্ৰী তৈলঙ্গও ‘গিরি’ বলতে কৈলাসকেই বুঝিয়েছেন তাঁৰ শ্বেতাশ্বতৰ উপনিষদ ভাষ্য।

ଶୁଣ୍ଡ ସଜୁର୍ବେଦୋକ୍ତ ମାଧ୍ୟନିଦିନ-ବାଜସନେଯୀ ସଂହିତାଯ ଭାଷ୍ୟକାର  
ଆଚାର୍ୟ ମଧ୍ୟୀଧିର କର୍ତ୍ତକ ଗିରି ଅର୍ଥେ 'କ୍ଲେସ' ଏର ଉପ୍ଲେଖ

শুভ্যজীবদেশ শতাব্দীয়

নামান্তরণালয় বারোবেলিপ্টিক্যাম্

১৫২

নামো বিলাপাতি মিরিশি: মিরি বারি সিকি শেঁ তনামো বা মিরো মেঁ  
সিকি বুবিলিপ্টি শেঁ তনামো বা মিরো মেঁ মিরিশি: মানি সহনি মানামো-  
তন: মেঁ মেঁ শেঁ গো মেঁ মেঁ কো কোর্মি: কো মিরিশামো মেঁ মিরিশামো-  
তন্মুক্তি: মানি মিরিশামো মেঁ মিরিশামো [গু. ৬-৭. বা. ২]. । কোর্মি তন্ব চৰাং-  
ম বা সকলকে ॥ ১ ॥

पानिखं शित्युलं कृते विभर्जत्वा

शिवा गिरित्र तां कृष्ण मा लिंगस्तीः परम्यं ब्रह्मत ॥३॥

के गिरिशंख व गांधीन् वाणि द्वयोर्भवते यमर्पयत् यामयोः किं कर्त्तुम् अत्रत्वै अस्ति  
ज्ञेयो तु यत्क्षेत्रं विद्यते यमः गांधीन् शश्वत् चातुर्विंशतिः । के गिरिशंखो लक्षणै  
(4.) स्वदो ऽप्यासनं विद्यते यमर्पयत् गिरिशंखो तामोन् यथा लक्षणात् प्राप्तो तु यमः  
किं च पुण्यं वुद्युतो विद्यते यमः प्रश्नमन्तर्वद्य विद्यते यमः या संहितो ना व-  
धीः ॥१॥

22-1-221-6

এবার নিরুত্ত এই প্রসঙ্গে কি বলছে দেখে নেবো -

“ যদিদং কিং চ তদ্বিক্রমতে বিষ্ণুঃ । ত্রিধা নিধত্তে পদং ।  
ত্রেধাভাবায় পৃথিব্যামন্তরিক্ষে দিবীতি শাকপূণি । ”  
(যাঙ্ক নিরুত্ত/ ১২.১৯ )

**অর্থ -** বিষ্ণু ( ব্যাপ্তি পরমেশ্বর ) তিনি প্রকারে তাঁর পা রাখেন এবং সর্বজগতে ব্যাপ্ত/অধিষ্ঠিত হন। পৃথিবীতে (ভূ) অধিকারে, অন্তরীক্ষে (ভূবং)

81

বিদ্যুৎ রূপে এবং দৃঢ়লোকে (স্বঃ) সূর্যরূপে তিনি অধিষ্ঠিত যেটা আচার্য  
শাকপূর্ণির মত।

এখানে কোথাও বামন অবতার বা পৌরাণিক শ্রী হরি বিষ্ণুদেবের কথা বা  
বৈকুণ্ঠ বা গোলকের এসবের কোনো শব্দ প্রমাণ নেই, এমন কি সমগ্র  
শ্রতিতে কোথাও বৈকুণ্ঠ বা গোলক এসবের কোনো উল্লেখ নেই, কিন্তু  
কৈলাস এর উল্লেখ আছে, যা পূর্বের স্তবকেই দেখানো হয়ে গেছে।  
উপরিউক্ত শ্লোকে বর্ণিত ত্রিভুবনে কে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন তার প্রমাণ  
শ্রতিই আমাদের দেয় -

“ যোবৈ রূদ্রঃ স ভগবান् যচ্চ বিশ্বং স্তম্যে বৈ নমোনমঃ ॥

যোবৈ রূদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ ভূস্তম্যে বৈ নমোনমঃ ॥

যোবৈ রূদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ ভূবস্তম্যে বৈ নমোনমঃ ॥

যোবৈ রূদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ মহস্তম্যে বৈ নমোনমঃ ॥

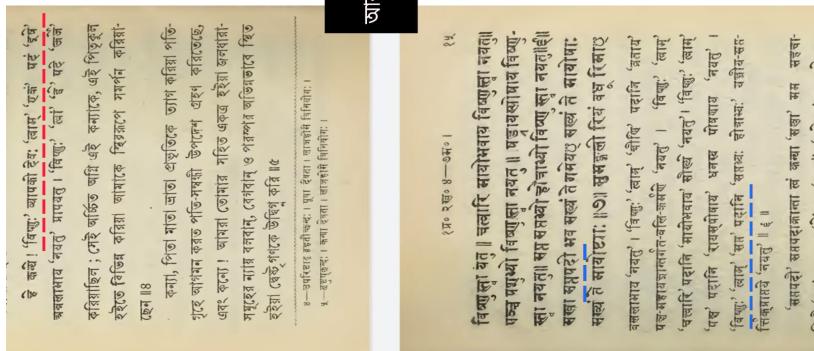
যোবৈ রূদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চাত্তরীক্ষং তস্যে বৈ নমোনমঃ ॥ ”

(অর্থবর্ণির উপনিষদ / ২)

- যে রুদ্র ভগবান (সদাশিব অর্থে) বিশ্ব চরাচর, ভূলোক, ভূবর্লোক, স্বর্গলোক, মহর্লোক, অন্তরীক্ষ প্রভৃতি সর্ব জগতে ব্যাপ্ত তাঁকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

[আর কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতায় আমরা যে ‘বামন’ শব্দের উল্লেখ পাই এবং তাঁর দ্বারা ত্রিভুবন দখল করে নেওয়ার ঘটনা পাই, তিনি বিষ্ণু দেবের একজন অবতার এবং দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে একজন। তিনি সাকার। এবং তিনি যা করেছেন সেটি একটি লীলা। সুতরাং তাঁর সাথে বেদে বর্ণিত ত্রিপাদ ব্যাপ্ত পরমেশ্বরকে (বিষ্ণু) এক করলে হবে না। কারণ পূর্বেই বিশদে ব্যাখ্যা করা আছে।

দ্বিতীয় কথা হল সামবেদের আরণ্যক সংহিতায় ব্যাপ্ত পরমেশ্বর (বিষ্ণু) এর সপ্তপদের কথারও উল্লেখ রয়েছে, যার উপরে সায়ণ আচার্যের ভাষ্যও রয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বৈষ্ণবদের বামন অবতারের ত্রিপদের গল্পকে জুড়ে দেওয়ার অপ-কৌশল আর খাটবে না।]



বৈদিক শব্দকোশ নিঘন্টু তে ‘বিষ্ণু’ শব্দের ব্যাখ্যায় কি আছে সেটা এবার দেখে নেবো -

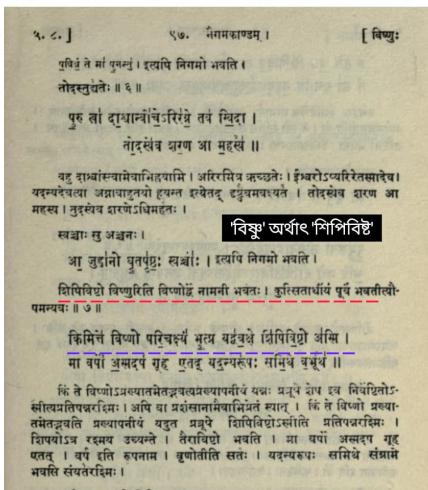
“**বিষ্ণু শিপিবিষ্টো বিষ্ণুরিতি বিষ্ণেণ্টে নামনি ভবতঃ ।**”

(নিঘন্টু/৫/৭)

- যিনি শিপিবিষ্ট, তিনিই বিষ্ণু।

আর শৃঙ্গিতে কাকে শিপিবিষ্ট নামে সম্মোধন করা হয়েছে তাঁর শব্দ প্রমাণ নিম্নে দেওয়া হল –

নিঘন্টু থেকে বৈদিক ‘বিষ্ণু’ শব্দের তাৎপর্য



পরমেশ্বর শিবই যে বিষ্ণুমূর্তি ধারণ করেন -

আচার্য সায়ন কর্তৃক তার সমর্থন

(কৃষ্ণ ঘজুর্বেদের তৈতিনীয় সংহিতার শতরূদ্রিয় ভাগে)

(অথ বৃথক্কাণ্ডে পঞ্চমপাঠকে পঞ্চমেন্দুব্রাকঃ) ।

বৃথক্কেন্দুব্রাক উম্যনোনমস্করাণি মুঞ্জি স্থাপিতানি । অথ পঞ্চমদা-  
র্থ্য নবমান্তেন্দুব্রাকেণু নয়কারেণক্ষণেব যষ্টিষ্ঠান্নাযন্তে ।

তত্ত্ব পঞ্চমব্রাকে পঞ্চম পঞ্চম পঞ্চম যঁজ্যামা-

মমো ভবায লেনি । মবনি পাণিনোঽম্বুদ্বিতি মব: । কুদোবেহেন্দুব্র

দৃঃস্ব দ্বাৰ্যনীতি রূপ: । বৃজাতি হিন্দিতি পাপমিতি শৰ্দ্বঃ: । পুরোনোন্ন

নিঃ পুরোন্ত্যপুরো পুজ্যনিঃ: । কাঙ্ক্ষযার্থেন নীলভূঁঁ মীকিদ্যো  
য়স্যাতো নীলগ্রীবঃ: । পিতিঃ প্রেরণাভ্যুতিঃ: কণ্ঠগৃহো যথাসৌ

গ্রিক্তিঃ: । কণ্ঠে অয়ন্তো যথস্যাতো কণ্ঠঃ । মুক্তি কুশো পুৰু-  
ক্ষে: । পাশুব্যাপ্তিষ্ঠণ কণ্ঠদৰ্শকঃ । যত্যাদিবেণ পুষ্টিক্ষেত্রব্যুৎ । ইন্দ্ৰেৰেণ

সহস্ৰাম্বুদ্বয়ঃ । সহস্ৰাম্বুদ্বয়েন শাস্ত্ৰাদিভিন্নেন্দুব্রহ্মেন্দুব্র । গিৰো  
ক্লোনে শেষে বিষ্টীতি মিৰিদাঃ । বিষ্ণুর্মূর্তিবারি গ্রিক্তিঃ: । “বিষ্ণুঃ  
গ্রিক্তিঃ” হিৰি প্রোঃ: । মেৰুৰেণ্টৰ্যবৰ্ণ বৰ্ণিতো মীকৃষ্ণঃ: । বাষপুর

“নমঃ কপদ্দিনে চ বৃগ্নুকেশায চ | নমঃ সহস্রাক্ষায চ শতধন্বনে চ  
নমো গিরিশযায চ শিপিবিষ্টায চ নমো মীচুষ্টমায চেষুমতে চ || ২৯  
||” (তৈঃ সং/৪/৫- শতরূদ্রীয়) - বেদ ভাষ্যকার সায়গাচার্য সহ আচার্য  
মহীধর, উবাট প্রত্যেকেই সংশ্লিষ্ট উদ্বৃতি সমূহকে ‘শতরূদ্রীয়’ হিসেবে  
মান্যতা দিয়ে গেছেন। বেদের শত রূদ্রিয় যে সাক্ষাৎ শিবের প্রতি সমর্পিত

## সেটা সর্ব শাস্ত্র মান্য। তাই ন্যায়শাস্ত্র মতে ইহা হল দৃষ্টান্তের লক্ষণ। আর দৃষ্টান্তের কোনো খণ্ডন হয় না।

আলোচ্য সুজ্ঞের আচার্য সায়ণ ও মহীধর কর্তৃক  
'শতরূপ্রিয়' / 'শতরূপ্রায়' হিসেবে নামকরণ

কৃষ্ণ যজুর্বেদোক্ত তেজিনীয় সংহিতার অন্তর্ভুক্ত

রূপসুজ্ঞের সায়ণভাষ্য

১৩৪      শৈমন্তিকাচার্যবিরচিতমায়সমেতা— [৪]

(বিষ্ণবিহোৱা)

(অথ বচুষ্টকাপ্তে প্রশ্নম্পাদকে পথমোভুগাঃ) কৃষ্ণ যজুর্বেদোক্ত বাজসনেয়ী

যত্ন নি:খতিত দেহ মো বেদোপুরিত গঙ্গা।

নিমিত্ত তপ্ত তন্ত্রে বিষ্ণুর্পুরিতেহস্যৎ।

ইতিক্ষিতবৎ: সর্বার্থত্বে হি তন্ত্ৰে

বৃদ্ধাচ্ছায়ে পুরো তু বিলম্বো হো

কৃষ্ণক্ষেত্রে পাদাক্ষৰক্ষৰ্ম্মসমূহী

শান্তেবৃত্যস্য সর্঵োপনিষদ্বীৰি

কি অপোনামুসূল নে সুহৃত্যৈকা

শতরূপ্রিয়কেতি শাশ্বতা আপঃ

স্মৃত্যুগম্পুরুষু ত্বদ্যাপ্যবৃত্য

বৃত্যত সদিত্তলে হৃষকলেঁড়মি

ইহ কাঁচুক্তা যাহাপুরিণী বা

বোঁচু যাহার্পুরিত্যস্য বিশৃতিঃ।

চলঃ—“শতরূপ্রিয় সুবৃত্য অবিপৰিযায়া

বীকৃতক্ষেত্রো দুষ্যমস্তিষ্ঠানাক্ষেত্রে

স্মৃত্যু পীঁক্ষয় উচ্চারণ্তর্যা সক্ষয়।

সংহিতার অন্তর্ভুক্ত

রূপসুজ্ঞের মহীধর ভাষ্য

শৈমন্তিকাপ্তে বেদীনৈ নামোহে।

অসিমন্তব্যবায়াপ্য কৃতিতা পথমো চিতি:। ১৫

পোড়চৌভ্যায়ঃ।

তত্ত্ব প্রথম।

নমস্কে কদ্ব মন্ত্রে ত্বো ত ইঁবৈ নমঃ।

হৃত্যমুন তৈ নমঃ। ॥ ১ ॥

তুৰ বৰচবিহোৱা:। অপাতো বঃ শতরূপ্রিয় ত্বো

হৃত্যপুরুষ স্ম দ্যোজাপামিতো হৃমুসমাপ্তো কৃতুষ্য

বৃত্যত ত ত্ব সর্বো দেহঃ। ত্বত্য দুর্বী

বৃত্য বৰচবিহোৱা সুহৃত্যৈপুরুষক্ষম প্রজাপতেবিশ্বতাদিত্ব

থাক মোরায়সুতুপুন শুতিমেনতি। স এ পু শতরূপোঃ

স্মৃত্যুবিতি। নমস্কে কদ্বমন্ত্ব রীরোঽজ্যায়:। প্রমে

## আর 'শিপিবিষ্ট' নাম শিব মহাপুরাণের কোটিরুদ্র সংহিতায় শিব

### সহস্রনামের মধ্যেও পাওয়া যায়।

শিবমহাপুরাণ, গীতাপ্রেস

কোটিরুদ্রসংহিতা

38:

বীরচূড়ামণিরেষা চিদানন্দো নদীধরঃ।

আজাধারস্ত্রুলী চ শিপিবিষ্ট শিবালয়ঃ॥ ৫২

৮১১) বীরচূড়ামণি—বীরনের মধ্যে প্রেষ্ঠ,

৮১২) বেঞ্জা—বিদ্যান, ৪১৩) চিদানন্দ—

চুলপ, ৪১৪) নদীবরঃ—মন্তকে গজাধারণকারী,

৪১৫) আজাধারঃ—আজাধারণকারী, ৪১৬) ত্রিশূল—

ত্রিশূলধারী, ৪১৭) শিপিবিষ্ট—ত্রেজোম কিরণ

কারা যিনি ব্যাপ্ত, ৪১৮) শিবালয়ঃ—ভগবতী শিবা

রাম্পুরঃ॥ ৫২

বালখিলা মহাচপ্রিণ্ডাঙ্গশুভ্রিঃ খগঃ।

অঙ্গামঃ সুনুপঃ সুরক্ষাঃ সুমণ্ডিঃ॥ ৫৩

৪১৯) বালখিলা—বালখিলা ক্ষয়ীরূপ, ৪২০)

মহাচপঃ—মহাচন্দ্র, ৪২১) ত্রিগ্রামঃ সুর্যোপ-

কৃত্বিরিষিঃ দৰ্বন্ধুর্বাচ্চপ্তিরহপ্তিঃ।

বীরবির্বোদ্ধোঃ ছন্দঃ শাঢ়া বৈবস্তো যমঃ॥ ৫৬

৪৪৪) কৃচঃ—দান্তিরূপ, ৪৪৫) বিরিষিঃ—ত্রু

সুরাপ, ৪৪৬) অর্বৰ্কৃঃ—স্বর্লোকে বৃক্ষৰ ন্যায় সুখদানক,

৪৪৭) বাচ্চপ্তিঃ—বালীর অবিপত্তি, ৪৪৮) অহপত্তি:

—নিমের স্বামী সুর্যোপ, ৪৪৯) বিরিষঃ—সমস্ত রস শোষণ-

কারী, ৪৫০) বিরোলঃ—বিবিধ প্রকারে প্রকাশ

নিশ্চাকরী, ৪৫১) কৃদঃ—স্বামী কার্ত্তিকীরূপ, ৪৫২)

শাঢ়া বৈবস্তো যমঃ—সবার ওপর শাসনকারী সুর্যুমার

যম॥ ৫৬

যুক্তিক্রমত্বিত্বিঃ সানুগাগঃ গৱঘঃ।

কৈলাসাধিষ্ঠিতি কার্ত্তি স্বিতা রিবলোমঃ॥ ৫৭

৪৫৩) যুক্তিক্রমত্বিত্বিঃ—আটঙ্গ যোগাসুরাগ তথা

সুতরাং শ্রতি মান্যতা সহ প্রমাণ করা হল যে 'শিপিবিষ্ট' বা 'বিষ্ণু' এই শব্দটি পরমশ্বর শিবের উদ্দেশেই সমর্পিত।

তাছাড়া শাস্ত্রে স্পষ্ট ভাবেই বলা আছে –

“ সোহধবনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষেণঃ পরমং পদম্ || ২২ ||

পদং যৎপরমং বিষেণান্তদেবাখিলদেহিনাম্।

পদং পরমমন্দৈতং স শিবঃ সাম্ববিগ্রহঃ || ২৩ ||

রুদ্রবিষুপ্রজেশানামন্যেষামপি দেহিনাম্।

খ্তে সাম্বং মহাদেবং কিং ভবেৎপরমং পদম্ || ২৪ || ”

(স্কন্দপুরাণ / সূতসংহিতা / যজ্ঞবৈভবখণ্ড / উত্তরভাগ / ব্রহ্মগীতা /  
অধ্যায় নং ১১)

- সবকিছুর উর্ধ্বে সেই বিষ্ণু অর্থাৎ ব্যাপক ব্রহ্মাই পরম প্রকৃষ্ট পদ সেই  
পরম অদ্বৈত পদই সাক্ষাৎ শিব , তিনিই সাম্ববিগ্রহ ( অর্ধনারীশ্঵র ) । ব্রহ্মা ,  
বিষ্ণু ও রুদ্র প্রমুখ দেহধারীদের জন্যও সেই মহাদেবের পদই পরম পদ ।  
সেই সত্যস্বরূপ সাম্ব সদাশিব ছাড়া সেই পরমপদ আর কেইই বা হতে  
পারে ?

অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত শ্রীমাধবাচার্য তাঁর সূতসংহিতার ‘তাংপর্যদীপিকা’  
টীকায় এপ্রসঙ্গে বলছেন – “ এতদেব সচিদানন্দেকরসং

পরশিবস্বরূপং রূদ্রবিষ্ণবাদীনাং গুণমূর্তিনামন্যেষামিন্দ্র দীনাং চ  
পরমং পদং ভবতীত্যর্থঃ ॥”

- সেই একরস সচিদানন্দস্বরূপ পরমশিব যিনি রূদ্র , বিষ্ণু , ব্রহ্মা , ইন্দ্র  
আদি গুণমূর্তি ধারণ করেন, তিনিই পরমপদ ।

পরমেশ্বরের সেই পরমপদ প্রসঙ্গে সায়ণ আচার্য তাঁর বেদ ভাষ্যে বলছেন

— “ তস্য পদং প্রাপ্তবতাং ন পুনরাবৃত্তে | ন চ পুনরাবর্ততে | ”

(খগ্নেদ/ ১মঃ/ ১৫৪ সূঃ/ ৫ নং খক্র)

- অর্থাৎ সেই পরমপদ প্রাপ্ত জীবেদেরকে আর ইহলোকে ফিরে আসতে  
হয় না, তাদের আর পুনরাবর্তন হয়না।

একই কথা আমাদেরকে বৃহৎ জাবাল উপনিষদেও (শ্রুতি শাস্ত্র) পেয়ে  
থাকি -

“ যত্র ন সূর্যস্তপতি যত্র ন বাযুবাতি যত্র ন চন্দ্রমা ভাতি যত্র ন  
নক্ষত্রাণি ভাতি যত্র নাগ্নিদহতি যত্র ত মৃত্যঃ প্রবিশতি যত্র ন দুঃখানি  
প্রবিশ্যতি সদানন্দং পরমানন্দং শান্তং শাশ্঵তং সদাশিবং  
ব্রহ্মাদিবন্দিতং যোগিধ্যেযং পরং পদং যত্র গত্বা ন নিবর্তন্তে

যোগিনস্তদেতদ্বাভুযত্তম্ । তদ্বিষেণঃ পরমং পদং সদা পশ্যতি  
সূরঘঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ ৬ ॥ ”

(রেফারেন্স - বৃহজ্জ্বাল উপনিষদ / অষ্টম ব্রাহ্মণ)

- যেখানে সূর্য তাপ দেয় না , যেখানে বায়ু বয়না , যে স্থানে চন্দ্রও  
আলোক প্রদান করে না , যেখানে নক্ষত্রদেরও উপস্থিতি থাকে না , যে  
স্থানে অগ্নি দ্বারা কোনো কিছুরই দহন সম্ভবপর হয়না, যেখানে মৃত্যু নেই ,  
দুঃখ নেই সেই সদানন্দময়, পরমানন্দময় পরম ধামই হল সাক্ষাৎ শান্ত,  
শাশ্঵ত , চিরতন , সচিদানন্দ সদাশিব পদ , যে পদ ব্রহ্মাদি দেবগণ (  
অর্থাৎ ব্রহ্মা , বিষ্ণু , রূদ্র ) দ্বারা বন্দিত । সেই পদই সমস্ত যোগীগণের  
দ্বারা ধ্যেয় । পরমেশ্বর সদাশিবের সেই পরমপদে পৌছানোর পর  
যোগীগণকে আর ইহলোকে ফিরে আসতে হয় না । হে সর্বব্যাপী পরমেশ্বর  
আমাকে এমন দিব্য জ্ঞানচক্ষু প্রদান করুন যাতে আমি আপনার সেই  
পরমধাম , পরমপদকে সর্বদা নিজের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করতে পারি ।

আসলেই “ তদ্বিষেণঃ পরমং পদং ” শৃতিটি পরমেশ্বর সদাশিবের  
প্রতিই সমর্পিত , একথা শাস্ত্র থেকে প্রমাণিত হল।

এবারে আসা যাক বেদের আরও একটি শ্লোকের ব্যাপারে যা নিয়ে  
কতিপয় বৈষ্ণবগণ খুব লক্ষ্যকারী করে থাকেন –

“ চতুর্ভিঃ সাকং নবতিং নামভিশ্চক্রং ন বৃত্তং ব্যতীরবীবিপৎ |  
বৃহচ্ছরীরো বিমিমান খঙ্গভিষুবাকুমারঃ প্রত্যেত্যহিবম্ ॥ ” ( খণ্ড  
সংহিতা/১ম/১৫৫২/৬)

সরাসরি আলোচ্য শ্লোকের সায়ণ ভাষ্যে চলে যাবো।

সায়ণ আচার্য ‘বিষ্ণু’ শব্দ প্রসঙ্গে তাঁর ভাষ্যে বলছেন –

“ অযমাদিত্যাত্মা বিষ্ণুঃ ..... কালাত্মকঃ বিষ্ণুঃ বৃহৎ শরীরঃ  
বিরাডাত্মনা সর্বদেবমনুষ্যাদিশরীরাণাং স্বশরীরত্বাতঃ | বৃহৎ  
শরীরত্বমেবোপপাদযতি | ....যুবা সর্বত্র মিশ্রণশীলো নিত্য তরুণো  
বা অত এব অকুমারঃ অনন্ত এবং ভূতো মহাবিষ্ণুঃ আহবম্ ..”

- এখানে স্পষ্ট ভাবেই ‘বিষ্ণু’ অর্থে অনন্ত সর্বব্যাপী পরমেশ্বরকে  
বোঝানো হয়েছে। তিনি বিরাটরূপ, সাক্ষাৎ কালস্বরূপ। সকল দেবতা এবং  
সকল জীবের শরীর ধারণকারী। ( ‘শরীর’ শব্দটি এখানে রূপক হিসেবে  
ব্যবহৃত হয়েছে, কেননা শৃঙ্খি মতে পরমেশ্বর নিরাকার।) তিনি তরুণ  
অর্থাৎ বার্ধক্যহীন অর্থাৎ নিত্য, অজর, অমর। তিনি অকুমার অর্থাৎ তিনি

সাধারণ জীবনচক্র এর উদ্দেশ্য, তাঁর কোনো বাল্য অবস্থা নেই, তিনি অনন্ত  
অর্থাৎ তিনি বিরাট, অনন্ত, তিনি সর্ব ভূতাত্মক, তিনি মহাবিষ্ণু অর্থাৎ সর্ব  
ভূতকে ব্যাপ্ত করে রেখেছেন। সেই পরমেশ্বর আমরা যজ্ঞ ভূমিতে আহ্বান  
করি।

আর কালস্বরূপ হলেন সাক্ষাৎ সদাশিব, প্রমাণ শৃতি শাস্ত্রই আমাদের দেয়

-

“ যৌবৈ রুদ্রঃ স ভগবান् যশ্চ কালস্তম্যে বৈ নমোনমঃ । ”

(অথর্বশির উপনিষদ / ২) - যে রুদ্র ভগবান সাক্ষাৎ কালস্বরূপ তাঁকে  
পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

এখানে কোথাও বিষ্ণু বলতে জগৎ পালক শ্রীহরি বিষ্ণুদেবকে বোঝানো  
হয়নি, কোনো শব্দপ্রমাণ নেই। কিন্তু সকল জীবের আত্ম স্বরূপধারী,  
পশুপাশ বিমোচনকারী, সর্বভূতে বিরাজমান, শিগিবিষ্ট ব্যাপ্ত পরমেশ্বর  
(অর্থাৎ বিষ্ণু) যে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর শিব, তিনি যে কৈলাস পর্বতে সাকার  
স্বরূপে বিরাজ করেন, তিনি যে বিশ্বরূপ, সেগুলোর শব্দপ্রমাণ শৃতিতে  
আছে এমনকি সায়ণ ভাষ্যে পর্যন্তও আছে।

সেই পরমেশ্বর শিবই যে সাক্ষাৎ সূর্য/আদিত্য স্বরূপ, অগ্নি স্বরূপ, ইন্দ্র  
স্বরূপ এবং বিষ্ণুদেব স্বরূপ ধারণ করেন এবং যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ করেন তাঁর  
প্রমাণও শৃতি শাস্ত্র আমাদের দিয়ে থাকে –

“ যোবৈ রূদ্রঃ স ভগবান् যশেচন্দ্র স্তম্বে বৈ নমোনমঃ ||

যোবৈ রূদ্রঃ স ভগবান্ যশচাগ্নি স্তম্বে বৈ নমোনমঃ ||

যোবৈ রূদ্রঃ স ভগবান্ যশ সূর্যাস্তম্বে বৈ নমোনমঃ ||

যোবৈ রূদ্রঃ স ভগবান যশ বিষ্ণুস্তম্বে বৈ নমোনমঃ || ”

(অথর্বশির উপনিষদ / ২)

“ য ঈশে পশুপতিঃ পশুনাং চতুষ্পদামুত যো দ্঵িপদাম্ | নিষ্ঠীতঃ স যজ্ঞিযং ভাগমেতু রায়স্পোষা যজমানং সচত্তাম্ || ১ || ” (অথর্ববেদ সংহিতা / দ্বিতীয়কাণ্ড/ ৩৪ নং সূক্ত)

- ( যঃ পশুপতিঃ ) যিনি পশুপতি ( পশুনাং চতুষ্পদামুত যো দ্বিপদাম্ ঈশে ) সমস্ত দ্বিপদ চতুষ্পদাদি জীবেদের ঈশ্বর ( সঃ নিষ্ঠীতঃ ), তিনি পূর্ণ রীতিতে প্রাপ্য ( যজ্ঞিযং ভাগমেতু ) এই যজ্ঞ ভাগকে গ্রহণ করুন (রায়স্পোষা যজমানং সচত্তাম্ ) এবং পুষ্টি ধনাদি যজমানকে প্রদান করুন ।

সায়ণ ভাষ্য – “ যঃ পশুপতি পশুনাং পালযিতা রূদ্রঃ চতুষ্পদাম্ গবাদীনাং পশুনাম্ ঈশে ইষ্টে নিয়ন্তা ভবতি। উতঃ অপি চ যঃ পশুপতি দ্বিপদাম্ মনুষ্যাদীনাং চ ইষ্টে। ঈশ ঐশ্বর্যং... ভুবনস্য ভূতজাতস্য রেতঃ কারণং যাগদ্বারেণ উৎপত্তিহেতুম্। ”

সায়ণ ভাষ্যে স্পষ্ট ভাবেই রুদ্র (শিব) কে পশুপতি বলা হয়েছে। তিনি একাধারে যেমন চতুষ্পদ পশুদেরও ইষ্ট আবার একাধারে দ্বিপদী মনুষ্যদেরও ইষ্ট। তিনি ঐশ্বর্যশালী। তিনি সমগ্র বিশ্বভূতের এবং পঞ্চভূত হতে জাত সমগ্র পদার্থের কারণবীজ এবং উৎপত্তিহেতু।

অথববেদের শৌনকীয় সংহিতায় সায়ণাচার্য কর্তৃক পশুপতি  
রূপদেবকে সবভূতের উৎপত্তির প্রধান কারণ হিসেবে সমর্থন

৩২৪

অথবৈত্তিহাসমাপ্তি

নিম্নীলুঁ: ম পুরীর্বে মুনমেন্ত্র প্রায়মোদ্যা বর্জমান সচনাম ॥ ৭ ॥  
যঃ । ইষ্টঃ । প্রযুক্তোদ্যোঃ । পুরুনাম । বর্তঃস্যদ্যম । জুত । যঃ । ত্রিষ্য-  
দ্বীন ।

বিঃজ্ঞানীত: । সঃ । পুরীর্বে । মুনম । প্রত্ন । প্রায়: । দোষাঃ । বর্জমান-  
ম । সুবুনাম ॥ ৭ ॥

যঃ প্রযুক্তোদ্যোঃ পুরুনাম জুতঃ প্রযুক্তদ্যম গুরুদীনা পুরুনাম  
ইষ্ট ইষ্ট নিখিলা মনোতি । জন জাপি বঃ যঃ প্রযুক্তির্পিযদ্যম সুপ্ত্যা-  
দীনা বঃ ইষ্ট । প্র ইষ্ট ইষ্টয়ে । “লোপত্ত আমানোদ্যেত্যু” ইতি  
তপোপঃ । অন্তর্দুর্বেচ্ছাত্ম লোপিত্যাক্তিকনুবালৈ প্রাপ্তুব্রহ্মঃ । “অপীয়স্যদ্যেত্য-  
হ্য কর্মণি” ইতি কর্মণি পঢ়া । প্রযুক্তদ্যম ত্বিপ্রয়ম ইন্দ্রমূর্ক্ষে “সংজ্ঞা-  
মুর্ক্ষাম্ব” ইতি পারাগাত্ময় অন্তর্লোক: মমামাল: । “বিচিন্মাৰ্ত্তা”

[ অ ০ দি. মু ০ ৩৪.] ৩৫ তিতীর্য কাণ্ঠস্ম ।

৩২৫

মাণ্য যুন্ম । কীৰ্ত্য প্রযুক্ত । মুবন্দ্য মুনগামস্য ইঃ: কারণ যা-  
ন্তর্বেচ্ছ ভূমিপ্রেত । যসমানান্ত: জস্ম নামান্ত মাত্র পুরুষলক্ষণ-  
ন্ত মন্ত্র মান্ত কুরুত । কি বঃ প্রযুক্তদ্যম প্রযোক্তেন্ত সংকৃত মাহামা-  
ন্ত চার্যব্যালাম । মুনায়মান্ত বর্ত্যঃ । ৭ চার্যব্যালামান্তিমিত্যিত্যত্য

পরমেশ্বর শিবই যে সাক্ষাৎ বিষ্ণু অর্থাৎ সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হয়ে সমগ্র বিশ্ব চরাচরের প্রভু/ঈশ্বর হয়েছেন তা – “ স্ত্রিরেভিরঐঙ্গেঃ পুরুরূপ উগ্রো  
বৰ্জঃ শুক্রেভিঃ পিপিশে হিরণ্যেঃ । ঈশানাদস্য ভুবনস্য ভুরেন্ব বা উ  
ঘোষদ্ রুদ্রাদসূর্যম্ ॥ ” (খগ্নেদ ২/৩৩ /৯ ), “ য ঈমা বিশ্বা  
ভুবনানি চক্রপে তস্মৈ রুদ্রায নমোহস্ত্বগ্নয়ে । ” (অথবশির উপনিষদ/  
৬), “ যো দেবো অংগো যো অঙ্গু যো বিশ্ব ভুবনমাবিবেশ । ১৭ । ”  
(শ্঵েতাশ্বত্র উপনিষদ/ প্রথম অধ্যায়), “ ঈশান সর্ববিদ্যানাং ঈশ্বর  
সর্বভূতানাং ” (তৈত্তিরীয় আরণ্যক/১০), “ জগতাং পতযে নমো ”  
- প্রভৃতি শ্রুতি দ্বারা সর্বতোভাবে প্রমানিত। সুতরাং বেদে কোথাও ‘বিষ্ণু’

শব্দের উল্লেখ দেখলেই , সেটাকে টেনে এনে শ্রী বিষ্ণুদেবের জায়গায়  
এনে বসানোটাও একধরনের মূর্খামি।

৫. **সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসেবে বৈষ্ণবরা ব্যবহার করে থাকে তৈত্তিরীয়  
আরণ্যকের নারায়ণ সূক্ত এবং শতপথ ব্রাহ্মণ।**

“ সহস্রশীর্ষং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বশংভুবম্ ।

বিশ্বে নারায়ণং দেবং অক্ষরং পরমং পদম্ ॥ ১ ॥

বিশ্বতঃ পরমান্নিত্যং বিশ্বং নারায়ণং হরিম্ ।

বিশ্বং এব ইদং পুরুষঃ তদ্বিশ্বং উপজীবতি ॥ ২ ॥

পতিং বিশ্বস্য আত্মা ঈশ্বরং শাশ্঵তং শিবমচুজ্যতম্ ।

নারায়ণং মহাজ্ঞেয়ং বিশ্বাত্মানং পরায়ণম্ ॥ ৩ ॥

নারায়ণ পরো জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরঃ ।

নারায়ণ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ ।

নারায়ণ পরো ধ্যাতা ধ্যানং নারায়ণঃ পরঃ ॥ ৪ ॥

স ব্রহ্ম স শিবঃ স হরিঃ স ইন্দ্ৰঃ সোহক্ষৰঃ পৱমঃ স্বরাট্ঃ ॥ ৫ ॥ ”  
(তৈত্তিৱীয় আৱণ্যক/ ১০ম প্ৰপাঠক)

--- উপৱে বৰ্ণিত শ্লোক গুলি টেনে পাণিনিৰ ‘ন’কাৱ সূত্ৰেৱ ভুল ব্যাখ্যা  
কৱে বৈষণবৱা দেখায় যে, এই নারায়ণ হল একটি নামবাচক বিশেষ  
পদ (proper noun) যা তাঁদেৱ আৱাধ্য শ্ৰীহৱিৰ বিষ্ণুকেই একমাত্ৰ  
বোৰায়। তিনিই অদ্বিতীয় ব্ৰহ্ম। কেননা শ্লোকে সৱাসৱি শব্দপ্ৰমাণ আছে  
‘নারায়ণ’, ‘অচুত’, ‘হৱি’ এসবেৱা। কিন্তু কোনো শব্দেৱ পৌৱাণিক  
প্ৰয়োগ আৱ বৈদিক প্ৰয়োগেৱ মধ্যে যে অৰ্থগত পাৰ্থক্য আছে সেটা এৱা  
জানেনা।

পাণিনি সূত্ৰ (ব্যাকৱণ বেদাঙ্গ) বলছে দেখে নেওয়া যাক -

“ রষাভ্যা নো ণঃ সমান পদে । ” (অষ্টাধ্যায়ী/৮/৪/১)

- যদি পূৰ্বপদে ‘ৱ’কাৱ অথবা ‘ষ’ কাৱ (নিমিত্ত) বৰ্তমান থাকে তবে  
উত্তৱপদে ‘ন’কাৱ (নিমিত্ত) পৱিবৰ্তিত হয়ে ‘ণ’ কাৱ হয়ে যাবে যদি  
পূৰ্বপদ ও উত্তৱপদ (নিমিত্ত ও নিমিত্ত) একই পদে (সমানপদে) অবস্থান  
কৱচে। সংজ্ঞা, অসংজ্ঞা উভয় ক্ষেত্ৰেই প্ৰযোজ্য হবে, কেননা এই  
৮.৪.১ নং সূত্ৰে ক্ষেত্ৰে আলাদা কৱে কোনো কিছু বলা নেই। তাই  
নারায়ণ শব্দ সংজ্ঞা বাচক কিনা সেটা মূল বিচাৰ্য নয় এক্ষেত্ৰে। শব্দটি

৮.৪.১ নং সূত্র অনুযায়ী **নারায়ণ** এ পরিবর্তিত হয়ে যাবে এটাই মূল বিচার্যা আরো কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক -

নরানাম् ----- নরাণাম্

চতুর্ণাম্ ----- চতুর্ণাম্

বাদরায়ন --- বাদরায়ণ ইত্যাদি।

কিন্তু পরের একটি সূত্রে সংজ্ঞা বাচক শব্দের ক্ষেত্রে ৮.৪.১ নং সূত্রের প্রয়োগের জন্য একটি শর্তের উল্লেখ পাওয়া যায় -

**“ পূর্বপদাং সংজ্ঞাযাম্ অগঃ | ”** (অষ্টাধ্যায়ী/৮/৪/৩)

যদি আলোচ্য পদটি সংজ্ঞা বা বিশেষ্য পদ হয়, তাহলে উত্তর পদের ‘ন’ কার তখনই ‘ণ’ কারে পরিবর্তিত হবে যখন পূর্ব ও উত্তরপদের মধ্যে বা নিমিত্ত ও নিমিত্তি এর মধ্যে কোনো ‘গ’ কার থাকবে না। যদি ‘গ’ কার থাকে তাহলে ‘ন’ কার ‘ণ’ কারে পরিবর্তিত হবে না।

**বৈষ্ণবদের মিথ্যাচার -** এই ৮.৪.৩ নং সূত্র থেকেই বৈষ্ণবরা দাবি করে যে, বৈদিক ‘নারায়ণ’ শব্দে ‘ন’ কার যেহেতু ‘ণ’ কারে পরিবর্তিত হয়ে গেছে তাই পাণিনি সূত্র অনুযায়ী ‘নারায়ণ’ শব্দটি একটি সংজ্ঞা অর্থাৎ নামবাচক বিশেষ্য (Proper Noun)। তাই ‘নারায়ণ’ শব্দটি ঝুঢ়ি

অর্থে (প্রকৃত অর্থে) বেদের নারায়ণ সূত্রে প্রয়োগ হয়েছে , যোগিক অর্থে নয়। অর্থাৎ ইহা কেবলমাত্র শ্রীহরি নারায়ণদেবকেই বোঝাবে, অপর কাউকে নয়। কিন্তু এটা যে ওদের একটা অযৌক্তিক মনগড়া বিতঙ্গ মাত্র তা এবাবে প্রমাণ করা হবে ।

**জবাব** - পাণিনি ৮.৪.৩ সূত্রে ‘সংজ্ঞা’ এর কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ বিশেষ পদের (only Noun) কথা বলা হয়েছে , আর সেটা যে নাম বাচক বিশেষই (proper Noun) হবে তার মানে নেই, আর শব্দপ্রমাণও নেই , সেটা সাধারণ বিশেষ পদের (common Noun) ক্ষেত্রেও হতে পারে। গাছ, নদী, দেবতা, পুরুষ এসব কিছুই সংজ্ঞা বাচক শব্দ, এগুলো সব সাধারণ বিশেষ্য (**Common Noun**), কিন্তু নামবাচক বিশেষ্য (Proper Noun) কোনোটাই নয়।

সংজ্ঞাবাচক পদের ক্ষেত্রে ‘ন’কার এর পরিবর্তন বিষয়ক আরো একটি নিয়ম আমরা পরের সূত্রেই পেয়ে থাকি -

“বনং পুরগামিশ্রকাসিধ্রকাসারিকাকোটরাগ্রেভ্যঃ । ”

(অষ্টাধ্যায়ী/৮/৮/৮)

- সংজ্ঞাবাচক পদের ক্ষেত্রে ‘পুরগা’, ‘মিশ্রকা’, ‘সিধ্রকা’, ‘সারিকা’, ‘কোটরা’ এবং ‘অগ্রে’ - এই সব পদের (পূর্বপদ) উত্তরবর্তী পদে যদি ‘ন’কার থাকে তবে সেটিও ‘ণ’ কারে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তাহলে

উপরিউক্ত শব্দ গুলি থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে সংজ্ঞা বলতে সাধারণ বিশেষ্যকেও (Common Noun) বোঝানো হয়।

[ এখন বৈষ্ণবরা দাবী করতে পারে যে, তাহলে ‘চর্মনাসিক’ এই বৈদিক শব্দটিও তো একটি সংজ্ঞা বা সাধারণ বিশেষ্য। এক্ষেত্রে ‘র’কার এর পরে ‘ন’ কার থাকা সত্ত্বেও তা ‘ণ’ কারে পরিবর্তিত হলো না। তাহলে পাণিনি ৮/৪/৩ নং নকার সূত্রে সংজ্ঞা বলতে নাম বাচক বিশেষ্যকেই বোঝানো হয়েছে, এক্ষেত্রেই কেবল মাত্র ‘ন’কার ‘ণ’কারে পরিবর্তিত হবে। তাই ‘নারায়ণ’ শব্দটি একজন বিশেষ দেবতার নামই বটে।

**জবাব -** আসলেই তা নয়। ‘চর্মনাসিক’ হল ‘নাসিকা’ শব্দান্ত একটি বহুবৰ্তী। এক্ষেত্রে পাণিনি ৫/৪/১১৮ নং সূত্র প্রযোজ্য হবে। তাই এক্ষেত্রে ‘ন’কার ‘ণ’কারে পরিবর্তিত হবে না। দরকার পড়লে এই বিষয়ে ভবিষ্যতে বিস্তারিত একটি কাউন্টার পোস্ট বানানো হবে। ]

তাই ব্যাকরণ অনুযায়ী বেদে ‘নারায়ণ’ শব্দটি যে নামবাচক পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সেটি বলা যাবে না। সায়ণ আচার্যও তাঁর ভাষ্যে নারায়ণকে

শ্রীহরি বিষ্ণু বলে যাননি। নারায়ণ সূত্রের এই ‘নারায়ণ’ শব্দের অর্থ  
নিরূপণ প্রসঙ্গে সায়ণাচার্য বলছেন -

“ অতো নারায়ণঃ পর এবাহহত্ত্বা ন ত্বপরা মূর্তিবিশেষঃ ।  
তস্মান্নারায়নঃ পরমাত্মা | পুনরপি নারায়ণস্য সর্বাত্মকত্বমুচ্যতে । ”

- অর্থাৎ সায়ণ ভাষ্য মতে ‘নারায়ণ’ শব্দের অর্থ হল আত্মা বা পরমাত্মা,  
কোন মূর্তি বিশেষ নয়। ‘নারায়ণ’ শব্দের দ্বারা পরমেশ্বর এর  
সর্বাত্মকতাকে বোঝানো হয়েছে।

আচার্য সায়ণ কর্তৃক তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নারায়ণ সূত্রের  
ভাষ্যে ‘নারায়ণ’ শব্দের ঘৰ্য্যাত্মক অর্থ বিশেষণ

নারায়ণ সূত্রের সায়ণভাষ্য মতে ‘নারায়ণ’ শব্দ  
মহেশ্বর এর বোধক

সায়ণ আচার্য কর্তৃক নারায়ণ সূত্রের ভাষ্যে উল্লেখিত  
'হরি', 'শিব', 'অচূত' এসব শব্দের ব্যাখ্যা

:১২ পরিষেবান সংগৃহীতঃ— [স্তুতি ১২]

বৈশ্বিকত্বম্ । পায়মাজানস্য চ হংগামাদ্বিতীয়ম্ । যদিদ বিশ্বিদানীমজ্ঞানাত্মকা  
হস্তস্তে তত্ত্ববৰ্ত্তন বৃক্ষে; পরমাত্মে । স চ পরমাত্মা তদ্বিষ্ণুপুরী-  
গতি, স্ময় অবস্থা, পরমাত্মাপ্রয়োগ ।

তৃতীয়স্থানে—

পুন বিশ্বস্যাদ্বিতীয়ম্বৰঃ । শার্থতৃতীয়স্থানে—

নারায়ণ বৈশ্বত্বে বিশ্বামোচনে পরমায়ণম্, ইতি ।

বিশ্বস্য নাম: পায়মাজানস্যত্বম্ । আহমনো জীবনান্ত নিয়মাদ্বারাবৰ্ত্তম্ ।  
নিরন্তর বৈশ্বামোচনাদ্বারাবৰ্ত্তম্ । পরমজ্ঞত্বাদ্বিতীয়ম্ । [ ন চতুর্থ ইত্যস্থুত্যম্ । ]  
নারায়ণেন পৃষ্ঠুক্ত: । শেষে তদ্বৰ্তন মথ্য প্রাপ্তবৰ্ত্তমানবৰ্ত্তম্ । নারুপাদ্বানলেন  
তদ্বিষ্ণুপুরীবৰ্ত্তম্ । উচ্চাদ্বারাৎপরায়ণস্যত্বম্ । সর্বমাত্মোর্মতে নমদ্বিষ্ণু

নৃতে ।

কর্তৃপুরুষমহ—

নারায়ণ পরী উচ্চাদ্বানা নারায়ণঃ পরঃ ।

নারায়ণ পরঃ প্রতৰত্বে নারায়ণঃ পরঃ ॥

নারায়ণ পরী অপ্যনী ঘ্যানে নারায়ণঃ পরঃ । ইতি ।

পুরাণেপুন নারায়ণকেন ব্যক্তিপূর্ণে: পরমেশ্বর: স এব পুরুষকৃত স্মৃ-  
শানাদিকান্তিপূর্ণে: । অতো নারায়ণঃ পর এবাঽজ্ঞা ন  
ত্বপরা মুর্তিবিদ্যে: । তত্ত্ব পরে উচ্চাদ্বিতৃত্বকৃত অভিষিক্ষণমৌল্যঃ । প্রসূতি  
পুরুষের্যাস্তো তদ্বৰ্তন নারায়ণঃ এব । তস্মাদ্বারায়ণঃ পরমাত্মা । পুরুষ নারা-  
য়ণস্য সর্বাত্মক বৃক্ষত্বে: । নারায়ণঃ । তান্ত্রস্বাস্ত্রে পুরুষেঃ । \*৪-

তাহলে, এই ‘নারায়ণ’ সংজ্ঞা আসলেই কার প্রতি প্রযুক্ত হয়েছে সেটা

এবার আমরা সেই তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নারায়ণ সূত্রের পরবর্তী

শ্লোকগুলি থেকেই শব্দপ্রমাণ সহ দেখে নেবো, সাথে সায়ণ ভাষ্য

থেকেও -

“ ঋতঃ সত্যঃ পরঃ ব্রহ্ম পুরুষঃ কৃষ্ণপিঙ্গলম् ।

উর্ধবরেতঃ বিরুপাক্ষঃ বিশ্বরূপায বৈ নমো নমঃ ॥”

(কৃষ্ণ-ঘজুর্বেদ/ তৈতিরীয় আরণ্যক/ ১০ ম প্রপাঠক- পরিশিষ্ট /২৩  
নং অনুবাক)

সায়ণ ভাষ্য – “ যদেতৎপরং ব্রহ্ম তৎসত্যমবাধ্যম্ । সত্যত্বং চ  
দ্঵িবিধং ব্যাবহারিকং পারমার্থিকং চ । .... তাদৃশং ব্রহ্ম  
ভগ্নানুগ্রহাযোমা-মহেশ্বরাত্মকপূরুষরূপং ভবতি । তত্ত্ব দক্ষিণে  
মহেশ্বরভাগে কৃষ্ণবর্ণে উমাভাগে বামে পিঙ্গলবর্ণঃ । স চ যোগেন  
স্বকীয়ং রেতো ব্রহ্মরক্ষে ধৃত্বোধ্বরেতা ভবতি । ত্রিনেত্রাদ্বিরূপাক্ষঃ  
। তাদৃশং পরমেশ্বরং অনুশৃঙ্গত্যেতি শেষঃ । ”

 **ভাষ্যানুবাদ ও মর্মার্থ** - যিনি সেই পরমব্রহ্ম তিনিই সত্য স্বরূপ। তাঁর  
সেই সত্যত্ব দ্বিবিধ, ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক। সেই (নির্গুণ) ব্রহ্ম  
(পারমার্থিক) ভগ্নানুগ্রহের নিমিত্তে ( ব্যবহারিক পর্যায়ে) উমা-  
মহেশ্বরাত্মক স্বরূপ ধারণ করেন (অর্থাৎ নিরাকার পরমশিব থেকে  
অর্ধনারীশ্বর সদাশিব স্বরূপে প্রকটিত হন)। তাঁর দক্ষিণভাগ মহেশ্বর ভাগ  
কৃষ্ণবর্ণের এবং বাম ভাগ উমা ভাগ পিঙ্গল বর্ণের। তিনি যোগের দ্বারা  
(উর্ধবরেত অর্থাৎ) নিজের তেজঃ শক্তিকে (অর্থাৎ কুণ্ডলিনী পরাশক্তি)  
ব্রহ্মরক্ষের (সহস্রার পদ্ম) দিকে প্রেরণকারী, সেই পরমেশ্বর বিরূপাক্ষ  
অর্থাৎ ত্রিনেত্রধারী। পরমেশ্বরের এইরূপ স্বরূপই অনুশৃঙ্গতি অর্থাৎ শৃতিলক্ষ  
জ্ঞান।

কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈতিরীয় আরণ্যকের সামান ভাষ্য অনুযায়ী  
পরমত্বস্থ সাক্ষাৎ শিব, অপর কেউ নয়। সেই ব্ৰহ্মাই সাকারে উমা  
মহেশ্বরাদ্যক অর্ধনাৰীশৰ মুর্তিধাৰী। সেই ব্ৰহ্মাই বিৱৰণপাক অৰ্থাৎ  
অিনেকধাৰী শিব

[ অনু ০ ২৩-২৪ ]      সমাপ্তো দশমপ্রাঠকঃ ।

৫৪৩

অথ প্রযোবিতোঽন্তুবাকঃ ।

পূর্বোক্তপ্রকারেণোপাসনিস্য পুহুপস্থ্যা পাস্থনমস্কার অর্থমিকামৃতমাহ—  
কৃত্ব স্তৰ্য পূর্ব ব্ৰহ্ম পুরুষ কৃষ্ণপিঙ্গলম ।  
ত্বর্বৰ্তন বিৰুল্পাদ্য বিৰুল্পাদ্য বিৰুল্পাদ্য বিৰুল্পাদ্য বিৰুল্পাদ্য বিৰুল্পাদ্য ॥

ইতি কৃষ্ণায়স্তুবৈদী চিৰীয়াৰ্থয়ক দশমপ্রাঠকে নারাযণোপ-  
নিষদি ত্রয়োবিতোঽন্তুবাকঃ ॥ ২৩ ॥  
যদেতত্পর ব্ৰহ্ম তত্সত্যমচান্তম । সত্যত্বে চ দ্঵িবিষে ত্যাবহারিক পারমার্থিক  
চ । দ্বিপ্রামৰ্থস্থৰ্য অ্যাবহারিক সত্য তত্ত্বাকৰণেন পারমার্থিক সত্য প্রতিপোদ্ধি-  
ত্যমূল সত্যমিতি বিশেষজ্ঞতে । অ্যতে সত্যমিত্যর্থ । তাহৰ ব্ৰহ্ম মৰ্কানুগ্রহাযোমা-  
মহেশ্বরাত্মকপুরুষস্থৰ্য ভৱতি । তত্ত্ব দক্ষিণ মহেশ্বৰভাগে কৃষ্ণবৰ্ণ উমাভাগ বাম-  
পিঙ্গলবৰ্ণঃ । স চ যোন দ্বকায় রোতো ব্ৰহ্মসংপ্রস্তুত্বাচ্চৰতা ভৱতি । প্রিনৰবৰ্ত-  
বিৰুল্পাদ্যঃ । তাহৰ পৰমেশ্বরমনুপুর্যুমৈতি শৈষঃ । বিৰুল্পাদ্য জগত্কারণত্বেন সৰ্ব-

শিব মহাপুরাণেও প্রায় একই শ্লোক আমরা পেয়ে থাকি -

“ একো রূদ্রঃ পরং ব্ৰহ্ম পুরুষ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ || ১৩ ||”

(শিবমহাপুরাণ / বায়ুবীয় সংহিতা / উত্তরখণ্ড / ৬ নং অধ্যায়)

পৱের শ্লোকে আৱো পৱিন্ধার ভাবে বলা আছে যে –

“ সৰ্বো বৈ রূদ্রস্ত্মৈ রূদ্রায নমো অন্তঃ ।

পুরুষো বৈ রূদ্রঃ সন্মহো নমো নমঃ ।

বিশ্বং ভূতং ভুবনং চিত্রং বহুধা জাতং জায়মানশ যৎ ।

সৰ্বো হ্যে রূদ্রস্ত্মৈ রূদ্রায নমো অন্তঃ ॥ ”

(কৃষ্ণ-যজুর্বেদ/ তৈতিরীয় আরণ্যক/ ১০ ম প্রপাঠক- পরিশিষ্ট /১৪  
নং অনুবাক)

সায়ণ ভাষ্য - “ যো রুদ্রঃ পার্বতীপতিঃ পুরাণেষু প্রসিদ্ধঃ স এব  
সর্বো জীবরূপেন সর্বশরীরেষু প্রবিষ্টত্বাতঃ | তস্যে সর্বাত্মকায রুদ্রায  
নমো অন্তঃ |.....যজ্জড়ং বিশ্বমন্তি যচ্চ ভূতং চেতনং  
প্রাণিজাতমন্তীতি চেতনাচেতনরূপেন বিচিত্রং যন্ত্রুবনং জগৎ,  
....সর্বোহপি প্রপঞ্চ এষ রুদ্রো হি |.... তদ্শায সর্বাত্মকায রুদ্রায  
নমস্কারো অন্তঃ | ”

সায়ণ আচার্য স্পষ্ট ভাবেই বলছেন, যে রুদ্রদেব পুরাণে পার্বতীপতি  
হিসেবে উক্ত হয়েছেন ( অর্থাৎ সদাশিব অর্থে) তিনিই জীবাত্মা রূপে  
অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা রূপে সকল জীবের শরীরে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছেন। সেই  
সর্বাত্মক রুদ্রকে নমস্কার জানাই, যার থেকে জড় জগৎ, ভূত, চেতন,  
অচেতন, ভূবন, প্রাণী সকলই জাত হয়েছে। সমগ্র বিশ্ব প্রপঞ্চ সেই এক  
রুদ্র স্বরূপই বটে। সেইরূপ সর্বাত্মক রুদ্রকে নমস্কার জানাই।

আবার নারায়ণ সূত্রের শেষের শ্লোকে বলা আছে যে -

“ স ব্রহ্ম স শিবঃ স হরিঃ সেন্দ্রঃ পরমঃ স্বরাট্টঃ ।”

(কৃষ্ণ-যজুর্বেদ/ তৈত্রিয় আরণ্যক/ ১০ ম প্রপাঠক- পারিশিষ্ট /১৩  
নং অনুবাক)

- আলোচ্য শ্লোকার্থে এটা স্পষ্ট হল যে সেই পরমসত্ত্বা পরমাত্মা ব্রহ্মা রূপে  
সৃষ্টি করছেন, হরি বা বিষ্ণু রূপে পালন করছেন এবং শিবরূপে( অর্থাৎ

তমঙ্গী রূদ্র ) সংহার করছেন অর্থাৎ সেই পরমসত্ত্বাই হলেন ত্রিমূর্তিধারী এবং সেই ত্রিমূর্তির দ্বিতীয় মূর্তি হল শ্রীহরি বিষ্ণু বা অচৃত। তিনিই হলেন আসলে শঙ্খ, চক্র গদা, পদ্মধারী শ্রীবিষ্ণু, জগৎপালক, পৌরাণিক নারায়ণ।

তাহলে কে আসলেই এই ত্রিমূর্তির স্বরূপ ধারণ করেন এবং আসলে কেই বা বেদের নারায়ণ সূত্রে গীত হয়েছেন তার প্রমাণ গুরুত্বপূর্ণ উপনিষদ কৈবল্য উপনিষদেই পাওয়া যায়। কৃষ্ণ যজুবেদীয় কৈবল্য উপনিষদে এই একই কথাই বলা রয়েছে একটু অন্যভাবে -

“ স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোহক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট् ।

স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালোহঞ্চিৎ স চন্দ্রমাঃ || ৮ || ”

- তিনি ব্রহ্মা, তিনি শিব ( রূদ্র অর্থে ), তিনি ইন্দ্র, তিনি ক্ষরণরহিত, তিনি কারো অপেক্ষা ছাড়াই স্ব-বিরাজমন। তিনিই বিষ্ণু, তিনিই প্রাণ, কালান্তি, তিনিই চন্দ্রমা। (শ্রীসদাশিব শিবাচার্য কর্তৃক অনুবাদ।)

কে তিনি ? দেখে নেওয়া যাক শ্রুতি কি বলছে-

“ তমাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং বিভুং চিদানন্দমরূপমদ্ ভূতম্।  
তথাদিউমাসহাযং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্।  
ধ্যাত্বা মুনিগচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাত্ত || ৭ ||”

— যে প্রভুর আদি, মধ্য এবং অন্ত নেই , যিনি অনুপম , বিভুএবং চিদানন্দ  
স্বরূপ , অরূপ এবং অঙ্গুত , এভাবে সেই উমা ( ব্রহ্মবিদ্যা ) — এর সাথে  
পরমেশ্বরকে , সম্পূর্ণ চর - অচরের পালনকর্তাকে , শান্তস্বরূপ , ত্রিনেত্র  
স্বরূপ , নীলকণ্ঠকে যিনি সমস্ত ভূত সমূহ তথা প্রাণীদের মূল কারণ ,  
সবকিছুর সাক্ষী এবং অবিদ্যা রহিত হিসেবে প্রকাশিত , এভাবে সেই  
প্রকাশপুঞ্জ পরমাত্মা শিবকে যোগীব্যক্তি ধ্যানের মাধ্যমে গ্রহণ করেন ।

**বেদ শান্ত্র কর্তৃক উপরিউক্ত মতকে সমর্থন ও শব্দপ্রমাণ –**

1. “ কৈলাসশিখরাভাসা হিমবদ্বিগরিসংস্থিতা নীলকণ্ঠং ত্রিনেত্রং চ  
তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্ত || ২৫ || ”

(খণ্ডেদ সংহিতা /খিল ভাগ/ ৪/ ১১)

2. “ উর্ধবরেতং বিরুপাক্ষং বিশ্বরূপায বৈ নমো নমঃ || ”

(কৃষ্ণ-যজুর্বেদ/ তৈত্রীয় আরণ্যক/ ১০ ম প্রপাঠক- পরিশিষ্ট /২৩  
নং অনুবাক)

৩. “ পরাংপরতরো ব্রহ্মা তৎপরাংপরতো হরিঃ ।

তৎপরাং হোষ তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমন্ত্র || ১৮ ||

প্রযতঃ প্রণবো নিত্যং পরমং পুরুষোত্তমম্ ।

ওক্ষারং পরমাত্মানং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমন্ত্র || ২০ ||

যো বৈ বেদাদিষু গাযত্রী সর্বব্যাপীমহেশ্বরাং ।

তদ্বিরুদ্ধং তথাদ্বেশ্যং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমন্ত্র || ২১ ||

যো বৈ বেদ মহাদেবং পরমং পুরুষোত্তমম্ ।

যঃ সর্বং যস্য চিংসর্বং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমন্ত্র || ২২ ||

যোহসৌ সর্বেষু বেদেষু পঠতে হ্যজ ঈশ্বরঃ ।

অকায়ো নিঞ্জনোহধ্যাত্মা তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমন্ত্র || ২৩ || ”

(খগ্নেদ সংহিতা /খিল ভাগ/ ৪/ ১১)

৪. “ পুরুষস্য বিদ্ম সহস্রাক্ষস্য মহাদেবস্য ধীমহি ।

তন্মো রূদ্রঃ প্রচোদয়াৎ || ”

(কৃষ্ণ-যজুর্বেদ/ তৈত্রীয় আরণ্যক/ ১০ ম প্রপাঠক)

৫. “ বিশ্বতচক্ষুরূত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোহস্ত উত বিশ্বতস্পাত | ”

(কৃষ্ণ যজুর্বেদ/ ১০ ম প্রপাঠক/ ১ নং অনুবাক)

৬. “ সর্ববব্যাপী সর্ববভূতান্তরাত্মা |

সাক্ষী চেতা কেবলো নিঞ্জেশ্চ || ১১ || ” (শ্঵েতাশ্বতর - ষষ্ঠ অধ্যায় )

সুতরাং নারায়ণ সূত্রে বর্ণিত অনন্ত মন্ত্রক, চক্ষু যুক্ত পরমেশ্বর যিনি  
একাধারে নিরাকার ও সাকার , তিনি যে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর শিব, তার প্রমাণ  
সাক্ষাৎ শৃঙ্গি শাস্ত্রই দিচ্ছে আমাদের।

সেজন্য শ্রীবৃষভেন্দ্র শিবাচার্য তাঁর মহানারায়ণ উপনিষদ ভাষ্যে স্পষ্ট  
ভাবেই বলে গিয়েছেন -

“ নারায়ণশব্দস্তু সর্বকারণ সর্বব্যাপকপরশিববাচকো | ”

“ হরিং হরং তমিতিশ্রীতেঃ ”

“ ব্রহ্মবিষ্ণবাদিচেতনাচেতন প্রপঞ্চং সর্বং শিব এবেতিভাবঃ । ”  
(তৈত্তিরীয় আরণ্যক/ ১০ম প্রপাঠক/ মহানারায়ণ উপনিষদ/  
বৃষভেন্দ্র শিবাচার্যের ভাষ্য ) -

‘নারায়ণ’ শব্দের দ্বারা সর্বকারণ, সর্বব্যাপক পরিশিব বাচিত হয়েছেন।

‘হরি’ অর্থাৎ যিনি হরণ করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি সকল চেতনা জগৎ প্রপঞ্চ সেই এক শিব স্বরূপ।

## তেজিরীয় আরণ্যকের অন্তর্ভুক্ত নারায়ণ বৃষভেন্দ্র শিবাচার্য কর্তৃক ভাষ্য

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্ভুক্ত নারায়ণ সূক্তের  
বৃষভেন্দ্র শিবাচার্য কর্তৃক ভাষ্য

অৰাৰঁ। বচনামাণঁ। অৱাৰঁ। দুষ্কামাণঁ। য়েকেস্তেন্নোন  
নম্বৰটো। সন্দৰ্ভাদ্যঁ। দেখ বেদৰূপৰিণি। আগামি। আগামি  
দৰঁ। রাধাপ্ৰণালীবৰতি আৰায়োঁ। আৰায়ো নম্বৰটো  
নাম্বৰটোঁ। বেঁচো বেঁচো মৰণাপনি কৰেন্নো শুনুকৰিব্বা  
বেদৰূপৰিণিৰ্ব্বেঁ। বেদনৰেন্নো পৰিচয়ৰেকে কুণ্ডলেুৰে ॥

অৰাৰঁ। প্ৰাপ্ত ধৰণামাণঁ। দুষ্কামাণঁ ধৰণামাণঁ।  
বস্তুমৰণৰে। বেঁচোনৰাপৰেণি। শিগঁ। ॥ ১ ॥ বেদৰূপৰিণিৰ্ব্বেঁ কৈৰে  
নৰাৰ। কিমি পৰামৰণৰে। তলৰে তলৰে স্বল্পবেশৰেণা-  
ব্যাপঁ। রাধাপ্ৰণালীবৰতিৰ্ব্বেঁ। বেঁচোবৰতিৰ্ব্বেঁ-  
ব্যাপঁ। আৰায়ো ঘোৰ মৰণেকৈ আৰায়োঁ। শিগঁ। ॥ ২ ॥  
নাম্বৰটোপৰে কৈ আৰায়োঁ। স্বল্পবেশৰেণিৰ্ব্বেঁ। তলৰেনি-  
র্বেঁবৰতিৰ্ব্বেঁ। বেঁচোনৰাপৰেণি। শিগঁ। ॥ ৩ ॥ নৰাপৰ-  
বেদৰূপৰিণিৰ্ব্বেঁ। কৈ আৰায়োঁ। পৰামৰণৰেণিৰ্ব্বেঁ। পৰামৰণ-  
বেশৰে আৰায়োঁ। শিগঁ। ॥ ৪ ॥ অৰূপৰিণিৰ্ব্বেঁ। দুল চ-  
হৰ্বেঁ চৰ্বেঁ। নৰাপৰবেদৰূপৰেণিৰ্ব্বেঁ। কৈ আৰায়োঁ। শিগঁ। ॥ ৫ ॥  
নৰাপৰবেদৰূপৰিণিৰ্ব্বেঁ। আৰায়োঁ। তেণো যাম-  
তত্ত্বিশৰীষী আৰাণকৰে অনুৰূপু নারায়ণ সুক্ষেৱ

# তেজিরীয় আরণ্যকের অন্তর্ভুক্ত নারায়ণ সূক্তের ব্রহ্মলোক শিবাচার্য কর্তৃক ভাষ্য

ତଡ଼ିରୀୟ ଆବଶ୍ୟକେ ଅନ୍ତର୍ଭୂତ ନାରାୟଣ ମୁଦ୍ରକର  
ବସନ୍ତମୁଦ୍ର ପିଥାଚାର୍ଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତକ ଡାସ

এ প্রসঙ্গে কর্মহাপরাণোন্তর্গত শ্রীঙশ্বরগীতায় বলা হয়েছে -

“ তদেশ্বরং (মহাদেব) রূপং রূদ্রং নারায়ণাত্মকম্ |... || ১৮ || ”

## (পঞ্চম অধ্যায়, শ্রীসিংশ্রুতগীতা)

- অর্থাৎ সেই ঈশ্বর মহাদেবেরই স্বরূপ হলেন রূদ্র যিনিই নারায়ণ হয়েছেন, যিনি নারায়ণাত্মক।

কুলার্ণব তত্ত্বও সেই মতকে সমর্থন করছে ----

“ নমস্তে নাথ ভগবন् শিবায গুরুরূপিণে ।

নারায়ণস্বরূপায পরমাত্মাস্বরূপিণে ।

সর্বজ্ঞায দয়াকলিষ্টবিগ্রহায শিবাত্মনে ।”

(শ্লোক নং ৩ - ৫/ ১৭ নং উল্লাস/ কুলার্ণব তত্ত্বম্)

- অর্থাৎ ভগবান শিব পরমগুরু, পরমাত্মা, তিনিই নারায়ণস্বরূপ। তিনিই সর্বজ্ঞ শিব।

আরও দেখে নেওয়া যাক -

“ আদিনারায়ণঃ সাক্ষাৎ পরশঙ্কু স এব হি তদৈব নিষ্ঠণং ব্রহ্ম  
বৃহত্ত্বাদ্ব্রহ্ম কীর্তিম্ ॥ ২ ॥

শুন্দস্ফটিকবদ্ধ দেবি সৈব শ্রীপ্রকৃতির্বরা ।

বাসুদেবো হরো ব্রহ্মা তারিণী প্রকৃতিঃ স্বযম্ঃ ॥ ৩ ॥

যাঃ বিচিত্ত্য মহাদেবি জলশায়ী স্বয়ং হরিঃ । .... ॥ ৪ ॥ ”

## (অষ্টম পটল/ ছিন্নমস্তা খন্দ/ শক্তিসঙ্গম তত্ত্ব)

-অর্থাৎ পরশন্তুই (তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বর্ণিত বিশ্বশন্তু বা শিব) হলেন আদিনারায়ণ। তিনিই নিষ্ঠুর ব্রহ্ম। আবার সাকারে তিনিই বৃহৎতত্ত্ব / বিরাট পুরুষ। তিনিই শুন্দি স্ফটিক বর্ণের। বাসুদেব(হরি), ব্রহ্মা ও হর (তমগুণী রূপ) সেই পরম শন্তুরই স্বরূপ। সেই পরমশিব পরমেশ্বরেরই চিত্তায় ধ্যানে স্ময়ং হরি-নারায়ণ বিষ্ণুদেব জলে শায়িত থাকেন।

সুতরাং জল আর তেলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল যে বৈদিক নারায়ণ সৃষ্টি আসলেই পরমেশ্বর শিবের প্রতিই সমর্পিত হয়েছে। কিন্তু মানুষ সেটা নারায়ণ সৃষ্টি অধ্যয়ন করে সরাসরি বুঝতে পারবে না যদি না তিনি সঠিক জ্ঞান মার্গী হন। বেদে পরমেশ্বর শিব অতীব গৃহ্য ভাবে নিহিত রয়েছেন যাতে কেউ তাঁর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে জানতে না পারে, নইলে তো সে মুক্তি পেয়ে যাবে – “**ব্রহ্ম বিদ্ব্ৰুক্ষেব ভবতি**”। সেই জন্যই তো মহৰ্ষি ব্যাসদেব মহাভারতে বলছেন -

“**বেদাঃ সাঙ্গোপনিষদাঃ পুরাণাধ্যাত্মনিশ্চযাঃ |**

**যদত্র পরমং গৃহ্যং স বৈ দেবো মহেশ্বরঃ || ৮৯ || ”**

( রেফারেন্স - মহাভারত , দ্রোণপর্ব/সপ্তত্যধিকশততমোধ্যায়ঃ )

- ব্যাসদেব বললেন, ব্যাকরণাদি অঙ্গশাস্ত্র ও উপনিষদের সহিত সমস্ত বেদ এবং পুরাণ ও অধ্যাত্মশাস্ত্র এই গুলির মধ্যে যা অত্যন্ত গোপনীয় , সেটিই মহেশ্বর মহাদেব ।

**এবার আসা যাক শতপথ ব্রাহ্মণ প্রসঙ্গে -**

**বৈষ্ণবদের দাবী** – শতপথ ব্রাহ্মণের ‘পুরুষমেধপ্রকরণের’ (১৩/৬/১) শ্লোক এবং তার উপরে শ্রীহরি স্বামী কর্তৃক ভাষ্য টেনে বৈষ্ণবেরা দেখান যে – সেখানে নাকি নারায়ণকেই পুরুষসূত্রের সর্বব্যাপী সহস্রশীর্ষ পুরুষ বলা হয়েছে, তিনিই পরম পুরুষ।

**জবাব** - দেখে নেবো আলোচ্য ব্রাহ্মণে প্রথমেই কি বলা হয়েছে –

“ পুরুষো হ নারায়ণগোহ্কামযত অতিতিষ্ঠেযে সর্বাণি  
ভূতান্যহমেবেং সর্বং স্যামিতি । ” (শতঃ ব্রাঃ/১৩/৬/১/১)

-পুরুষরূপি নারায়ণ সর্বভূতকে ব্যাপ্ত করে তাঁর বাইরেও অবস্থান করে আছেন।

- বেদে বর্ণিত ‘নারায়ণ’ শব্দ এর তাৎপর্য কি ? কার প্রতি তা সমর্পিত ,  
তা ইতিমধ্যে পুর্বেই প্রমাণ করা হয়ে গেছে। আরো একবার পারলে  
উপরের অংশ থেকে সোচি পড়ে নিন।
  
- এবার শতপথ ব্রাহ্মণের শ্রীহরি স্বামীর ভাষ্যের কিছু অংশ থেকে দেখে  
নেওয়া যাক যে সেখানে নারায়ণ সম্পর্কে কি বলা আছে -

“ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং - ইত্যেনেন নারায়ণ  
সৃত্তেন পুরুষপশবোহভিষ্ঠোতং শক্যতে | ... তত্ত্ব চ পুরুষপশূনা  
তাদাত্ম্যং গম্যতে। এনং নারায়ণং অশরীরা বাক্ উত্তুবতী পুরুষ | ”  
(সংক্ষেপে) (শতঃ ব্রাঃ/১৩/৬/১ & ২ নং ব্রাহ্মণ)

- ভাষ্যকার বলছেন “ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ ” – এই নারায়ণ সৃত্তের  
(আসলে পুরুষ সৃত্ত) দ্বারা পুরুষ- নারায়ণ এবং পশু (জীবাত্মা) এর মধ্যে  
তাদাত্ম্য (একাত্মতা) সাধিত হয়। নারায়ণ হলেন অশরীরী ( অকায় বা  
নিরাকার) বাক স্বরূপ, তিনিই পুরুষ। ভাষ্যকার আরও বলছেন যে- জীব  
শাস্ত্রসম্মত ভাবে পুরুষমেধ যজ্ঞের দ্বারা নারায়ণত্ব (ব্রহ্মত্ব)লাভ করতে  
পারে।

আলোচ্য ব্রাহ্মণে কোথাও সাকার দেহধারী শ্রীবিষ্ণুর কথা বলা নেই,  
কোনো শব্দপ্রমাণ নেই। কেননা বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত মতে পরমেশ্বর সাকার।

‘নারায়ণ’ শব্দ পরমাত্মা বা পুরুষ বাচ্য এবং ‘পশব’ বা পশু শব্দ জীবাত্মা বা পুরুষ বাচ্য (‘পুরুষ’ আসলেই শব্দটি দ্র্যর্থবোধক।) ভাষ্যকার বলছেন - “যে বায়ু বাইরেও (সর্বলোকে পূর্ণতভাবে অবস্থিত) বিদ্যমান এবং দেহপুরিতেও বিদ্যমান (প্রাণাত্মা হিসেবে), তিনিই পুরুষ (অর্থাৎ নারায়ণ)”। তাই এখানে ‘নারায়ণ’ বলতে কোনো বিশেষ দেবকে বোঝানো হয়নি, বরং নিরাকার প্রত্যগাত্মাকে বোঝানো হয়েছে। আর সেই নিরাকার পরমেশ্বর আসলেই যে সাক্ষাৎ শিব, তিনিই যে একাধারে প্রত্যগাত্মা, অপরদিকে বিশ্বরূপধারী বিরাট পুরুষ তার শব্দপ্রমাণ শ্রতিতে দেওয়াই আছে -

“ অকায়ো নিগ্রগোহধ্যাত্মা তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমন্ত্র ॥ ২৩ ॥ ”

(খণ্ডে সংহিতা /খিল ভাগ/ ৪/ ১১)

“ অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহত্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট । ”

(শ্঵েতাঃ/৩/১৩)

“ পুরুষস্য বিদ্য সহস্রাক্ষস্য মহাদেবস্য ধীমহি ।

তন্মো রূদ্রঃপ্রচোদযাঃ ॥ ” (কৃষ্ণ-যজুর্বেদ/ তৈত্রীয় আরণ্যক/ ১০  
ম প্রপাঠক

“ সর্বো বৈ রূদ্রস্ত্মৈ রূদ্রায নমো অন্ত ।

পুরুষো বৈ রুদ্রঃ সম্মহো নমো নমঃ । ”

(কৃষ্ণ-যজুর্বেদ/ তৈত্রিয় আরণ্যক/ ১০ ম প্রপাঠক- পরিশিষ্ট /২৪  
নং অনুবাক)

“ প্রযতঃ প্রণবো নিত্যং পরমং পুরুষোত্তমম্ ।

ওঙ্কারং পরমাত্মানং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমন্ত্র || ২০ || ” (খগ্নেদ  
সংহিতা /খিল ভাগ/ ৪/ ১১)

“ পশুপাশবিমোচকং পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং উর্ধ্বরেতং বিরুপাক্ষং  
বিশ্঵রূপং সহস্রাক্ষং সহস্রশীর্ষং সহস্রচরণং বিশ্বতোবাহুং  
বিশ্বাত্মানং একং অদ্বৈতং নিষ্কলং নিষ্ক্রিযং শান্তং শিবং অক্ষরং  
অব্যযং হরি-হর-হিরণ্যগর্ভস্রষ্টারং অপ্রমেং অনাদ্যত্বং ... । ”

(রেফারেন্স- ভস্মজাবাল উপনিষদ / দ্বিতীয় অধ্যায় )

“ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাত্ ।

স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্তা অত্যতিষ্ঠদ্ দশান্দুলম্ ॥ ”

(শ্঵েতাঃ উৎ/৩/১৪)

“ বিশ্বতশক্ষুরএত বিশ্বতোমুখো

বিশ্বতোবাহুরূত বিশ্বতস্পাৎ । ” (শ্঵েতাঃ/৩/৩)

আপত্তি নং ১৩ - শাস্ত্র তো শৈবদেরকে এবং তাঁদের আচার, রীতিনীতি কে অবৈদিক, অসুর প্রবৃত্তির বলা হয়েছে। এ বিষয়ে তো শৈবমত শ্রতির বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে।

**আপত্তির নিরসন-** ISSGT এর পক্ষ থেকে মূর্খ বৈষ্ণবদের এই দাবীর পুরো নিরসন করা হয়ে গেছে বহুকাল পূর্বেই। নিম্নে প্রদত্ত লিঙ্কে গিয়ে পড়ুন -

<https://issgt100.blogspot.com/2022/03/How%20reasonable%20is%20it%20to%20condemn%20Shaivas%20in%20Padmapurana.html?m=1>

তাছাড়া শাস্ত্র এই সব কলির চর মূর্খ বৈষ্ণবদের ব্যাপারে কি বলছে সেটাও দেখে নেব -

“ কলৌ জগদ্বিধাতারং শিবং সত্যাদিলক্ষণম্ ।

নার্চয়িষ্যত্তি বেদেন পাষণ্ডোপহতা জনাঃ ॥ ৩৬ ॥

বেদসিদ্ধং মহাদেবং সাম্বং চন্দ্রার্ধশেখরম্ ।

নার্চয়িষ্যত্তি বেদেন পাষণ্ডোপহতা জনাঃ ॥ ৩৭ ॥

বেদোভ্রনেব মার্গেণ ভস্মনেব ত্রিপুঞ্জকম্ ।

ধূলনং নাচরিষ্যত্তি পাষণ্ডোপহতা জনাঃ ॥ ৩৮ ॥

রুদ্রাক্ষধারণং ভক্ত্যা বেদোক্তেনৈবে বর্তনা ।

ন করিষ্যত্তি মোহেন পাষণ্ডোপহতা জনাঃ ॥ ৩৯ ॥

শতরুদ্রীয়চমকেন্থা পৌরুষসূত্রকৈঃ ।

নাভিষিঞ্চত্তি দেবেশং পাষণ্ডোপহতা জনাঃ ॥ ৪৭ ॥ "

(শ্রীব্রহ্মগীতা / ‘বেদার্থবিচার’ নামক দ্঵িতীয় অধ্যায়/ স্কন্দপুরাণ /  
সূতসংহিতা / যজ্ঞবৈভবখণ্ড / উত্তরভাগ)

ব্ৰহ্মদেব বললেন - কলিযুগে জগতেৱ বিধাতা , সত্যস্বৰূপ , বেদস্বৰূপ  
অৰ্ধচন্দ্ৰধৰ মহাদেব শিবকে পাষণ্ড জনেৱাই বৈদিক ভাবে অৰ্চনা কৱবে না  
পাষণ্ডৱাই কলিযুগে ত্ৰিপুণ্ড , ভস্ম , মাটি এসব শিবকে বৈদিকভাবে অৰ্পণ  
কৱবে না । কলিযুগে মোহবশত পাষণ্ডৱাই বৈদিকভাবে রুদ্রাক্ষ ধারণ  
কৱবে না । তাছাড়া পাষণ্ডৱাই শতরুদ্রিয় , চমকম এবং পুৰুষসূত্র মন্ত্ৰ  
শিবেৱ অভিষেক কৱবে না ।

সূত উবাচ -

“ ভবিষ্যতি যদা বিপ্রাঃ পাপানাং প্রভবঃ কলৌ ।

তথা তথা ভবিষ্যতি হ্যদীচ্যাং দ্বন্দ্বৈষণ্বাঃ ॥ ৩৯.৭৭ ॥

শিবসামান্যবত্তারং শিবসামান্যদর্শিনম্ ।

দৃষ্ট্বা স্নাযাঃ সবস্ত্রং শিবসামান্যসঙ্গিনম্ ॥ ৩৯.৭৮ ॥

মধুদর্শিতমার্গেণ পাপিষ্ঠা বৈষ্ণবাঃ কলৌঃ ।

ভবিষ্যত্তি ততো ম্লেচ্ছাঃ শূন্দ্র যুথবহিষ্ঠিতাঃ ॥ ৩৯.৭৯ ॥

তৎপক্ষপাতিনো মৃচ্চা গৃহস্থাঃ শিবনিন্দুকাঃ ।

মিথ্যা বৈষ্ণবভিমানেন গ্রস্তা নরকগামিনঃ ॥ ৪০.৬৬ ॥ ”

(সৌরপুরাণম्)

অর্থ - সূত মুনি বললেন যে কলিযুগে যেমন যেমন পাপবৃক্ষি হতে থাকবে, তদনুসারে অনেক উত্তরদেশে দাস্তিক কল্পিত বৈষ্ণবদের প্রাদুর্ভাব হবে ।

শিবকে যারা সামান্য , অপরের সাথে সমান - এসব বলে নিন্দা ও পদে পদে ছোটো করবে । তাই তাদের এবং তাদের সঙ্গীদের দর্শনমাত্রই সবস্ত্রে স্নান করা উচিত । কলিকালে মধু দর্শিত পথ অনুসারী পাপিষ্ঠ বৈষ্ণব অনেক হবে , অনন্তর জাতিভ্রষ্ট শূন্দ্র এবং ম্লেচ্ছগণ এই বৈষ্ণব পথাবলম্বী হবে ।

সেই সব পক্ষপাতি মৃচ্চা গৃহস্থগণ শিবনিন্দুক হবে এবং মিথ্যা বৈষ্ণব অভিমানগ্রস্ত হয়ে তারা নরকগামী হবে ।

<https://issgt100.blogspot.com>

সুতরাং শৈবদের নিয়ে অপপ্রচার করার পূর্বে বৈষ্ণবরা যেন দর্পণে  
নিজেদের মুখখানা দেখে নেয় একবার, কারা অবৈদিক, আসুরিক প্রভৃতির  
আর কারা বেদসম্মত সেটা জলের মত স্পষ্ট হয়ে যাবে।

|| খণ্ডন পর্ব সমাপ্তি ||

(অপপ্রচার দমনে – শ্রীশনিরাজ শৈবজী)

শিব ৩০ তৎসং

---



॥ শিব ওঁ তৎসৎ ॥



To Visit Our Blog Scan This QR Code



Visit Our Page - INTERNATIONAL SHIVA SHAKTI GYAN TIRTHA  
& আদ্যাশক্তি পার্বতী মাতা

Visit Our Blog - <https://shaivadharma.wordpress.com>  
& <https://issgt100.blogspot.com>